চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 51 Saturday, 20 January, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা ❋ ৫ মাঘ, ১৪৩০, শনিবার, ২০ জানুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শীত মরশুমে দিঘায় জমজমাট সি ফুড ফেস্টিভ্যাল এর আসর। নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছের রকমারি নানান পদ নিয়ে ফুড ফেস্টিভ্যালের আসর। ...বিস্তারিত পাতা ৩

রেল লাইনের ধার থেকে শুক্রবার বস্তাবন্দি একটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল খড়গপুরের বাখরাবাদে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

নয়ডার এই রেস্তোরাঁর তরফে জানানো হয়, যদি কেউ মালদ্বীপের টিকিট বাতিল করে, লাক্ষাদ্বীপে যেতে চাইতে তাঁকে বিনামূল্যে ছোলে ভাটুরে খাওয়ানো হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

জার্মানির কাছে হেরে তাও আশা ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাঁচিতে মহিলা হকি দলের অলিম্পিক্স যোগ্যতাপর্বের ম্যাচে জাপানের কাছেও হারল ভারত ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘অধীর কোনও ফ্যাক্টরই নয়’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়া জোটের আসন সমঝোতা নিয়ে তুমুল চর্চা চলছে রাজ্য রাজনীতিতে। বিশেষ করে কংগ্রেসের জন্য তৃণমূল ক'টি আসন ছাড়বে, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। আর এসবের মধ্যেই তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীকে বাড়তি গুরুত্বই দিলেন না তৃণমূল নেত্রী। সূত্রের খবর, শুক্রবার দলীয় বৈঠকে মমতা বলেছেন, 'অধীর কোনও ফ্যাক্টর নয়'। রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মূল নির্যাস এটাই বলে জানা যাচ্ছে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই স্বাভাবিকভাবে জল্পনা ছড়িয়েছে, তাহলে কি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে চলেছে তৃণমূল? এখনও পর্যন্ত সূত্র মারফত যা জানা যাচ্ছে, বহরমপুর কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়ার চিন্তাভাবনাও একেবারে বাদের খাতায় রাখছে না তৃণমূল শিবির। সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে, শুধু বহরমপুরেই নয়, মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনেই জয়ের জন্য ঝাঁপাতে চাইছে শাসক শিবির। ছাড়তে রাজি এবং আরও কিছু আসন নিয়ে কথাবার্তা চলছে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী আবার দু'টি আসনের ইস্যুতে বলেছিলেন, ''কে দু'টোর দয়া নেবে?'' সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, দয়ার দান তিনি চান না। বলেছিলেন, ''আমরা কেউ দয়া চেয়েছি? আমরা প্রত্যাখ্যান করছি।'' এমনকী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহরমপুরে এসে ভোটের লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন অধীর। যখন এই বিস্তর জলঘোলা চলছিল, রাজ্য রাজনীতিতে তখন আসরে নেমে পড়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী-

বহরমপুরে জমি না ছাড়ার ইঙ্গিত তৃণমূলের

সুকান্ত মজুমদাররাও। কথায় কথায় ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে বলেছিলেন, 'ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকে' যাওয়ার কথা। এমনকী তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে নীচু তলার বিজেপি কর্মীরাও একই ভাষায় বিঁধেছিলেন কংগ্রেস ও তৃণমূলকে। এসবের মধ্যেই আজ তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে সব আসনে ঘাসফুলের প্রার্থী দাঁড় করানোর ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় পাল্টা বলেছেন, ''৪২টি আসনে কেন, উনি সারা ভারতে প্রার্থী দিন। তাতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক দলের মতো প্রার্থী দেবে। অধীর চৌধুরীকে হারানোর জন্য তো অনেককিছুই করেছেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, যদি ক্ষমতা থাকে, আপনি নিজে গিয়ে বহরমপুরে দাঁড়ান।''

বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসকে জমি না ছাড়ার ইঙ্গিত এসেছে তৃণমূল নেতৃত্বের থেকে, সূত্র মারফত এমনও জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের আগে ইন্ডিয়া জোটের প্রাদেশিক সমীকরণ ঘিরে জোর চর্চা চলছে গোটা দেশজুড়ে। কোন দল কোন রাজ্যে কাকে কতটা আসন ছাড়বে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রাদেশিক রাজনীতির সমীকরণ নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে বাংলাতেও। তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা বাংলার মাটিতে কতটা সফল হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে। এসবের মধ্যেই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে অধীরকে বিশেষ গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না বাংলার শাসক দলের তরফে। প্রায় দেড়-দু'ঘণ্টা ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থাৎ, যদি শেষ পর্যন্ত এটাই বাস্তবায়িত হয়, তাহলে কি বর্তমানে কংগ্রেসের যে দু'টি আসন রয়েছে অর্থাৎ অধীরের মুর্শিদাবাদ ও আবু হাসেম খান চৌধুরীর দক্ষিণ মালদা দুই জায়গাতেই প্রার্থী দিতে চলেছে তৃণমূল? উল্লেখ্য, এর আগে দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাংলায় কংগ্রেস ন্যায্য দাবি রাখলে সমঝোতায় আপত্তি নেই তাঁর। বাংলায় কংগ্রেসের বর্তমানে দু'টি লোকসভা আসন রয়েছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে জল গড়িয়েছে অনেকটা। মাঝে দক্ষিণ মালদার বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী দাবি করেছিলেন, তৃণমূল নাকি কংগ্রেসকে দু'টি আসন

২২ তারিখ সরকারি ছুটি ঘোষণা হোক, মমতাকে চিঠি সুকান্তর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ রাম মন্দিরের উদ্বোধন হবে ২২ জানুয়ারি। এই উপলক্ষে উত্তর প্রদেশ তো বটেই, একাধিক রাজ্যে স্কুল ছুটি। কোথাও কোথাও বন্ধ থাকবে বিভিন্ন অফিসও। এরইমধ্যে ২২ তারিখ এ রাজ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি করল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সে সংক্রান্ত চিঠিও শেয়ার করেছেন তিনি। সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি লিখিত অনুরোধ করেছি যেন উনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে আগামী ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এর পবিত্র দিনে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলার নতুন প্রজন্ম ভারতের ঐতিহ্য ও

সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠতে পারবে এবং তাদের মন ভারতীয় গরিমায় প্লাবিত হবে যখন তারা রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয়ে থাকবে।'' প্রসঙ্গত, রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বিজেপি শিবিরে যখন উৎসবের প্রস্তুতি, তৃণমূল তখন অন্য এক কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত। এদিন রাজপথে নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সংহতি যাত্রা' করবেন তিনি। হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস এই সংহতি যাত্রার ফাঁকে তিনি মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও গুরুদ্বারে যাবেন। সংহতি যাত্রা শেষে একটি সভাও হবে পার্ক সার্কাসে। সেই মঞ্চে রাজনীতির কোনও মুখ থাকবে না, বিভিন্ন ধর্মের গুরুরা থাকবেন সেখানে। বিজেপি যে কর্মসূচির বিরোধিতা ইতিমধ্যেই করেছে। এই সংহতি যাত্রার বিরোধিতায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আদালতে পর্যন্ত গিয়েছেন। যদিও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, শর্তসাপেক্ষে এই সংহতি যাত্রা করতে পারবে।

ফের লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদবকে সমন ইডির

পটনা, ১৯ জানুয়ারিঃ ফের বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব ও লালু-তনয় তথা বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে তলব করে নোটিস দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুক্রবার রেলের চাকরি নিয়ে দুর্নীতির তছরুপের মামলাতেই লালুপ্রসাদ ও তেজস্বী যাদবকে নোটিস পাঠিয়েছে ইডি। ইডি সূত্রে খবর, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে লালু প্রসাদ যাদব ঘনিষ্ঠদের জমির বদলে রেলে চাকরি দিয়েছেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরেই এই মামলা চলছে। ইতিমধ্যে এই মামলায় বেশ কয়েকবার লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জেরা করেছে সিবিআই থেকে ইডি। এবার ফের লালু প্রসাদ ও তেজস্বী যাদবকে তলব করল ইডি। আগামী ২৯ জানুয়ারি লালু প্রসাদ যাদব ও ৩০ জানুয়ারি তেজস্বী যাদবকে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পটনায় ইডি-র অফিসে তাঁদের তলব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই রেলে চাকরি দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট দিয়েছে ইডি। এর পরদিনই লালু প্রসাদ ও তাঁর ছেলেকে তলব করল ইডি। যদিও এর আগেও বাবা ও ছেলেকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু, তাঁরা সেটা এড়িয়ে গিয়েছেন। তার আগে লালু প্রসাদ যাদব ও তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে সমন দিয়েছিল ইডি।

গাজিয়াবাদ থেকে উদ্ধার হওয়া ওএমআর শিট পেশ করতে হবে সিবিআই-কে

নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় গাজিয়াবাদে থেকে উদ্ধার হওয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, হার্ড ডিস্ক এবং তার মধ্যে থাকা ওএমআর-সহ সমস্ত নথি আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ২৪ শে জানুয়ারি সমস্ত নথি পেশ করতে হবে। যদি পরবর্তী শুনানির দিন কোনও কারণে ইলেকট্রনিক ডিভাইস পেশ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মামলা চলাকালীন তা পেশ করতে হবে। এদিনের শুনানিতে বিচারপতি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পেশ করা সম্ভব না হলেও তার মধ্যে থাকা নথির কপি পেশ করতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই-কে। এদিন সিবিআই-এর পাশাপাশি এসএসসি-র কাছে থাকা এই সংক্রান্ত সমস্ত নথিও পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই সংক্রান্ত তথ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের সার্ভারে রয়েছে। আদালত এদিন এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মামলায় যুক্ত কোনও বিতর্কিত চাকরিপ্রাপক তাঁর নিজের ওএমআর দেখতে চাইলে, তিনি আদালতের নজরদারিতে দেখতে পারেন। আদালতের সামনে ওএমআর পেশ নিয়ে মতের অমিল রয়েছে বিতর্কিত চাকরি প্রাপকের আইনজীবীদের। একাদশ-দ্বাদশের বিতর্কিত চাকরি প্রাপকের দু'জন চান, তাদের ওএমআর আদালতের সামনে পেশ করা হোক। সেখানেই তিনি একবার তাঁর নিজের ওএমআর পরীক্ষা করে দেখতে চান। কিন্তু বাকি সমস্ত বিভাগের বিতর্কিত চাকরি প্রাপকরা চান না ওএমআর আদালতের সামনে পেশ করা হোক। তাঁরা এই ডিজিটাল নথির সত্যতা নিয়েই সংশয় প্রকাশ করছেন। তাঁদের আইনজীবীর বক্তব্য, যদি কোনও একজন নির্দিষ্ট মামলাকারী তাঁর ওএমআর দেখতে চান তাহলে আলাদা বিষয়, কিন্তু এটা যেন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়। শুনানির সময়ে বিতর্কিত চাকরিপ্রাপকদের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল করেন, ''এনওয়াইএসএ অধিকর্তা এবং প্রাক্তন আধিকারিক পঙ্কজ বনশলকে আমরা জেরা করতে চাই।'' তিনি আরও বলেন, ''আদালতের নির্দেশে কারা প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে চাকরি পেয়েছেন সেই তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন আদালতে পেশ করুক। প্যানেল মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কেউ চাকরি পেতে পারেন না।'' সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, ''এই মামলার তদন্তে আমরা যে যে নথি এবং তথ্য উদ্ধার করেছি তার সবগুলিই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে দিয়েছি। তারা সেগুলি খতিয়ে দেখে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।'' বিচারপতি দেবাংশু বসাক সওয়াল করেন, ''এসএসসি র ওপর আমরা কীভাবে বিশ্বাস করব? এসএসসি বারবার তার অবস্থান বদল করেছে। কলকাতা হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে তারা ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন এই এজলাসেও এসএসসি সর্বশেষ যে হলফনামা দাখিল করেছে সেখানেও তারা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেনি।'' তখন বিচারপতি সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, ''পঙ্কজ বনশল কি হেফাজতে রয়েছে?'' সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, ''না, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। কিন্তু তাঁর নাম চার্জশিটে রয়েছে।'' প্রসঙ্গত, গ্রুপ সি নিয়োগ মামলায় ৩৪৭৮টি উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ওই নিয়োগপত্রগুলি অদ্ভুতভাবে উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদ থেকে উদ্ধার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ওই উত্তরপত্রগুলিতে নম্বরে কারচুপি রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

কথা দিয়েছিলাম, কথা রেখেছি, অনেক দিন পর জোড়াফুলে ফের যুগলবন্দি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ বাংলার রাজনীতিতে কানাঘুঁষো ছিল যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক সম্পর্কে শৈত্য নেমে এসেছে। সে সব সংক্রান্তির আগের ঘটনা। সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মেঘ কাটছে। ক্রমশ রোদ স্পষ্ট হচ্ছে। কদিন আগে এ বছরের গোড়ায় তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাকে বাড়িতে ডেকে ভাত-ডাল-পোস্ত খাইয়েছিলেন অভিষেক। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ব্রাত্য বসু, তাপস রায়, কুণাল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক প্রমুখ। লম্বা আড্ডায় অভিষেক তাঁর যে অভিমানের সেই ঘোষণা বাস্তবায়িত করতে নবান্ন দেরি করেছে। ডেডলাইন পেরিয়ে গেছে। এর পর কোন মুখ নিয়ে ধূপগুড়িতে ফের যাবেন তিনি? দেরি একটু হয়েছে বটে। কিন্তু ঘরোয়া আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী কাউকে কাউকে বলেছেন, বিশ্বাস করুন, এটা প্রশাসনের ত্রুটি নয়। বিচারবিভাগীয় জটিলতার কারণে আটকে ছিল। গত শনিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পর জট কেটে গেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় নতুন মহকুমা তৈরির খবর সংবাদমাধ্যমকে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর শুক্রবার বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়ে যায়। অভিষেক কথা রাখতে

তালিকা পড়ে শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল ধূপগুড়িও। উত্তরবঙ্গের এই বিধানসভা আসনের উপ নির্বাচনে প্রচার ও কৌশলের ব্যাটন নিজের হাতে রেখেছিলেন অভিষেক। ধূপগুড়ি ছিল একুশে বিজেপির জেতা সিট। তার আগে এই বিধানসভায় পোক্ত ছিলেন বামেরা। ভোটের ঠিক আগে অভিষেক ঘোষণা করেছিলেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়ি মহকুমা হবে। ভোটে জোড়াফুল জেতার পর বিজেপি প্রার্থী স্বীকার করেছিলেন, অভিষেকের ওই এক ঘোষণা ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। তাতেই তিনি হেরেছেন। কিন্তু অভিষেকের অভিমান ছিল, তাঁর পারলেন। সেটা তাঁর কাছে কম বড় ব্যাপার নয়। তাই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই টুইট করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বিজ্ঞপ্তির ছবি টুইট করে তিনি লিখেছেন, 'কথা দিয়ে কথা রাখার নামই তৃণমূল।' তাঁর কথায়, 'অনেকটা পথ এখনও হাঁটতে হবে। কিন্তু আজ চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাচ্ছি, উদযাপনের উচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছে মুখগুলো।' হিন্দিতে ধূপ শব্দের অর্থ হল রোদ্দুর। তৃণমূলের অনেকেই এদিন অভিষেকের টুইটে উচ্ছ্বসিত। কারণ, দিদি ও অভিষেকের সম্পর্কে শৈত্য নিয়ে তাঁরা চিন্তায় ছিলেন। এখন অন্তত কিছুটা হলেও রোদ দেখতে পাচ্ছেন।

২২ জানুয়ারির প্রস্তুতিতে সব জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে জরুরি বৈঠক, কী বার্তা এল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ আগামী সোমবার ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সেদিনই আবার কলকাতায় বড় মিছিল রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। কলকাতায় হাজরা থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত 'সংহতি মিছিলের' ডাক দিয়েছে তৃণমূল। এর পাশাপাশি সব জেলাতেও ওদিন কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। এসবের মধ্যেই শুক্রবার সব জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এই মিছিল নিয়ে। কোনও বক্তব্যে ধর্মীয় আবেগে আঘাত না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ট্র্যাফিকের সমস্যার বিষয়টিও মনে করিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি। হাইকোর্টের সেই সতর্কতা মাথায় রেখে সব জেলা যেন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ব্যবস্থা রাখে, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শুক্রবার পুলিশের বৈঠকে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, ওই দিন কলকাতায় বড় মিছিল রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। কিন্তু বিরোধীরা কোথায় কত মিছিল বা অনুষ্ঠান করবেন, তার কোনও অনুমতি চাওয়া হয়নি পুলিশের কাছে। ফলে ওই দিন জেলায় জেলায় খোঁজ নিতে বলা হয়েছে, কারা কী করতে চলেছে। সূত্রের খবর, সেই মতো ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। যাতে কোথাও দু'তরফের মধ্যে কোনও গোলমাল না বেঁধে যায়, তার দিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

ছোটবেলায় এমন ঘরে যদি আমি থাকতে পারতাম

গলা ধরে এল মোদির, ভাসলেন আবেগে

শোলাপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ ফের আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মহারাষ্ট্রে পিএমএওয়াই-আরবান স্কিমের সফল রূপায়ণ হয়েছে। এই খবর জানার পরেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ছোটবেলার সেই দারিদ্রতার কথা মনে পড়ে যায় তাঁর। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের শোলাপুরে একাধিক প্রকল্পের শিল্যানাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী সব মিলিয়ে রায়নগর হাউজিং সোসাইটির হাতে ১৫০০০ বাড়ি তুলে দিয়েছেন। এই বাড়ির এলাকার গরিব মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। হস্তশিল্পী, হকার, পাওয়ার লুমের শ্রমিক, বিড়ি বাঁধেন এমন শ্রমিক, গাড়ির চালক সহ একেবারে প্রান্তিক মানুষদের হাতে এই বাড়ির চাবি দেওয়া হয়েছে। এদিকে এএনআইয়ের রিপোর্ট অনুসারে জানা গিয়েছে সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আটটি আমরুত প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। প্রায় ২০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে প্রকল্প রূপায়িত হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমরা যে সংকল্প নিয়েছিলাম তা পূরণ হচ্ছে এদিন। আমারও মনে হচ্ছিল আমারও যদি ছোটবেলায় এমন ঘরে থাকার বিষয়টি পূরণ হত।'' এরপরই কিছুক্ষণ থেমে যান তিনি। একটু জল খেয়ে নেন তিনি। গলা ভারি হয়ে ওঠে তাঁর। ধরা গলায় তিনি বলেন, ''হাজার পরিবারের স্বপ্ন যখন পূরণ হয় তখন আমার খুব ভালো লাগে। যখন আমি এই প্রকল্পের শিলান্যাস করার সময় এসেছিলাম তখনই শপথ নিয়েছিলাম, এই ঘরের চাবিও আপনাদের হাতে তুলে দেব। সেই মতোই কাজ হয়েছে।'' অনেকের মতে, ছোটবেলায় কোনওভাবেই মোদির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঠিকঠাক ছিল না। দিনের পর দিন নানা কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়েছে তাঁকে। আর এদিন আবাস যোজনার ঘর দেখে নিজের ফেলে আসা ছোটবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় মোদির।

দুই বিচারপতি মামলায় অভিষেকের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফেরাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিদের বিরুদ্ধে করা এই আবেদন খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। নতুন করে আর্জি জানাতে হবে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্যের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মুহূর্তে এই আবেদনের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই তা খারিজ, পর্যবেক্ষণ বেঞ্চের। সুপ্রিম কোর্টের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন ছিল, তাঁর সম্পর্কে আদালতে এবং আদালতের বাইরে করা মন্তব্যের দ্বারা ইডি, সিবিআই যেন প্রভাবিত না হয়, এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হোক। একইসঙ্গে অভিষেকের আর্জি ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের জন্য বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। যদিও তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন, ''খারিজের বিষয় নয়। কোনও পিটিশন খারিজ হয়নি। মডিফিকেশন অব অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছিল। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিয়ে আগেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে একটা মডিফিকেশন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। সেখানে রেজিস্ট্রির নতুন আবেদন করতে বলেছে। সেইমতো পদক্ষেপ করা হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধাক্কা খাওয়ার কোনও বিষয় নেই।'' তবে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''এটা তো প্রত্যাশিত ছিল।'' অন্যদিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''অভিযুক্ত বিচারক হতে চাইলে তো কিছু করার নেই।''

কোচিং সেন্টারে ১৬ বছরের কম বয়সে ভর্তি বন্ধ, একাধিক নয়া নিয়ম কেন্দ্রের, না মানলে জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ কোটা কি সত্যিই 'ফাক্টরি' হয়ে উঠছে? সাফল্যের পিছনে ছুটতে গিয়ে কি মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেছেন পড়ুয়াদের একটি বড় অংশ? যে পরিসংখ্যান উঠে আসছে, তা কিন্তু যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শুধুমাত্র ২০২৩ সালেই কোটায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ জন পড়ুয়ার। পড়ুয়াদের আত্মহত্যার রুখতে হস্টেলগুলিতে সিলিং ফ্যানে 'অ্যান্টি-সুইসাইড ডিভাইস' লাগানোর নির্দেশ দিয়েছে কোটার প্রশাসন। এই সব সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি থেকেই স্পষ্ট, পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক। এমন অবস্থায় তাই 'গোড়ায় গন্ডগোল' সারাতে চাইছে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবার নিয়মের বাঁধনে বাঁধতে চাইছে কোচিং সেন্টারগুলিকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টারগুলি। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলির প্রস্তুতির নামে চলছে দেদার ব্যবসা। এবার এই সব কোচিং সেন্টারগুলির জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ কিংবা ১৬ বছর না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ভর্তি নেওয়া যাবে না। স্নাতক পাশ নন, এমন কোনও শিক্ষক রাখা যাবে না কোচিং সেন্টারে। পরীক্ষায় নম্বর কিংবা র‍্যাঙ্কিং-এর কোনও গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। বছরের মাঝখানে কোচিংয়ের বেতন বাড়ানো যাবে না। মাঝখানে কেউ কোচিং ছেড়ে দিলে সেই পড়ুয়াকে টাকা ফেরত দিতে হবে

১০ দিনের মধ্যে। একদিনে ৫ ঘণ্টার বেশি ক্লাস হবে না। ছুটির পরের দিন পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। খুব ভোরের দিকে বা খুব রাতের দিকে কোচিং ক্লাস রাখা যাবে না। পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এমন একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করে সরকারের তরফে কোচিং সেন্টারগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বলে দেওয়া হয়েছে, কোনও কোচিং সেন্টার নিয়ম না মানলে প্রথমে জরিমানা করা হবে। তারপরও যদি না শুধরে নেয়, তাহলে পরবর্তী কালে রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছে শিক্ষামন্ত্রক। কোচিং সেন্টারের মালিকদের একাংশও কেন্দ্রের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। কলকাতার এক কোচিং সেন্টারের মালিক কামাল হোসেনও বলছেন, ''যে সব কোচিং সেন্টার এই গাইডলাইনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না, সেগুলির অবশ্যই বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। নাহলে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কই শেষ হয়ে যাবে।'' তাঁর মতে, ''ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক চিরকাল বেঁচে থাকবে, পাঠদানের উপর ও ব্যবহারের উপর।' ফি-এর জন্য পড়ুয়াদের উপর কোচিং সেন্টার থেকে চাপ দেওয়াও একেবারে অনুচিত বলে মনে করছেন তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখোপাধ্যায় অবশ্য কোচিং সেন্টার ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। তাঁর মতে, গাইডলাইন দিয়ে কী হবে? আদৌ এই কোচিং সেন্টারগুলি কেন চলবে? কোচিং সেন্টার থাকলেই তারা মানসিক চাপ তৈরি করবে পড়ুয়াদের উপর। তিনি বলেন, ''কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে কোচিং সেন্টারগুলির জন্য গাইডলাইন তৈরি করে আসলে বেসরকারিকরণে উৎসাহ দিচ্ছে। এসব কোচিং সেন্টার থাকাই উচিত নয়। বাচ্চাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য স্কুলের দায়িত্ব অনেক বেশি। সেখানে কেন কোচিং সেন্টারগুলিকে এতটা উৎসাহিত করা হবে? কেন এগুলি এত রমরমা অবস্থায় চলবে?''

বাজেট অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ থাকা নিয়ে আলোচনা শুরু

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃসম্প্রতি সন্দেশখালি-কাণ্ড নিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন। পাশাপাশি উপাচার্য নিয়োগ থেকে শুরু করে বিধানসভায় বিল আটকে থাকা বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত চরমে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বাজেট অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ থাকবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন কারণ ও তার ব্যাখ্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সাধারণত ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশন হয় রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে এবং বছরের শেষ যে অধিবেশন হয় তা শেষ হওয়ার পর রাজ্যপালকে সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে হয়। এই বিষয়ে রাজ্যপাল অনুমতি দেন এবং তার পরেই অধিবেশন শেষ হয়।এই বছর প্রথম অধিবেশন হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যপালের ভাষণ দিয়েই অধিবেশন শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু, সূত্রের খবর, আসন্ন বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালে ভাষণ চলতি বছর থাকবে না।এই প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে, গত বছর ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন শেষ হয়। কিন্তু, অধিবেশনের শেষ দিন স্পিকার জানিয়েছিলেন, তা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করা হল। স্পিকারের এই ঘোষণার পর পরবর্তী অধিবেশন শুরু করার জন্য নতুন করে রাজ্যপালের অনুমতির প্রয়োজন হয় না বলেই বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। স্পিকারই এক্ষেত্রে অধিবেশন শুরু করতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।একদিকে যখন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিকবার সরব হতে দেখা গিয়েছে সি ভি আনন্দ বোসকে। সেই সময় পালটা রাজ্যের তৃণমূল নেতা মন্ত্রীরা ও আক্রমণ শানিয়েছিলেন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে। রাজভবনকে বিজেপির পার্টি অফিস হিসেবে কাজে লাগানোর দাবিতে সরব হয়েছিল তৃণমূল। এই প্রথমবার নয়, সম্প্রতি সন্দেশখালির ঘটনার পরও রাজ্যের মুখ্য সচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে তলব করেছিলেন রাজ্যপাল।

ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি প্রভাবিত বিমান পরিষেবা, এখনই মিলবে না রেহাই

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ হাড়কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যে ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া রয়েছে রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে বিমান এবং রেল চলাচল ব্যহত হচ্ছে। এর ফলে বিপদে পড়ছেন যাত্রীরা। একইরকম আবহাওয়া থাকল শুক্রবারও। আর তাই এদিনও বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কুয়াশার কারণে একাধিক বিমান দেরিতে ছেড়েছে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে। শুধুমাত্র বিমানের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যহত হয়েছে রেল চলাচলও।এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে এখনই কুয়াশার থেকে রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় এমনই আবহাওয়া থাকবে আগামী ৫ দিন। থাকবে শীতের দাপটও। ঘন কুয়াশার কারণে শুক্রবার দৃশ্যমানতা কমে যায় পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যে।

বেপরোয়া গতির দৌরাত্ম্য! ওড়িশার গঞ্জামে স্কুটার ও বাইকের সংঘর্ষে ৫ জনের মৃত্যু

ভুবনেশ্বর, ১৯ জানুয়ারি ঃ বেপরোয়া গতির দৌরাত্ম্যে ওড়িশায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় স্কুটার ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভঞ্জনগর ব্লকের অন্তর্গত কেশরী পাটনা গ্রামের কাছে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন, সে হাসপাতালে চিকিসাধীন রয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কেশরী পাটনা গ্রামের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই ৩ জন মারা যান, এরপর ৩ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অন্য একজনকে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী বলে জানা গিয়েছে।

প্রভু শ্রী রামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশে সুশাসন ও সততা নিশ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

সোলাপুর, ১৯ জানুয়ারি ঃ প্রভু শ্রী রামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশে সুশাসন ও সততা নিশ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, মনে রাখবেন, মোদীর গ্যারান্টি মানে 'গ্যারান্টি পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি'! শুক্রবার মহারাষ্ট্রের সোলাপুরে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রমেশ বাইস, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাডনবীশ ও অজিত পওয়ারও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী এদিন অমৃত ২.০ প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেছেন।পরে অনুষ্ঠানে সম্বোধন করার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুক্রবার ৭টি অমৃত প্রকল্প মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে উদ্বোধন করা হয়েছে। আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি খুশি যে সোলাপুরের হাজার হাজার দরিদ্র ও শ্রমিকের জন্য আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, তা আজ পূরণ হচ্ছে। আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত দেশের বৃহত্তম সোসাইটি উদ্বোধন করা হয়েছে। মোদী বলেছেন, আমাদের সরকার শ্রী রামের আদর্শ অনুসরণ করে দেশে সুশাসন ও সততা নিশ্চিত করার জন্য প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করছে। রামরাজ্যই সকলের সমর্থন, সকলের উন্নয়ন, সকলের বিশ্বাস এবং সকলের প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, ২০১৪ সালে সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আমি বলেছিলাম, 'আমার সরকার গরীবদের জন্য নিবেদিত সরকার।' তাই, আমরা একের পর এক এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছি, যা দরিদ্রদের কষ্ট কমিয়ে দেবে এবং তাঁদের জীবনকে সহজ করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একটি বিকশিত ভারত গড়তে, একটি স্বনির্ভর ভারত তৈরি করা প্রয়োজন। আমাদের ক্ষুদ্র, ছোট ও কুটির শিল্পের এই স্বনির্ভর ভারত তৈরিতে বিশাল অবদান রয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত এমএসএমই এবং ছোট শিল্পের প্রচার করছে। মোদী জোর দিয়ে বলেছেন, কেন্দ্রে আমাদের সরকারের তৃতীয় মেয়াদে, ভারত বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনীতির মধ্যে হতে চলেছে। আমি দেশবাসীকে নিশ্চয়তা দিয়েছি, আমার আগামী মেয়াদে ভারতকে বিশ্বের প্রথম তিনটি দেশের মধ্যে নিয়ে যাব।

যোগীকে খালিস্তানি সমর্থকের হুমকি, অডিও বার্তায় প্রাণনাশের ধমক দিল পান্নুন

লখনউ, ১৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দিল খালিস্তানি সমর্থক এবং শিখ ফর জাস্টিস (এসএফজে)-এর প্রধান জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। একটি অডিও বার্তায় হুমকিমূলক রেকর্ডিং পাঠিয়েছে পান্নুন। প্রাণনাশের বার্তায় সে বলেছে, অযোধ্যায় খালিস্তানপন্থী দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে। ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় অনুষ্ঠিত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আপনাকে (যোগী আদিত্যনাথ) শিখ ফর জাস্টিস-এর থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।বার্তায় আরও বলা হয়েছে, প্রয়োজনে রাজনৈতিক হত্যা করা হবে। ২২ জানয়ারি শিখ ফর জাস্টিস উত্তর দেবে। এই অডিও বার্তাটি ৪৪৭৫৩৭১৩১৯০৩ নম্বর থেকে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অযোধ্যায় ৩ সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ৩ সন্দেহভাজনকে ক্রমাগত জেরা করছে এটিএস। নিরাপত্তা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী যোগীকে হুমকি বার্তায় একটি ভয়েস রেকর্ডিং পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এই বার্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভারতের বাইরে তৈরি হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে উঁচু রাম মন্দির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ৭২১ ফুট দীর্ঘ রাম মন্দির তৈরি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে। তৈরি হওয়ার পর, এটিই হবে বিশ্বের সবথেকে উঁচু রাম মন্দির। শ্রীরাম বৈদিক এবং সাংস্কৃতিক ট্রাস্ট এই মন্দির তৈরি করছে। ১৫০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হবে এই রাম মন্দির। খরচ পড়বে আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকা। ট্রাস্টের উপপ্রধান ড. হরেন্দ্র রানা জানিয়েছেন, মন্দিরের প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে তাঁরা এই রাম মন্দিরর নির্মাণ করছেন। মন্দিরটি শুধু পুজোর জায়গা নয়, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কাজকর্ম-সহ একটি বহুমুখী কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এই মন্দির প্রকল্পের তত্ত্বাবধান করবে ইন্টারন্যাশনাল শ্রীরাম বৈদিক অ্যান্ড কালচারাল ইউনিয়ন। পার্থের রিভার রোড ধরে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যাবে এই রাম মন্দিরে। মন্দির কমপ্লেক্সে মোমবাতিতে সাজানো বারান্দা, চিত্রকূট এবং পঞ্চবটি নামে দুটি উদ্যান, রাম নিবাস নামে একটি হোটেল, সীতা রসোই রেস্তোরাঁ, রামায়ণ সদন লাইব্রেরি এবং তুলসীদাস হলের মতো বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুবিধা থাকবে। এছাড়া, মন্দিরটিতে থাকবে একটি যোগ কেন্দ্র, একটি ধ্যান কেন্দ্র, একটি বেদ শিক্ষা কেন্দ্র, একটি গবেষণা কেন্দ্র এবং একটি জাদুঘর। এর সঙ্গেই থাকবে একটি প্রযুক্তি উদ্যানও। এছাড়া, একটি জৈব-নিকাশী শোধনাগার এবং একটি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হবে। কার্বন নিষ্কাশন শূন্য করার লক্ষ্যেই এই দুই কেন্দ্র তৈরি করা হবে।পুজোপাঠের বাইরে এই মন্দিরকে একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে তুলতে চাইছে ট্রাস্ট। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, বিভিন্ন উৎসব উদযাপন করে এবং বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও বেশি বেশি করে মেশার লক্ষ্য নিয়েছে তারা।এদিকে, অযোধ্যায় পুরোদমে চলছে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি। মূল অনুষ্ঠান ২২ জানুয়ারি হবে। তবে, তার আগে থেকেই সপ্তাহব্যাপী আচার-অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার গর্ভগৃহে স্থাপন করা হয়েছে রামলালার মূর্তি। এদিন প্রথমবারের মতো গর্ভগৃহে উপবিষ্ট রামলালার মূর্তির ছবিও সামনে এসেছে। তবে, উচ্চতায় অযোধ্যার রাম জন্মভূমি মন্দিরকেও পিছনে ফেলতে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার পার্থের এই মন্দির।

রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই মুক্তি পাচ্ছে কুণাল ঘোষের ভাবনায় 'সীতাকুণ্ড'!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অযোধ্যা এখন গমগম করছে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে। রামায়ণের সঙ্গে এ সব কিছুর সংযোগ থাকলেও কেউই নাম নিচ্ছেন না সীতার। কেন তাঁর নামও রামের সঙ্গে নেওয়া হবে না, ঠিক এই প্রশ্নই তুলছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে শুধু প্রশ্ন তোলা নয়, বিষয়টি নিয়ে তথ্যচিত্র মুক্তি পাচ্ছে। যার পরিকল্পনায় রয়েছেন কুণাল ঘোষ। 'সীতাকুণ্ড'। আগামী ২০ জানুয়ারি অর্থা রাম মন্দির উদ্বোধনের ঠিক দু-দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তি পাচ্ছে বিদ্যু রায় পরিচালিত এই তথ্যচিত্র।ছবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ''অযোধ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এত তার জৌলুস, প্রচারের আলো, বিপণন। কিন্তু অযোধ্যার রাম রাজ্যে সীতা ছিলেন না কেন? সীতাকে কেন অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছিল বনে? তাঁর জীবনের শেষ কদিন নিয়েই এই তথ্যচিত্র।'' কুণাল ঘোষ আরও জানান, উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে অবস্থিত বিঠুর নামের জায়গা রয়েছে। এখানেই ছিল বাল্মিকী আশ্রম। অধুনা কুখ্যাত উন্নাওয়ের পাশে। আসলে গঙ্গার একদিকে উন্নাও, একদিকে বাল্মিকী আশ্রম। কথিত আছে, লক্ষ্মণ এখানেই ছেড়ে দিয়ে গেছিলেন সীতাকে। এই আশ্রমেই জন্ম নেন লব-কুশ। তাঁদের বড় হওয়াও এই বনাঞ্চলে। এখানেই এক কুণ্ড আছে, যেখানে নাকি সীতা আত্মহত্যা করে চিরবিদায় নেন। পরিচালকের নেতৃত্বে সীতাকুণ্ড টিম এই এলাকা, কুণ্ড, বাল্মিকী আশ্রম, যে ঘরে লব-কুশ জন্ম নিয়েছিলেন সব ঘুরে দেখেছে। তাঁর পরিকল্পনায় তৈরি হওয়া ৩৫ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে পুরো বিষয়টিই ফুটে উঠবে বলে জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, সেখানকার স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সীতা এখনও জীবন্ত। তাঁদের প্রশ্ন, অযোধ্যার রাম রাজ্য নিয়ে যদি এতকিছু হয়, তাহলে সীতা উপেক্ষিত থাকবেন কেন?

বিকিকিস বানো মামলায় ধর্ষকদের ' শেষ কথাও' শুনল না সুপ্রিম কোর্ট! কী সিদ্ধান্ত নিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২০০২ সালে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একাধিক খুন এবং গণধর্ষণের অভিযোগে ১১ জনকে দোষী সাব্যস্ত হয়। তার পর তাঁদের যাবজ্জীবন জেলসাজাও হয়েছিল। কিন্তু জেলে ভাল আচরণের কথা বলে ১১ দোষীকে ২০২৩ সালে স্বাধীনতা দিবসের সময় মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। যা নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। কিন্তু গুজরাট সরকারের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। সেই মামলার রায় এ বছর ৮ জানুয়ারি দেয় দেশের শীর্ষ আদালত।সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এক্তিয়ার বহির্ভূত ভাবে বিলকিস বানো মামলার ১১ জন ধর্ষককে মুক্তি দিয়েছে গুজরাট সরকার। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই সরকারের। সেই সঙ্গে ২১ জানুয়ারির মধ্যে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয় দুই বিচারপতির বেঞ্চ। এই নির্দেশ আসার দিন কয়েক পর বানো মামলার দোষীরা ধাপে ধাপে আবেদন করে দেশের শীর্ষ আদালতে। কেউ অসুস্থ, কারণ পরিবারের সমস্যা- বিভিন্ন কারণ তুলে ধরে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সেই সমস্ত আবেদনের মিলিতভাবে শুনানি হয়েছে আদালতে। তা খারিজ হওয়ায় জেলযাত্রা নিশ্চিত হল বিলকিস বানোর নির্যাতনকারীদের।

অবশেষে মহকুমার মান্যতা পেল জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মহকুমার মান্যতা পেল জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লক। বানারহাট, ধূপগুড়ি ব্লক এবং ধূপগুড়ি পুরসভা নিয়ে রাজ্যের ৭০তম মহকুমা এটি। একুশের বিধানসভা ভোটে এই কেন্দ্রটি গিয়েছিল বিজেপির দখলে। কিন্তু বিধায়কের মৃত্যুতে গত সেপ্টেম্বর মাসে উপনির্বাচন হয় এই কেন্দ্রে। ভোটের প্রচারে গিয়ে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ধূপগুড়িকে মহকুমা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উপনির্বাচনে ৪৩৮৩ ভোটে জেতেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়।এরপর, গত ১১ ডিসেম্বর বানারহাটের প্রশাসনিক সভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কলকাতা হাইকোর্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় আটকে রয়েছে মহকুমা ঘোষণার সরকারি নোটিফিকেশন। তারও আগে ১১ অক্টোবর রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি পাশ হয়ে গিয়েছিল। ১২ জানুয়ারি মহকুমা ঘোষণার দাবিতে ধূপগুড়িতে অনশনে বসেন মহকুমা নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার সেই জটিলতা কেটে যায়।মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলেন। এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টের তরফে মহকুমা গড়ার ছাড়পত্র আইন দপ্তর মারফত পৌঁছে যায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরে। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতের ছাড়পত্র মেলায় নোটিফিকেশন জারি এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।এদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলের নব জোয়ার এক্স হ্যান্ডেল থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি পুরোনো বক্তব্য পোস্ট করা হয়। যেখানে তিনি বলছেন, ' যে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মানুষকে যা কথা দিই, আমি শেষ পর্যন্ত সেই কথা পালন করার চেষ্টা করি।'রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক এপ্রসঙ্গে বলেন, ' কারণে মহকুমা গঠনের নির্দেশিকা জারি আটকে ছিল তা মিটে গিয়েছে। মহামান্য আদালত ছাড়পত্র দেওয়ায় রাজ্য সরকার যত দ্রুত সম্ভব নোটিফিকেশন জারি করবে। বৃহস্পতিবার রাতে না হলে শুক্রবার সেটা হয়ে যাওয়ার কথা।'

ক্রমেই বাড়ছে ই-বর্জ্যের পরিমাণ!ই-বর্জ্য সংগ্রহে বসছে ড্রপবক্স

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ক্রমেই বাড়ছে ই-বর্জ্যের পরিমাণ, সমস্যা ঠেকাতে এ বার সল্টলেক জুড়ে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে আবার নতুন সামগ্রী বানানোর পরিকল্পনা করেছে বিধাননগর পুরনিগম। সে কথা মাথায় রেখে সল্টলেকের কিছু জায়গায় ই-ওয়েস্ট ড্রপবক্স বসানোর কাজ শিগ্গিরি শুরু হতে চলেছে। এই ব্যাপারে পুরনিগমকে একটি সংস্থা সহায়তা করবে। পুরসভা ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে সে সব তুলে দেবে ওই সংস্থাকে। তাদেরই দায়িত্ব হলো, ওই ই-বর্জ্য দিয়ে নতুন সামগ্রী তৈরি করা। কোথায় কোথায় ড্রপবক্স বসানো হবে, কী ভাবে এই বিষয়ে প্রচার চলবে, সেই ব্যাপারে পুর আধিকারিকদের সঙ্গে সম্প্রতি বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) রহিমা বিবি বৈঠকও করেছেন।পুরকর্তাদের অনেকেরই বক্তব্য, এতদিন এই ব্যাপারে কড়াকড়ি হয়নি ঠিকই, তবে বর্তমান পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, তাতে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা খুব জরুরি। করোনাকালে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। এখন প্রায় সব সংস্থাই তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রবণতা হলো, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, প্রিন্টার-সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের আয়ু শেষ হলে বা খারাপ হলে সে সবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিক্রি করে বাকি অংশ রাস্তার একপাশে ফেলে দেওয়া হয়।বিধাননগর পুরনিগমের এক কর্তা বলছেন, ' চাইছি, সে সব জিনিস রাস্তায় না-ফেলে তা ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হোক কিংবা নতুন জিনিস তৈরি হোক।' তাঁর কথায়, ' এমন জায়গায় বসানো হবে, যাতে সবার সুবিধে হয়। কেন ই-বর্জ্য যেখানে-সেখানে না-ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা জরুরি, সেই ব্যাপারেও আমরা প্রচার করব। ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়েও প্রচার চালানো হবে।'

২২ জানুয়ারি পিএম রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি, ২৩ তারিখ প্রাপকদের সঙ্গে বার্তালাপ মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃআগামী ২২ জানুয়ারি, সোমবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ১৯টি ব্যতিক্রমী শিশুকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ২০২৪ প্রদান করবেন রাষ্ট্রপতি।এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরবর্তী দিন, অর্থা ২৩ জানুয়ারি পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে বার্তালাপে তাঁদের নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

সংহতির নামে হিন্দু বিরোধিতা তৃণমূলের, অভিযোগ দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে সংহতির নামে হিন্দু বিরোধীদের এককাট্টা করার চেষ্টা হচ্ছে। শুক্রবার সকালে ইকো পার্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিযোগ করলেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাজ্যে সংহতি যাত্রার ঘোষণা করেছে তৃণমূল। কিন্তু সেই মিছিলে রাজ্যের শান্তির বাতাবরণ ধ্বংস হতে পারে। এই আশঙ্কায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু বৃহস্পতিবার মামলাকারী শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য শুনে মিছিলের অনুমতি দিলেও বেশ কিছু শর্ত দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের নির্দেশের পর মিছিলে আর কোনও বাধা রইল না বলে মনে করা হচ্ছে।এদিন সংহতি মিছিলে আদালতের অনুমতি প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''আগে তৃণমূলের মধ্যে সংহতি করুন। আমার মনে হয় না কোনও হিন্দু এই সংহতি মিছিলে যাবে। যার শরীরে হিন্দু রক্ত আছে সে রামের বিরুদ্ধে যাবে না। কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ যাবে। যারা তৃণমূলের উচ্ছিষ্ট ভোগী, এই করেই খাচ্ছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এরকম কিছু লোক যাবে। আর যারা সিএএ পাস হওয়ার পর সারা বাংলায় আগুন জ্বালিয়ে ট্রেন, বাস, রেল জাতীয় সড়ক অচল করেছিল, সেই সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধীদের নিয়ে এখানে রামের বিরুদ্ধে মিছিল হবে।''

দিল্লির বসতবাড়িতে আগুনে মৃত্যু বেড়ে ৬, একাধিক ধারায় মামলা রুজু পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পশ্চিম দিল্লির একটি বাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৬ জনের। মৃত ৬ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা রয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে পশ্চিম দিল্লির পীতমপুরা এলাকায়। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ খবর যায় দমকলের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। বাড়িটি থেকে বের করে আনা হয় সাত-আট জনকে। সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হলে চিকিৎসকেরা ৬ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় ভারতীয় দন্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪-এ, ২৮৫ ও ৩৩৬ (জীবন বিপন্ন) ধারার অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে।দমকলের এক আধিকারিক জানান, পীতমপুরার জেডপি ব্লকের বাসিন্দারা প্রথম আগুন লাগার বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানান। উত্তর-পশ্চিম দিল্লি পুলিশের ডিসিপি জিতেন্দ্র মীনা জানান, নিহতদের মধ্যে ৪ জন মহিলা। দু'জন পুরুষ। ওই বাড়িরই বাসিন্দা আরও দু'জন গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতদের নাম- রাকেশ গুপ্তা (৬২), রেনু গুপ্তা (৬২), শ্বেতা (৩০), শানু বর্মা (২৭), সন্তোষ (২৫) এবং কীর্তি (২৫)।পুলিশ জানিয়েছে, হতাহতরা দু'টি পরিবারের সদস্য। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ভাড়া নিয়ে থাকতেন তাঁরা।

ভদোদরায় নৌকাডুবির ঘটনায় ১৮ জনের নামে মামলা, তদন্তের দাবি তুলল কংগ্রেস

ভাদোদরা, ১৯ জানুয়ারি ঃ গুজরাটের ভদোদরায় নৌকাডুবির ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে মোট ১৮ জনের নামে। এছাড়াও গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল মর্মান্তিক এই ঘটনার তদন্তভার তুলে দিয়েছেন ভাদোদরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে, নৌকাডুবির ঘটনার উচ্চ-পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০-দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছে কংগ্রেসও। ভদোদরা পৌর নিগমের বিরোধী দলনেত্রী তথা কংগ্রেসের অমি রাওয়াত বলেছেন, আমরা এই ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা নয়, হত্যাকাণ্ড হিসাবে বিবেচনা করছি। আমরা দাবি করছি, বর্তমান বিচারকের অধীনে এই ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। এটি নিছক অবহেলাজনিত ঘটনা। নৌকায় কোনও লাইফ জ্যাকেট অথবা লাইফগার্ড ছিল না। যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করা উচিত।উল্লেখ্য, ভদোদরার একটি বেসরকারি স্কুল ' সানরাইজ'-এর শিক্ষার্থীরা পিকনিকে গিয়েছিল, চেপেছিল নৌকায়। নৌকা উল্টে মৃত্যু হয় ১২ পড়ুয়ার। মারা গিয়েছেন দু'জন শিক্ষকও। বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে হার্নি মোতনাথ লেকে।

বেপরোয়া গতির দৌরাত্ম্য! ওড়িশার গঞ্জামে স্কুটার ও বাইকের সংঘর্ষে ৫ জনের মৃত্যু

ভুবনেশ্বর, ১৯ জানুয়ারি ঃ বেপরোয়া গতির দৌরাত্ম্যে ওড়িশায় প্রাণ হারালেন ৫ জন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় স্কুটার ও মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভঞ্জনগর ব্লকের অন্তর্গত কেশরী পাটনা গ্রামের কাছে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন একজন, সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কেশরী পাটনা গ্রামের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনাস্থলেই ৩ জন মারা

যান, এরপর ৩ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দু'জনের মৃত্যু হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অন্য একজনকে অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারী বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০জানুয়ারি ঃ সোমবার, ৫মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৫মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্বাস্হ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

মিথুন রাশিঃআজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে।

কর্কট রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সংসারে শান্তি

সিংহরাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে

কন্যারাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি।

তুলারাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। া

বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে

ধনু রাশিঃ আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে- যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে।

মকর রাশিঃআপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

কুম্ভ রাশিঃআজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **মীন রাশিঃ**আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া

বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পে শস্য হানিতে ১০২ কোটি বরাদ্দ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ গত খরিফ মরশুমের জন্য বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার শস্য হানি বাবদ ১১ লাখ কৃষকদের ১০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে কৃষকদের ফসলের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ২২৮৬ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ৮৫ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজে আগুন

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ১৯ জানুয়ারিঃ উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়লিসিস বিভাগে হঠাৎ করেই আগুন লাগে, প্রাথমিক ধারণা বিভাগের এসি থেকে হঠাৎ করেই আগুন লাগে, শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটার সময়। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে,রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রথমে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে এবং পরে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, যদিও মানুষের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি, কি কারনে আগুন লাগলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের হীরকজয়ন্তী বর্ষ পালন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ১৯ জানুয়ারিঃ শিক্ষা সমাজের আয়না। প্রতিটা মানুষের শিক্ষার দরকার আছে। সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলে হীরকজয়ন্তী বর্ষের তিনদিনের সমাপম অনুষ্ঠান শুরু হলো শুক্রবার স্কুল চত্বরে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, মিলন পুরকাইত, আবুবক্কর সরদার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল সহ আরো অনেকে। এদিন মন্ত্রী এই স্কুলের হীরকজয়ন্তী বর্ষের সাথে সাথে সকল পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানান। সাংসদ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের ভূমিকা কতটা তা তুলে ধরেন। বিধায়ক তাঁর এলাকার এই স্কুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক তুলে ধরলেন।বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হবে তিনদিন ধরে। রবিবার এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

ফের চুরির ঘটনা হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে

শ্রেয়া আদক , হাওড়া, ১৯ জানুয়ারিঃ ফের চুরির ঘটনা হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। চুরি যেন থামছেই না হাওড়া জগৎবল্লভপুরে। ফের চুরির ঘটনা জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার মহাকালবাটিতে। পরপর দুটি মন্দির ও একটি দোকানে চুরি হয়। চুরি যায় প্রায় চার লক্ষাধিক টাকার ঠাকুরের সোনার গহনা ও সামগ্রী। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা নবকুমার কোলে বলেন, এটা আমাদের পূর্বপুরুষের ঠাকুর। দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেবাইত। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুটো তালা ভেঙে চুরি হয়। ঠাকুরর প্রায় ৪ লক্ষ টাকার মতো সোনার জিনিস চুরি হয়েছে। পুলিশকে জানানো হয়েছে। মোট ৩ জায়গায় চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকাবাসীরা আতঙ্কে রয়েছেন। এদিনই আরেকটি চুরির ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ী অভীক দাস বলেন,প্রায় ৫ হাজার টাকা এবং সাদা তেলের বোতল চুরি হয়েছে। এই ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্কে আছি। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীকান্ত কোলে বলেন, এখানে নিজস্ব কালি মন্দিরে দুটো তালা ভেঙে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার সোনার সামগ্রী চুরি হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। প্রায় ৩ মাস আগে দুপুর বেলায় চুরি হয়েছিল। একই দিনে একই এলাকায় ২টো মন্দির এবং ১টা মুদির দোকানে চুরি হয়েছে।

বকুলতলা গ্রামে শান্তি সংঘের উদ্যোগে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৯ জানুয়ারি ঃ এখনো গ্রাম বাংলার বুক থেকে হারিয়ে গিয়েও হারায় নি ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা। আর তাই তো সুন্দরবনের অনেক গ্রামে এখনো ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। শুক্রবার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বকুলতলা গ্রামে শান্তি সংঘের উদ্যোগে ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এদিনের এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সাবির গায়েন সহ পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সদস্য সহ আরো অনেকে। আশে পাশের এলাকা থেকে বহু দর্শক এসেছিলো এই ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে।

ক্রমেই বাড়ছে ই-বর্জ্যের পরিমাণ ই-বর্জ্য সংগ্রহে বসছে ড্রপবক্স

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ক্রমেই বাড়ছে ই-বর্জ্যের পরিমাণ, সমস্যা ঠেকাতে এ বার সল্টলেক জুড়ে ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে তা দিয়ে আবার নতুন সামগ্রী বানানোর পরিকল্পনা করেছে বিধাননগর পুরনিগম। সে কথা মাথায় রেখে সল্টলেকের কিছু জায়গায় ই-ওয়েস্ট ড্রপবক্স বসানোর কাজ শিগ্‌গিরি শুরু হতে চলেছে। এই ব্যাপারে পুরনিগমকে একটি সংস্থা সহায়তা করবে। পুরসভা ই-বর্জ্য সংগ্রহ করে সে সব তুলে দেবে ওই সংস্থাকে। তাদেরই দায়িত্ব হলো, ওই ই-বর্জ্য দিয়ে নতুন সামগ্রী তৈরি করা। কোথায় কোথায় ড্রপবক্স বসানো হবে, কী ভাবে এই বিষয়ে প্রচার চলবে, সেই ব্যাপারে পুর

আধিকারিকদের সঙ্গে সম্প্রতি বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) রহিমা বিবি বৈঠকও করেছেন।পুরকর্তাদের অনেকেরই বক্তব্য, এতদিন এই ব্যাপারে কড়াকড়ি হয়নি ঠিকই, তবে বর্তমান পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, তাতে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা খুব জরুরি। করোনাকালে বৈদ্যুতিন বর্জ্যের পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। এখন প্রায় সব সংস্থাই তথ্যপ্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রবণতা হলো, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, প্রিন্টার-সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের আয়ু শেষ হলে বা খারাপ হলে সে সবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিক্রি করে বাকি অংশ রাস্তার একপাশে ফেলে দেওয়া হয়।বিধাননগর পুরনিগমের এক কর্তা বলছেন, 'আমরা চাইছি, সে সব জিনিস রাস্তায় না-ফেলে তা ফের ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হোক কিংবা নতুন জিনিস তৈরি হোক।' তাঁর কথায়, 'ড্রপবক্সগুলো এমন জায়গায় বসানো হবে, যাতে সবার সুবিধে হয়। কেন ই-বর্জ্য যেখানে-সেখানে না-ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলা জরুরি, সেই ব্যাপারেও আমরা প্রচার করব। ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়েও প্রচার চালানো হবে।'

হুগলির বেলেরপাড় এলাকার বাসিন্দারা জীবনযাপন করছেন অসহায় ভাবে

বনস্পতি দে, হরিপাল হুগলি, ১৯ জানুয়ারিঃ 'আবাস'হীন একটা গোটা পাড়া। কেউ ত্রিপল টাঙিয়ে দিন কাটান, কারোর খড়ের চাল, কারোওবা ছিটে বেড়ার ঘর। নিয়ম অনুযায়ী, তাঁদের মাথার ছাদ পাকা করার কথা সরকারেই। অন্ততপক্ষে

সরকার তাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু প্রতিশ্রুতি তো দূরের কথা, তাঁদের দিকে ফিরেও তাকান না কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বই। অভিযোগ তেমনই। ক্ষোভ নেই, কারণ ওঁদের আশাও নেই। কেবল বুক ভরা গ্লানি রয়েছে হুগলির হরিপালের কৃষ্ণপুর গ্রামের বেলেরপাড় এলাকার বাসিন্দাদের। এই পড়ায় প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশটি পরিবারের বসবাস, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তালপাতার ছাউনি, তো কারও টালির চাল, কারওবা খড়ের চাল, কেউ কেউ ত্রিপল টাঙিয়ে বসবাস করছেন। কারও আবার ছিটে বেড়ার ঘর তো কারো মাটির দেওয়াল তাও আবার ভাঙা। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার গুলির দিকে তাকিয়ে দেখেনি কেউ, না বাম না ডান।তবে তাঁদের কাছে মজার বিষয় হল, ভোট এলেই তাঁরা হয়ে যান রাজা আর ভোট ফুরালেই হয়ে যান প্রজা।ভোটের সময় বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীদের পায়ের ধূলো পড়ে গ্রামে। ভোটের পর ভুলেও নেতা নেত্রীর পা মাড়ান না এই পাড়ায়। ফলে আবার যা কে সেই অবস্থা। এই পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ বার বার আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার জন্য কাগজপত্র জমা নেওয়া হয় ঠিক ভোটের আগে, আর ভোট ফুরালেই চোখ রাঙানি সহ্য করতে হয় স্থানীয় নেতাদের। ভোট মিটলেই নেতাদের সঙ্গে কথা বলার সাহসটুকুও পান না তাঁরা। এক প্রকার জমিদারি প্রথার মধ্যে দিন কাটে তাঁদের। ঝড়,বৃষ্টি মাথায় করেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন এই পাড়ার বাসিন্দারা। প্রকৃত প্রাপক হয়েও কেন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ? তার উত্তর তাঁদের কাছে অজানা। শুধু আবাস নয় এলাকায় পানীয় জলের কল বসানো হয়েছে কিন্তু জল নেই, আবার শৌচালয় তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে আবেদনের জন্য টাকা মিটিয়ে দিলেও তাও মেলেনি। প্রচণ্ড শীতে চরম দুর্দশা নেমে এসেছে এই পাড়ায়। এক প্রকার দিনের পর দিন শোষিত নিপীড়িত হচ্ছেন এই পাড়ার বাসিন্দারা। যার যত বড় ছাদ তার লিস্টে আগে নাম এটার নাম কাটমানি কটাক্ষ বিরোধীদের। আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, ''বর্তমান সরকারের আমলে গ্রামের উন্নয়নের জন্য কোনো গ্রাম সভা হয় না, গ্রাম সভা হয় নেতাদের বাড়িতে ফলে যে দশ বিষ হাজার কাটমানি দিতে পারবে তাঁর নামেই বাড়ি আসছে। যদিও হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারা বলেন, ''গরিব মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদ থাকুক এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান। কিন্তু কেন্দ্র সকারের বঞ্চনার কারণে শুধু হরিপাল নয়, হুগলির বহু গরিব পরিবার মাথার উপর পাকা ছাদহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

নানা সমস্যা নিয়ে ১৭ পুরসভার সঙ্গে বৈঠকে বসছে পুর দপ্তর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায় নানা সমস্যা নিয়ে আগামী ২২ জানুয়ারি, সোমবার ১৭টি পুরসভাকে নিয়ে বৈঠক করতে চলেছে পুর দপ্তর। সল্টলেকের উন্নয়ন ভবনে ওই বৈঠক হবে। সেখানে জঞ্জাল সাফাই, নিকাশির সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের পথ খোঁজার পাশাপাশি মশাবাহিত রোগ দমন কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা হবে বলে ঠিক হয়েছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেশের সব চেয়ে নোংরা শহরগুলোর মধ্যে হাওড়া, বিধাননগর-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি শহরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবারের বৈঠকে কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর, কামরহাটি, দক্ষিণ দমদম, উত্তর দমদম, দমদম, বরাহনগর, মহেশতলা, রাজপুর-সোনারপুর, উত্তরপাড়া-কোতরং, শ্রীরামপুরের মতো পুরসভার কর্তাদের ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে নবদিগন্ত শিল্পতালুক, নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ এবং সেচ দপ্তরের কর্তাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।জঞ্জাল সংগ্রহে পুরসভাগুলোর কাজ কেমন চলছে, জঞ্জাল পুনর্ব্যবহারের জন্য কী পরিকল্পনা তারা নিয়েছে, সেই সব ব্যাপারে পুরসভাগুলোকে ওই বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। মশাবাহিত রোগ, মাইক্রো প্ল্যানিংও ঠিক হবে ওই বৈঠকে। একই সঙ্গে সম্পত্তিকর আদায়, বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে পুরসভার পদক্ষেপ নিয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। পুর দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'পুরসভাগুলোর সব বিভাগের কাজে যাতে বছরের শুরুতেই গতি আসে, সেটা নিশ্চিত করতেই এই বৈঠক।

অবশেষে মহুয়া মৈত্র ছাড়লেন বাংলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ আর কোনো বিতর্কে না গিয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে তৃণমূল সাংসদ ছাড়লেন বাংলো। এর আগে বাংলো ছাড়ার তৃতীয় নোটিশ পেয়েই দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। তবে সেখানে জোর ধাক্কা খেতে হয়েছিল তাঁকে। উল্লেখ্য, লোকসভা থেকে তাঁকে বহিষ্কারের ঘোষণার পরই মহুয়াকে বাড়ি খালি করার নোটিস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস প্রাথমিক ভাবে ৭ জানুয়ারির মধ্যে বাড়ি খালি করতে বলেছিল মহুয়াকে। তবে সেই সময়ের মধ্যে মহুয়া বাড়ি খালি করেননি। এরপর আরও দুটি উচ্ছেদের নোটিশ মহুয়াকে পাঠানো হয়। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম নোটিসের ভাষা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তাতে আধিকারিক পাঠানোর উল্লেখ ছিল। শেষ পর্যন্ত আর কোনো বিতর্কে যেতে চান নি সাংসদ। আজ সকালেই আমরা জানিয়েছিলাম যে আজই মহুয়াকে সরকারি বাংলো থেকে উচ্ছেদ করার জন্য দল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহায়ণ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস।

এরই মাঝে মহুয়া মৈত্রের আইনজীবী জানিয়ে দিলেন, প্রাক্তন সাংসদ নিজের থেকেই বাড়ি খালি করে দিয়েছেন। সরকারি আধিকারিকরা আজকে মহুয়ার বাংলোতে পৌঁছলে সেখানকার চাবি তাঁদের হাতে তুলে দেন তৃণমূল নেত্রীর আইনজীবী। যদিও আইনজীবী জানান মহুয়া মৈত্র খুবই আসুস্থ। তিনি কদিন আগে তে ভর্তি ছিলেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে ঘুষের বদলে সংসদে প্রশ্ন করা মামলায় লোকসভা থেকে গত ৮ ডিসেম্বর বহিষ্কৃত হয়েছিলেন মহুয়া। তার পরেই তাঁকে সরকারি বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। ৭ জানুয়ারির মধ্যে বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। তবে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে বাড়ি ছাড়েননি মহুয়া। এই আবহে গত ১১ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার নোটিশ পাঠিয়ে মহুয়াকে বাড়ি ছাড়তে বলে ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস। ১৬ জানুয়ারির মধ্যে সেই নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছিল মহুয়াকে। এবার শেষে হলো বাংলো বিতর্ক।

বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুরু হল থেরাপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জ্বর সর্দি কাশি কষ্ট যন্ত্রণা এসব নিয়ে রোগীরা বারাসত মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। ওষুধের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে তাঁরা বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু এর মধ্যেও রোগীদের নানা জটিলতা থেকে যায়। তাঁদের মানসিক স্বস্তি দিতেই বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ শুরু করল মিউজিক থেরাপি। রোগীদের অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে দিনের বিভিন্ন সময়ে মিউজিক চালিয়ে তাঁদের মানসিক স্বস্তি দেওয়া হবে।চিকিৎসকরাই জানাচ্ছেন, আসলে হাসপাতালে যখন এক রোগী আসেন, তাঁর তো শারীরিক কষ্ট থাকেই, কিন্তু তাঁর পরিজনদের প্রচুর মানসিক যন্ত্রণা থাকে। রোগীর মানসিক প্রশান্তি হলে তাঁর আত্মীয়রাও খানিকটা স্বস্তি পান বলে জানাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এই মিউজিক থেরাপি নিয়ে সাধারণ রোগী ও আত্মীয়দের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করেছেন বারাসাত মেডিক্যাল কলেজের সুপার সুব্রত মণ্ডল। সুপার জানাচ্ছেন, ইতিমধ্যেই পরিষেবা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে এবং অনেক রোগী তার মানসিক স্বস্তিতে সেরে ওঠার তাগিদ দেখাচ্ছেন। একই সঙ্গে অন্য চিকিৎসা সিস্টাররাও উৎসাহ পান কাজ করার ক্ষেত্রে। বারাসত হাসপাতালের চিকিৎসক বলছেন, ''আমরা তো ওষুধ দিই, চিকিৎসা করি, সেটা শারীরিক চিকিৎসা। কিন্তু বাড়ির লোক ভীষণভাবে মানসিক অশান্তিতে থাকে। তাই মানসিক প্রশান্তির জন্যই একটা হালকা গান যদি চলে, ভালই লাগে। রোগীদের পরিবারের অভাব অভিযোগও অনেক কমেছে। আলাদা পরিবেশ তৈরি করতে চাই। মেডিসিন ওয়ার্ড, প্রসূতি বিভাগ, শিশু বিভাগে চালু হয়েছে আপাতত।

শহরের হেরিটেজ স্বীকৃত রাম মন্দির ঘিরেও সাজো সাজো রব

চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ থেকে অযোধ্যায় আমন্ত্রিত পেয়েছেন পাঁচ জন সাধু-সন্ত

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ জানুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনের আগেই দেশ জুড়ে যার দিকে নজর রয়েছে তা হলো আগামী ২২শে জানুয়ারী অযোধ্যায় রাম মন্দিরের দিকে। যাকে ঘিরে দেশের সকল শহর থেকে গ্রামে একপ্রকার সাজো সাজো রব। আর পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জনপদ নদীয়ার নবদ্বীপ ধাম,শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হিসেবে যা গোটা বিশ্বেই সমাদৃত। চৈতন্য নগরী নবদ্বীপ হলেও এই শহরে একাধারে যেমন বৈষ্ণব মতে সকল দেব দেবীর আরাধনা শ্রদ্ধা,ভক্তির সাথে মহাসমারোহে পালিত হয়, তেমনি শৈব্য, ও শাক্ত মতের দেব দেবীরও আরাধনা মহাসমারোহেই হয়ে থাকে। আর এসবের পাশাপাশি এই নবদ্বীপ শহরের প্রায় মধ্যভাগে পোড়ামাতলার পার্শ্ববর্তী এলাকায় রয়েছে একটি রাম সীতা মন্দির। যার ফলে এই এলাকার নামকরণও করা হয়েছিলো রাম সীতা পাড়া। বর্তমানে রাজ্য সরকারের হেরিটেজ কমিশনের দ্বারা, ২০২০ সালেই হেরিটেজ মন্দির হিসেবেও স্বীকৃত লাভ করেছে এই মন্দির। মন্দিরে বর্তমান সেবাইত প্রদীপ মহা পাত্র জানান, এই শহরের মতোই এই মন্দিরটিও অতি প্রাচীন ও ইতিহাসে মোড়া, তিনি জানান বংশ পরম্পরায় কয়েক প্রজন্ম ধরেই তারা এই মন্দিরের সেবা কার্যে নিযুক্ত আছেন, মন্দিরটির বয়স আনুমানিক তিনশত বছর।তিনি জানান তাদের পূর্ব পুরুষদের থেকে তিনি শুনেছেন, তৎকালীন সময়ে এই জায়গা দিয়েই বয়ে চলতো গঙ্গা, আর সে সময় এক সাধু স্বপ্নাদেশ পান ও সেই মোতাবেক গঙ্গা থেকেই দারুকাঠের এই মূর্তী পান, সেই থেকেই এই স্থানে এই রাম, সীতা,লক্ষন আর হনুমানজীর পুজো হয়ে আসছে। তৎকালীন সময়ে মূর্তীটিকে পরবর্তী সময়ে অঙ্গরাগের মাধ্যমে দৃষ্টি নন্দন করা হয়েছে, ও মন্দিরটিরি সংস্করণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান বর্তমানে ভক্তরা যে দেন তা দিয়েই চলে দেবতাদের নিত্য পুজো থেকে মন্দিরের যাবতীয় খরচ। রোজ তিন বেলা করে এই মন্দিরে পুজিত হন প্রভু রামচন্দ্র, মাতা সীতা, প্রভু লক্ষন ও হনুমানজির, দুপুরের পঞ্চব্যঞ্জন সহকারে হয় নিত্য ভোগ। এ ছাড়াও রাম নবমী, সীতা নবমী জন্মাষ্টমী তিথি গুলোকে মহাসমারোহে পালিত করা হয়, সেখানে ভক্ত সমাগমও ঘটে প্রচুর। আগামী ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন থেকেই মন্দিরে ভক্ত সমাগমও রোজ একটু একটু করেও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলেও জানান তিনি। আর এই নবদ্বীপ ধামের শহর প্রখন্ড ও গ্রামীণ প্রখন্ড মিলিয়ে মোট পাঁচ জন সাধু-সন্ত আমন্ত্রণ পেয়েছেন আগামী ২২শে জানুয়ারীর অযোধ্যার অনুষ্ঠানে। জানা যায় নবদ্বীপ শহর থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন শ্রতিশেখর গোস্বামী, ভাগবত কিশোর গোস্বামী, নিত্যযুক্তা নন্দ অবধূত,পার্থ গোস্বামী, ও গ্রামীণ খন্ড মায়াপুর থেকে জগদ্ধাত্রীয়া প্রভু,। আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে শ্রতিশেখর গোস্বামী জানান আগামী ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলছে, প্রায়,পাঁচশত বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে। আর এই মহতি অনুষ্ঠানে রাম জন্মভূমি তীর্থ যাত্রা ট্রাষ্ট মধ্যবঙ্গ থেকে মোট ৮১ জন সাধু-সন্তদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন,। আর নবদ্বীপ ধাম যেমন একাধারে চৈতন্য মহাপ্রভূর জন্মস্থান ও স্মৃতি বিজারিত বৈষ্ণব তীর্থ পাশাপাশি শহরের রাম-সীতা পাড়ায় রয়েছে রয়েছে বহু প্রাচীন রাম মন্দির, আর এই জনপদ থেকে এই ২২শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে আমরা গর্বীত, আনন্দিত।এক ঐতিহাসিক মূহুর্তের সাক্ষী হতে চলছে গোটা দেশ তথা বিশ্ব, পাশাপাশি তিনি শহর বাসীর কাছে আবেদনও করেন ২২শে জানুয়ারি যেমন নিজ নিজ গৃহে, মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাবেন, তেমনি শহরের ঐ ঐতিহ্য বাহী প্রাচীন রাম মন্দিরেও গিয়ে পুজো দিতে।আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে নিত্যযুক্তা নন্দ অবধূত,জানান, এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়া ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়,এ যেন সাক্ষাত দেবতার দর্শনের সমতুল্য, এই আবেগ, কোন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।চৈতন্য নগরী নবদ্বীপ শহরের থেকে অযোধ্যায় একাধিক সাধু-সন্ত আমন্ত্রণ পাওয়া প্রসঙ্গে শহরের রানীরচড়া নিবাসী গোবিন্দ কংশবনিক বলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য নবদ্বীপ শহরে নাম বিশ্ব বাসীর কাছে আগে থেকেই সমাদৃত ছিলো, আর এই শহর থেকে একাধিক সাধু-সন্তকে অযোধ্যার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোয় শহর বাসী হিসেবে গর্ব অনুভব করছি।বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা পল্লব সেন বলেন অতীতে এই অযোধ্যায় নবদ্বীপের গঙ্গার মাটি, জল গিয়েছিল, এবার এই চৈতন্য ভূমী নবদ্বীপ থেকেও ঐতিহাসিক মূহুর্তের সাক্ষী থাকতে একাধিক সাধু-সন্ত স্ব শরীরে উপস্থিত থাকবেননবদ্বীপ বাসী হিসেবে যেমন একাধারে গর্ব অনুভব করছি, ধন্যবাদ জানাই আয়োজকদের। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন ঐ দিন অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নবদ্বীপ শহর ও ব্লক জুড়েও হবে প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের পুজো,।সব মিলিয়ে ২২ শে জানুয়ারির অনুষ্ঠান নিয়ে যেমন একাধারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সেজে উঠেছে, সেখানে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরও যে পিছিয়ে নেই তা বলাই বাহুল্য।

দীঘা সী ফুড ফেস্টিভ্যাল ঘিরে জমজমাট সৈকত শহর

দুরন্ত বার্তা, দীঘা,পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ জানুয়ারিঃ খাদ্য রসিকদের আর পায় কে! চিংড়ি ইলিশ পমপ্লেট সহ সামুদ্রিক মাছের স্বাদে মজেছেন দীঘায় ঘুরতে আসা পর্যটকেরা।দীঘা মোহানা মৎস্যজীবীদের সংগঠনের আয়োজনে গঙ্গা পূজা।পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়েছে মেলা আগামী ২২ শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে।আর এই মেলার মূল আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু সী ফুড ফেস্টিভ্যাল। সমুদ্রের স্নানের ফাঁকে মাছের কামড় সব মিলিয়ে জমজমাট আনন্দ চলছে সমুদ্র সৈকতে।রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী এই মাছের উৎসবের সূচনা করেন। দীঘা ফিশারম্যান এন্ড ফিস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সভাপতি ও সম্পাদক জানান এই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক বড় পাওনা হতে চলেছে। একসাথে এত প্রজাতির মাছ দেখতে পাওয়া এক বড় ব্যাপার তার সাথে বিভিন্নভাবে মৎস্য বিজ্ঞান সহ পড়াশোনার বিভিন্ন কাজে এই ফেসটিভেল অনেকটাই উপকৃত করবে বিদ্যালয় থেকে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের।প্রায় একশো প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ তুলে ধরা হয়েছে এই সী ফুড ফেস্টিভ্যালে।দর্শনার্থীদের দেখার পাশাপাশি রয়েছে আহারেরও ব্যবস্থা। এই মাছ গুলিকে মানুষের সামনে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য একটাই এই মাছগুলির চাহিদা বাড়ানো।কারণ এই মাছ গুলির খাদ্য গুলোর কোন অভাব নেই। ফলে এর পেছনে রয়েছে মাছ গুলির জনপ্রিয়তা বাড়ানো। এমন উৎসবে আসতে পেরে আহ্লাদে আটখানা পর্যটকেরা।পছন্দের মাছ পেলেই ডান হাতের কাজটা ভালোই চলছে তাদের। শুধুমাত্র মাছ খাওয়া নয় মাছের চাহিদা বাড়ানোই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য, অনেকটাই সফল বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

প্লাস্টিক-সহ নানা বর্জ্য মেশার ফলে রবীন্দ্র সরোবরের জলে দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রবীন্দ্র সরোবরের জলে দূষণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে বলে তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। কেএমডিএ সূত্রের খবর, রিপোর্টে বলা হয়েছে, জল দূষণ ছাড়াও রবীন্দ্র সরোবরের জলাশয়ে মাছ-সহ নানা জলজ প্রাণীর মারা যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো দীর্ঘদিন ধরে পলি না তোলা। পলির মধ্যে থাকা ধাতব এবং প্রাকৃতিক মৌলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যার প্রভাবে খাবারের সমস্যা হচ্ছে জলজ প্রাণীদের। জলের দূষণ বাড়ায় ক্রমশ কমছে জলে অক্সিজেনের মাত্রা, তারতম্য ঘটছে তাপমাত্রার। বেশ কিছুদিন ধরে রবীন্দ্র সরোবরের জলাশয়ে লাগাতার মাছ মরার ঘটনা সামনে এসেছে। এরপরেই সরোবরের জল পরীক্ষা করানো হয়। ধরা পড়ে দূষণের মাত্রাবৃদ্ধির ছবি। সূত্রের খবর, জীববৈচিত্র পর্ষদের সাহায্য নিয়ে সরোবরের জল নিয়ে সম্প্রতি

আরও একটি সমীক্ষা করেছে কেএমডিএ। সেখানেই পলি না তোলার কারণে কী কী সমস্যা হচ্ছে তা তুলে ধরা হয়েছে। জীববৈচিত্র পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোককান্তি সান্যাল বলেন, 'জলস্তর থেকে পলি দীর্ঘদিন না তোলার কারণে জলের নীচের স্তরের এক ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়ার আধিক্য দেখা যায়। যারা জলের অক্সিজেন কমিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী। তা ছাড়া রবীন্দ্র সরোবরে মাইক্রো প্লাস্টিক পড়ছে না, তা তো নয়। প্লাস্টিক জলাশয়ের মাটিতে থাকা প্রাকৃতিক মৌল এবং রাসায়নিক মৌলের সংস্পর্শে আসায় জল আরও দূষিত হচ্ছে। এ সবের কারণেই মাছ-সহ বাকি জলজ প্রাণীর শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বংশবিস্তারেও প্রভাব পড়ছে।' এ প্রসঙ্গে কেএমডিএ-র এক কর্তা বলেন, 'বিশেষজ্ঞরা যে সব সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন তা সমাধান কী ভাবে করা যায় তা নিয়ে খুব শিগগিরই বৈঠকে বসব। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

মালদায় স্ত্রীর হয়ে কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে বিপাকে স্বামী, ঠাই হল থানায়

তনুজ জৈন, মালদা, ১৯ জানুয়ারিঃ অসুস্থ স্ত্রীর হয়ে পরীক্ষা দিতে এলেন স্বামী। এডমিট কার্ডে জালিয়াতি করে স্ত্রীর জায়গায় বসিয়ে দিলেন নিজের ছবি। কিন্তু হলো না শেষ রক্ষা। ধরা পড়লেন পরীক্ষার পরিদর্শকের হাতে। ধরা পড়তেই হইচই পরীক্ষা কেন্দ্রে। ধরা পড়ে প্রথমে দাবি করলেন বোনের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন।পরে জানা গেল বোন নয় স্ত্রী। এদিন মালদহের চাঁচল কলেজের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কলেজ সূত্রে জানা গেছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সেমিস্টারের তৃতীয় দিনের পরীক্ষা ছিল শুক্রবার। তৃতীয় দিনে পাসকোর্সের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। মানিকচক কলেজের সিট পড়েছে এই কলেজে।পরীক্ষা শুরুর সময় এডমিট কার্ড মেলাতে গিয়ে খটকা বাধে পরিদর্শকের।এডমিট কার্ডে নাম রয়েছে পুষ্পা চৌধুরী। সাথে যে রোল এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রয়েছে তার সঙ্গে হাজিরা খাতা হাজিরা খাতায় রয়েছে এক মেয়ের ছবি।কিন্তু এডমিট কার্ডে রয়েছে ছেলের ছবি। পরিদর্শক প্রশ্ন করলে ভুয়ো পরীক্ষার্থী দাবি করেন এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল।তারপরে পরিদর্শক বিষয়টি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কে জানান। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানিকচক কলেজের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করেন।জানা যায় আসল পরীক্ষার্থীর নাম পুষ্পা চৌধুরী।তিনি মানিকচক কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাড়ি মানিকচক থানার ভুতনিচড় এলাকায়।বদলে তার হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন রতুয়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ শংকর দাস।ধরা পড়তেই ভুয়ো পরীক্ষার্থী অজুহাত দেন তিনি তার অসুস্থ বোনের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছেন।যদিও পরবর্তীতে জানা যায় পুষ্পা চৌধুরী তার বোন নয় সম্পর্কে স্ত্রী। কলেজ কর্তৃপক্ষ ঘটনা জানাজানি হতেই চাঁচল থানায় খোঁজ দেন। থানার

পক্ষ থেকে ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থী কে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।এদিকে এই ঘটনায় তাজ্জব কলেজের অধ্যাপকরা।হতভম্ব ছাত্রছাত্রীরাও।চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। আমরা পুলিশের হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দিয়েছি। পুলিশ খতিয়ে দেখবে। পরীক্ষার্থী শিল্পা মন্ডল জানান, এর আগের দুটো পরীক্ষায় মেয়েটি নিজেই পরীক্ষা দিয়েছিল। আজকে দেখছি এই ঘটনা। আমরাও অবাক। পরীক্ষার পরিদর্শক মহম্মদ আদিল সরকার জানান, এডমিট কার্ড এবং হাজিরা খাতে মেলাতে গিয়েই ধরা পড়ে।সত্যি অবাক হয়ে গেছি সকলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫১ সংখ্যা, শনিবার, ৫ মাঘ ১৪৩০

সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে এবং বিপক্ষে লড়াই করলো কবি সমাজ

রবীন্দ্র কুমার শীল

সামালোচনার হাত থেকে রেহাই পাননি রবীন্দ্রনাথ। নাটকার ডিএল রায় তাঁকে ব্যঙ্গ করে বহু কবিতা লিখেছিলেন। বিদ্রোহী কবি নজরুলের বিশাল সংখ্যক সমালোচক ছিল। স্বয়ং সজনীকান্ত দাস বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন 'আমি ব্যাঙ, ডাকি গ্যাঙর গ্যাঙ'। বিদ্যাসাগর যখন সমাজ সংস্কারে কাজে মত্ত ছিলেন তাঁকেও ব্যঙ্গ করে রাস্তায় কীর্তন বের করতো রক্ষণশীলপন্থীরা। এদের মধ্যে নবকৃষ্ণদেব পরিবারের সদস্যরাও জড়িত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ জন্ম দিবসের সময়ে বহু বই তাঁকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় বিদ্যাসাগরের এখন চর্চা থেমে যায়নি। এখনও চলছে। বিদ্যাসাগরের বহু মুখী প্রতিভা এবং তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে পণ্ডিত মহলের কৌতুহলে সীমা নেই। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান কম নয়। পাশাপাশি তিনি একরোখা সমাজ সংস্কারক ছিলেন। একদিকে নারী শিক্ষার অগ্রগতি এবং পাশপাশি তাদেরকে অন্ধ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার পথটা খুলে দিতে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। নারী জাতিতে সমাজের বিশিষ্ট স্থান দেওয়াই ছিল বিদ্যাসাগরের মূখ্য উদ্দেশ্য। তার জন্য তিনি অক্লান্ত সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয়েই রাস্তায় নেমে ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র পড়ে সেখান থেকে বিভিন্ন আইনী সূত্র ধরে দেখিয়েছেন য়ে বিধবা বিবাহ হিন্দু ধর্ম বিরোধী নয়। হিন্দু ধর্মেই বিধবা বিবাহের বিধান দেওয়া আছে। আবার তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে সরব হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন সমাজের মধ্যে নারীদের জাগরিত করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন কিন্তু বেশ কিছু প্রভাবশালী রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বিদ্যাসাগরের নামে কুৎসা রটাতে শুরু করে করেন। সেই সব কুৎসাগুলো আবার বহু কবিতা বা ছড়ার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এবং বিপক্ষে ছড়া ও কবিতা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বারবার তাঁর নারী উন্নয়নের কাজে বাধা পেতে থাকেন। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে এত বাধা পেয়েছিলেন যা রাজা রামমোহন রায়ও (১৭৭২-১৮৩৩) পাননি। রামমোহন রায়কে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ একটু ভয় পেয়েছিল। তার কারণ রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো পরিবারের প্রধান কর্তা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তারপরে রয়েছেন রাসমনি। তখন রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন রানি রাসমনির স্বামী বাবু রামচন্দ্র দাস। একদিকে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অন্য দিকে বাবু রামচন্দ্র দাস (পরোক্ষভাবে রানি রাসমনি (১৭৯৩-১৮৬১) স্বামীকে সতীদাহ প্রথা রোধ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন) রাজার রামমোহন রায়কে সমর্থন করার ফলে সমাজ তখন আর রামমোহনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তার ওপরে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন দিল্লির সম্রাটের পৃষ্টপোষক। আসলে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের পিছনে শক্তিশালী খুঁটি ছিল বলেই তখন সমাজের প্রভাবশালী রক্ষণশীলেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেনি। যদিও সমাজ অতি সহজেই সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সতীদাহ প্রথা নিবারণ করতে রামমোহন রায়কে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেখানে তিনি গিয়ে উপস্থিত না হলে সম্ভবত সেই সময়ে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করা সহজ হতো না। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সমাজ বিদ্রোহ। বিদ্যাসাগর যখন সমাজ এবং শিক্ষা সংস্কার করতে রাস্তায় নেমে পড়েছেন তখন সেই রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী বিরোধী গোষ্ঠী প্রস্তুত। সেই সব বিরোধী গোষ্ঠীর কবিরা নানা ছড়া কবিতা রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে রহিত করে দেওয়ার জন্য। সেই সময়ে বাংলার কবি মহল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ভাগ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে কবিতা রচনা করতে থাকে আর একটি দল বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে।

উনিশতকে বাংলার নবজাগরণটা শুরু হয়েছিল নারী মুক্তিকে সমানে রেখে। নারীদের মুক্তি দিতে না পারলে বাংলার নবজাগরণ বৃথায় পরিণত হবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রথমে রাজা রামমোহন রায়। তারপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই দুই মহাপুরুষ বাংলার নবজোগরণের সময়ে নারী মুক্তি নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করতে শুরু করে। বিদ্যাসাগর তখন সাধারণ কিছু জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত

করতে। ইংরেজ সরকার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সহজে সমর্থন করেনি। তার জন্য বহু কাঠখড় পেড়াতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে। সেই সময়ে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে সব কবিতা বা ছড়া প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সমাজের কি ধারনা ছিল তার পরিস্কার চিত্রটি প্রকাশ পায়। । 'কবিতার বিদ্যাসাগর' এই শব্দবন্ধটির মাধ্যমে কি আমরা এই কথা বলতে চাইছি যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগর এবং কবিতার বিদ্যাসাগর ভিন্ন মানুষ? আলাদা আলোচনার বিষয়বস্তু? অধ্যাপক অনল পাল তার সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর বিদ্যাসাগর কবিতার সংকলনের মধ্যে দিয়ে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন কবিতার বিদ্যাসাগর আর রক্তমাংশের বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। কবিতার বিদ্যাসাগরের মধ্যে দিয়ে তাঁর সংস্কারমুখী আন্দোলনের তীব্র ছটার প্রকাশিত। বিদ্যাসাগরের বিপক্ষের কবিরাও পর্যন্ত সেটা অস্বীকার করতে পারেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে ভক্তির বেদী থেকে মানুষ বিদ্যাসাগর রূপে দেখতে বেশি পচ্ছন্দ করেছেন। তার ফলে তাঁর রচিত বিদ্যাসাগর লেখাগুলিতে আমার দেখতে পেলাম বিদ্যাসাগরের রক্ত চালাল। হৃদপিণ্ডের ধুকধুকানি। রক্ত মাংশে গড়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রকাশ। চৈতন্যদেবের জীবনী রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখতে ভালোবেসেছেন। তাই তাঁদের রচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' ও 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ রূপী চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু কবিরুগু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগর চরিত্র রচনা করতে গিয়ে তিনি ভক্তিবাদী বিদ্যাসাগরকে উপস্থিত করলেন না। তিনি সেখানে নশ্বর বিদ্যাসাগরকে উপস্থিত করে তাঁর সংস্কার মূলক চিন্তাধারার বিচার বিশ্লেষণ করলেন। বিদ্যাসাগরের মনের গভীরে প্রবেশ করে কবিগুরু তাঁর চরিত্রের বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দিলেন যা সেই সময়ে বহু রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারদের মনে আঘাত দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কবিতা সংকলনের প্রথম কবিতাটি হচ্ছে দাশরথী রায়ের লেখা একটি কবিতা দিয়ে। দাশরথী রায় 'বিধবা-বিবাহ' কবিতা রচনা করেছেন বিদ্যাসাগরের আমলেই। তখন বিদ্যাসাগর জীবিত। তখন বিদ্যাসাগর কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন বিধবা-বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগে।

গোটা হিন্দু সমাজে তখন গেল গেল রব। দাশরথী রায় লিখছেন 'বিধবা বিবাহ আইন উপলক্ষে ঘোর আন্দোলন। বিধবার-বিবাহ কথা, কলির প্রধান কলিকাতার,-নগরে উঠিছে এই রব। কাটাকাটি হচ্ছে বাণ, ক্রমে দেখছি বলবান, হবার কথা হয়ে উঠেছে সব।।' স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আলোড়ন। এর পরে দাশরথী রায় আবার লিখেছেন-' বিধবা-বিবাহের কথা শান্তিপুরে এক রমণীর ভারি আনন্দ। উঠেছে কথা রটেছে দেশ, কারু ইহাতে বড় দ্বেষ, কারু, ইহা তো সন্দেশ বিশেষ। কেহ বলিছেন হউক হউক, কেহ বলিছেন নিজের রউক, কেহ বলিছেন,- হয় না কেন বেশ!।।' আবার দাশরথী রায় লিখছেন- 'হিন্দু বিধবা বিবাহ অসম্ভব'। 'গ্রামে হলো সমাচার নারী-পুরুষের সমান বিচার, বিধিমত হলো এত দিনে! শুনি এক ধনী কহিছে, ছিছি জালা দিসনে মিছে! রাজ্যশুদ্ধ হাসালি এত দিনে।।' বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে তৎকালীন সমাজের চিত্রটি এখানে ধরা পড়েছে। আবার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে একজন অজ্ঞাত কবি কবিতা লিখেছেন-' বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর।' কবিতায় রয়েছে 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে। সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।' বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে এই কবিতাটি রচিত। সেই জন্য সম্ভবত কবি তাঁর নিজের নাম প্রকাশ করেনি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন তিনিও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ নিয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছিলেন। 'বিধবা বিবাহ' কবিতায় তিনি লিখেছেন,-' বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল। বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।। কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব। ছেলে বুড়া আদি কবি মাতিয়াছে সব।।' বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছে। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিদ্যাসাগরের জীবদশায় তাঁর প্রশংসা করে কবিতা লিখেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে 'ভারতবিভূষণ' দিয়েছেন- 'বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। করুণা সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে, দীন যে দীনের বন্ধু ! -উজ্জ্বল জগতে হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।।'

বিদ্যাসাগরকে মাইকেল এবং কবিগুরু দুইজন মহাপুরুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তারপরে বহু কবিরা বিদ্যাসাগরের হয়ে প্রসুস্তি রচনা করে গিয়েছেন বটে। তার মধ্যে রয়েছেন কবি দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমিয় চক্রবর্তী, মণীশ ঘটক, সুশীল রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কেদার ভাদুড়ি, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, অমিতাভ গুপ্ত, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সহ প্রায় বাংলার সব কবিরাই তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। মহিলা কবিরা পিছিয়ে ছিলেন না। তার মধ্যে রয়েছেন মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, ভুপেন্দ্রবালা দেবী সহ আরও অনেকে। আধুনিক কালে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কবিতা লিখে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। তিনি লিখেছেন-' এক যে ছিল বিদ্যাসাগর ভীষণ বাজে লোক বলতো কিনা বিধবাদের আবার বিয়ে হোক? এক যে ছিল বিদ্যাসাগর দেখতে এলেবেলে চাইতো কিনা লেখাপড়া শিখুক মেয়েছেলে?' বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আরও বহু কবিতা সেই সময়কার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় যা আজও প্রাদপ্রদীপে আলোতে এসে উপস্থিত হয়নি। সেই সব কবিতা সংগ্রহ করার খুবই প্রয়োজন। বাংলার বিখ্যাত কবিদের কবিতা সহজেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু অজানা অচেনা অখ্যাত কবিদের কবিতা তখন যে সব সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ছিল তার সন্ধান করতে হবে। আমার মনে হয় সেই সময়কার পত্রপত্রিকাগুলি তল্লাশি করলে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বহু কবিতার সন্ধান মিলতে পারে। বিদ্যাসাগর সেই সময়ে খুবই জনপ্রিয় চরিত্র।

মলদ্বীপের সঙ্গে কথা

মলদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রী মুসা জমিরের সঙ্গে কথা বললেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। মলদ্বীপ এখন চিন এবং ভারতের সঙ্গে একই রকমভাবে মৈত্রী করার। তাঙ্দর দই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। মলদ্বীপের প্রেসিডেণ্ট মইজ্জুর বেজিং সফর কর এসে ভারতীয় সেনাদের মলদ্বীপ ১২ মার্চের মধ্যে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর থকেই মলদ্বীপের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের চিড় ধরতে শুরু করে দিয়েছে। এখন ভারত লক্ষদ্বীপকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করতে আগ্রহী। এতে ভারতের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। যদি মলদ্বীপের পর্যটন শিল্পের কর্তারা ভারতকে অনুরোধ করেছে ভারতীয় পর্যটক পাঠানোর ক্ষেত্রে যেন আর কোনও বাধা নিষেধ অরোপ না করে। কিন্তু ভারতীয় পর্যটকেরা সেখানে আর যেতে ইচ্ছুক নয়। তারা মলদ্বীপ সফর করা বন্ধ রেখে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করা মানেই হল প্রতিটি ভারতীয়দের অপমান করা। সেই কারণে মলদ্বীপ সফর করছে না ভারতীয় পর্যটকেরা। এদিকে মলদ্বীপের সরকার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। উগান্ডার কাম্পায় জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মলদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রী মুসা জমির। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সেখানে ছিলেন। তার ফলে দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়। কূটনৈতিক সূত্র থেকে বলা হয়েছে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজ্জুর ভারতীয় সেনাদের সে দেশ ত্যাগ করতে ১২ মার্চ সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। তার ফলে ভারতীয় সেনারা এখন মলদ্বীপ ত্যাগ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। কূটনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করে দিয়েছে দুই দেশের মধ্যে। এদিকে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন মলদ্বীপের যুব ক্যাডারেরা নয়াদিল্লির কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাশাপাশি ওই রাষ্ট্রের এক ঝাঁক তরুণ আমলা হায়দ্রাবাদের 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব রুরাল ডেভলপমেন্ট অ্যাণ্ড পঞ্চায়েত রাজ' সংস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। গত ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে ভারতের কোন সেনা মলদ্বীপে আর প্রবেশ করতে পারবে না। এটাই মলদ্বীপ সরকারের সিদ্ধান্ত। মলদ্বীপে ভারতীয় সেনার সংখ্যা মাত্র ৮৮ জন। তারা দূরবর্তী দ্বীপগুলিতে ত্রাণ পাঠানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে চিকিৎসকও রয়েছে। ভাকতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে এ ব্যাপারে মলদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তবে এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মলদ্বীপ চিন এবং ভারতের সঙ্গে মৈত্রী অটুট রাখতে চায়। মলদ্বীপ জনগণ ভারতের সঙ্গে সরকারের ব্যবহারে একেবারে অখুশী। তাদের সেখানে প্রেসিডেন্ট মইজ্জু এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে যে মলদ্বীপে ভারতীয় সেনারা রয়েছে তারা সেখানে কাউকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে না। সামরিক নজরদারি করছে না। কোনও রকমভাবে সেখানে ভারতীয় সেনারা অস্ত্র ব্যবহার করছে না। ভারত তদের সেনা সরিয়ে নেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মলদ্বীপ ত্যাগ করে ভারতীয় সেনারা এবারে লক্ষদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হবে। সেখান সামরিক শিবির তৈরি করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবং নৌ বন্দর তৈরি করা ব্যাপারে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লক্ষদ্বীপকে একদিকে যেমন পর্যটন কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হবে পাশাপাশি সেই দ্বীপকে ভারতের রক্ষা দ্বার হিসাবে ববহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে প্রতিরক্ষা দফতর। ইজরায়েলের প্রযুক্তিবিদেরা সেখান উপস্থিত হয়েছে। তারা সেখানকার উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে থাকবে। ভারত যদি সেখানে সামরিক শিবির তৈরি করে তাহলে সেটা সব রাষ্ট্রের পক্ষে উদ্বেগজনক হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত থেকে বলা হয়ছে যে আত্মরক্ষা করার সবার অধিকার রয়েছে। ভারত তার আত্মরক্ষার জন্য এবার লক্ষদ্বীপকে ব্যবহার করবে। সামরিক ঘাঁটি তৈরি করবে এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জীবন উন্নয়নের চেষ্টা করা হবে। প্রযোজন হলে লক্ষদ্বীপের বাসিন্দাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিক কূটনৈতিক শিবির মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে মলদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনাদের চলে আসায় শাপের বর হয়েছে। ভারতীয় সেনারা এখন লক্ষদ্বীপে অবস্থান করলে মলদ্বীপের পক্ষে তা বিপদজ্জনক হতে পারে।

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের শত্রু

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের কোনও বিরোধ নেই। সেটা প্রমানিত হয়ে গিয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনকে দিয়ে। ব্রিটেনে এবং আমেরিকাতে গণতন্ত্র খুবই শক্তিশালী। তারপরে সেখানে আবার ধনতন্ত্রও খুব শক্তি ধরে। তার ফলে এই দুটো দেশ ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় খুবই উন্নত। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সময়ে থেকে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রবেশ ঘটে আমেরিকা সহ গোটা ইউরোপে। তার ফলে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই এখন গণতন্ত্রের অন্যতম প্রহরী। বলা যেতে পারে তারাই এখন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। নাহলে সমাজতন্ত্র কবে এসে এই সব দেশগুলিকে গ্রাস করে নিত। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল যখন ভারত ব্রিটিশ শক্তির অধীনে ছিল। স্বাধীন ভারত তৈরি করার এবং বিপ্লবী ভারত তৈরি করার ব্যাপারে রাশিয়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কলকাতা সমাজতান্ত্রিক নেতা মুজফফর আহমেদকে সামনে রেখে রাশিয়া ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে থাকে। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এমএন রায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনারা ভারতকে স্বাধীন করতে উদ্যোগী যেমন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আবার বারতকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটেন এবং ফ্রান্স। তারা কিন্তু ভারতকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা ভারতের কমিউনিস্টদের ওপরে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে শুরু করে আবার কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া গিয়েছে সমাজতন্ত্র বিপ্লবের শক্তি ব্রিটেনের অনুচর হয়ে বসে রয়েছে। ব্রিটেন বরাবরই সমাজতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা বিরুদ্ধে ছিল। আজও ব্রিটেন রাশিয়াকে একদম দেখতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ। ইউক্রেনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে ইংল্যাণ্ড প্রথম থেকেই। তার ফলে আমেরিকাকে ইউক্রেনকে সমর্থন করতে থাকে। আসলে দেখা গেলে মার্কিন প্রশাসনকে ইল্যাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের বিদেশ নীতির সঙ্গে আমেরিকার বিদেশ নীতির খুব বড় তফাত নেই। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। সেই কারণে ভারতের সংবিধানকে সেরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক বলা হয়ে থাকে। ভারতের শাসন ব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র শব্দটি থাকলেও সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধ রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতায় এবং জোট নিরপেক্ষতায়। তার ফলে ভারতকে এখন কোনও ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে না। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ইসলাম দেশে পরিণত হয়েছে। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত।

ভারত নয়, এবারে ইরানের লক্ষ্য হল পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ধ্বংস

ভারতের ওপরে পাকিস্তান কোনও রকম দোষারোপ করতে পারবে না। ভারত বারবার বলতে শুরু করে ছিল যে পাকিস্তান হচ্ছে একটি জঙ্গি রাষ্ট্র। পাকিস্তান জঙ্গিদের আশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা পর্যন্ত পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। কিন্তু চিন তাতে ভেটো দিয়ে সেই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়। চিন পাকিস্তানকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক করিডর। আর্থিক করিডর তৈরি করতে চিনকে জায়গা দিয়েছে পাকিস্তান। কাশ্মীরে চিন প্রবেশ করে গিয়েছে। তার ফলে ভারতের কাশ্মীর উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হবে। চিন ভারতের কথায় কান দিতে নারাজ সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হত শুরু করে দিয়েছে। মলদ্বীপের ব্যাপারে চিন ভারতের সঙ্গে পরোক্ষভাবে টক্কর নিতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লক্ষদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সৌন্দর্যের প্রতি প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছেন। এতেই গোঁষা হয়েছে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্টের। তিনি বেজিং সফর শেষ করে এসেই ভারতীয় সেনাদের মার্চ মাসের মধ্যে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তার ফলে ভারতীয় সেনারা এখন মলদ্বীপ ছেড়ে লক্ষদ্বীপে গিয়ে অবস্থান করবে। এদিকে ইজরায়েল প্রযুক্তিবিদেরা সেখানে উপস্থিত। আগামি দিনে লক্ষদ্বীপকে উন্নত করতে প্রধানমন্ত্রী বড় ধরনের আর্থিক ঘোষণা করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এবারের বাজেটে লক্ষদ্বীপের উন্নয়নকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়া হতে পারে। ভারত পাকিস্তানকে জঙ্গি রাষ্ট্র বলে মনে করলেও ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। কিন্তু ইরান পাকিস্তান আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইরান তাদের ক্ষেপনাস্ত্র পাকিস্তানের দিকে তাক করে ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষেপনাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে পাকিস্তানের ওপরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে ইরান। ইরান দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে সিরিয়া এবং ইরাকের মতো পাকিস্তানের জঙ্গিদের খতম করতে এই ধরনের আক্রমণ করা হয়েছে। নিজেদের সুরক্ষা করতেই পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটির দিকে তাক করে ক্ষেপনাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। জানতে পারা গিয়েছে যে পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম বালুচিস্তানে কোহ-এ-সবজ এলাকায় ২০১২ থেকে জইশ-আল-আদল নামে একটি জঙ্গি গোষ্ঠ শিবির তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা মাঝে মাঝে ইরানের দক্ষিণ পূর্বাংশে হামলা চালায়। তার ফলে ইরানের নাগরিকেরা ব্যতিব্যস্ত হতে থাকে। বহু ইরানী নাগরিকদের প্রাণ গিয়েছে এই হামলায়। পাকিস্তান অবশ্যে এই দাবিকে গ্রহণ করছে না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে ইরান মিথ্যা কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইরানের এই হামলার ফলে বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান ইরান থেকে তাদের রাষ্ট্রদূতকে ঘরে ফিরত বলে দিয়েছে। তার ফলে ইরান থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত ইসলামাবাদে ফিরে আসবে অচি রেই। ২০১৯ সালে ইরনের সেনারা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে কড়া আর্জি জানিয়েছিল। তখন ইরানের সেনা প্রধান ছিলেন মহম্মদ আলি জাফরি। পাকিস্তান জইশ জঙ্গি সদস্যদের আশ্রয় দিচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইরানের সেনারা এবারে পাকিস্তানের দিকে তাক করে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা জইশদের জঙ্গি শিবির দুটো নষ্ট করে দিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আনওয়ার কাকর বলেছেন যে পাকিস্তান সরকার ইরানের এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে বিরূপ হয়ে রয়েছে। তারা ইরানকে আক্রমণ থামাতে বলেছে। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচন শুরু হওয়ার মুখে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের নেতারা খুবই চাপের মধ্যে রয়েছে। যদি ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পাক নির্বাচন থমকে যাবে। পাকিস্তানের নির্বাচন সেই সময়ে নাও হতে পারে। ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে পাকিস্তানকে জঙ্গি দমন করতে হবে। নাহলে কিন্তু ইরান তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঠিক কোথায় হামলা চালিয়েছে ইরান সে কথা প্রকাশ্যে বলছে না পারিস্তান। তবে সমাজ মাধ্যম এবং ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল বালুচিস্তান বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে কোনও সংবাদ মাধ্যমকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আসলে পাকিস্তান যে জঙ্গিদের আশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে পাক প্রশাসন। বেশ কয়েকদিন আগেই পাকিস্তান বড় গলা করে বলেছিল তাদের দেশে কোনও জঙ্গিদের শিবির নেই। তারা জঙ্গিদের আশ্রয় দেয় না। কিন্তু তাহলে ইরান কেন হঠাৎ করে পাকিস্তান আক্রমণ করতে শুরু করে দিল তার কোনও জবাব দিতে পারছে না পক প্রশাসন। পাকিস্তানে এখন তদারকি সরকার। তার ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কোনও প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। তিনি কোনও রকমভাবে আর্থিক নীতি ঘোষণা করতে পারবেন না। তাঁর পদে থাকার মেয়াদ হচ্ছে নির্বাচনে ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত। পাক নির্বাচনে জয়ী হয়ে নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ

তেলঙ্গানা কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে আদানিদের চুক্তি হল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আদানির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে রাহুল গান্ধি সরব হয়েছিলেন। এবং আদানির দুর্নীতির প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন কংদ্রেস নেতারা। এবারে দেখতে পাওয়া গেল যে তেলঙ্গানার কংগ্রেস সরকার আদানিদের সঙ্গে চুক্তি করে রাজ্যের উন্নয়ন করতে ইচ্ছুক। তেলঙ্গানার কংগ্রেস সরকারর মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি আদানির সঙ্গে বিনিয়োগ নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডের ডাভোসে বিশ্ব আর্থিক ফোরাম সম্মেলনের সময়ে জানিয়েছে যে তারা তেলঙ্গানা রাজ্যে ১২,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। এই চুক্তি করা হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে। শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আদানিরা চুক্তি করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়ে উপস্থিত ছিলেন গৌতম আদানি স্বয়ং। তিনি তেলঙ্গানার তথ্য প্রযুক্তি এবং শক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের উন্নয়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এদিকে রেবন্তের সঙ্গে আদানির বিনিয়োগ নিয়ে বিজেপিদল কটাক্ষ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন যে রাহুল গান্ধিমোদি আদানি নিয়ে এতকাল ধরে চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই আদানিকে নিয়ে কংগ্রেস এখন স্বপ্ন দেখতে শুরুু করে দিয়েছে। কংগ্রেসের রাজে স্বপ্নকে সফল করতে আদানির হাত ধরতে শুরুু করেছে কংগ্রেস নেতারা। এতদিন ধরে আদানি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। এবাকে কি আদানি দুর্নীতিমুক্ত হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের নেতারা। মোদি কোনও কিছু করলেই তাকে অন্যায় বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আবার কংগ্রেস কোনও অন্যায় করছে বললে তাকে স্বচ্ছ বলা হচ্ছে। আদানি মোদি আঁতাত দেশের ক্ষতি করতে শুরু করে দিয়েছে বলে কতই না কল্পুথা বলেছে কংগ্রেস। স্লোগান দিতে শুরু করে দিয়েছিল কংগ্রেস সাংসদেরা। তারা কেন এখন চুপ করে ঘরে বসে রয়েছে। হায়দ্রাবাদ তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় স্থান। সেই সম্ভানবাকে সমানে রেখেই বিশ্ব আর্থিক ফোরাম এবং তেলঙ্গানা সরকারের সঙ্গে যৌথ প্রকল্পে সামিল হয়েছে। তবে রাজনীতিক দলের নেতাদের মত হল এই নিয়ে বিব্রত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বিআরএসকে হারিয়ে তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এবারে আসন দখল করেছে। কংগ্রেসের এবারে প্রতিশ্রুতি ছিল কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। আদানি মোদি নিয়ে রাহুল সরব হতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে আদানিদের লগ্নি ছিল। তাই রেবন্তের সিদ্ধান্তের সঙ্গে কংগ্রেসি রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি দল পরিস্কার করে দিয়েছে যে আদানি ব্যাপারে এখন আর কংগ্রেস কোনও কথা বলতে সাহস পাবে না। আদানি বদনাম আর করতে গেলে কংগ্রেসের তেলঙ্গানা রাজ্যে বিনিয়োগ বন্ধ

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বলতেন যে নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি সার্থক সন্ন্যাসী।

হেরিটেজ ঃ পিসি সরকারের ইন্দ্রজাল

পিসি সরকারের ইন্দ্রজাল কি সবাই দেখতে পেয়েছেন? বর্তমান কালের ছেলেমেয়েরা ইন্দ্রজাল কাকে বলে তা জানতে পারেনি। ইন্দ্রজাল হচ্ছে সিপি সরকারের ম্যাজিক। বাংলা আগে ম্যাজিকের দেশ ছিল। সেই বাংলা থেকে এখন ম্যাজিক উধাও হয়ে গিয়েছে। কোথাও আর ম্যাজিক দেখতে পাওয়া যায় না। ম্যাজিকের ওপরে কারোর আগ্রহ আর নেই। পিসি সরকার

(সিনিয়র) প্রদীপ কুমার সরকার আগে নিউ এ্যাম্পায়ার সিনেমা হলে ম্যাজিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিশ্ব বিখ্যাত মাজিসিয়ান। তিনি জাপান, আমেরিকা থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রতিটি দেশে গিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেছেন। সেই কারণে তাঁকে ভারতের জাদু সম্রাট বলা হয়ে থাকে। তাঁর পুত্র বর্তমানে পিসি সরকার (জুনিয়র) জাদু প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি এখন আর বলতে গেলে অবসর গ্রহণ করেছেন জাদুজগত থেকে। তাঁর মেয়েরা এখন জাদু খেলা দেখায় দেশে বিদেশে। কলকাতার রাস্তায় আগে জাদু খেলা দেখা যেত।

চিঠিপত্র ঃ ইউক্রেন যুদ্ধ কবে থামবে?

আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধ করতে গিয়ে মুখে কালি লেপন করেছিল। সেই দৃশ্য এবারে দেখতে পাওয়া যাবে রাশিয়ার। রাশিয়া আগ বাড়িয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে ভুল করেছে সেটা বুঝতে পেরেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এখন যা অবস্থা তিনি না পারছেন এগোতে না পারছেন পিছতে। একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে মার খেতে শুরু করে দিয়েছেন। রাশিয়ার আর্থিক অবস্থা খবই খারাপ। হাওয়া খারাপ দেখে চিন আগেই রাশিয়ার সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে। তারা ইউরোপের বাজারকে নষ্ট করতে চায় না। ইউরোপ পরিস্কার করে বলে দিয়েছে যারা রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে তাদের সঙ্গে ইউরোপের কোনও দেশ ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখবে না। চিন বাজার হারাতে চায় না। সেই কারণে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন না করে চুপ করে বসে রয়েছে। চিন এখন ভারতের কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত যা করছে চিন ঠিক তাই করছে। ভারতকে অনসরণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। পাকিস্তানও ভারতকে অনুসরণ করছে। এদিকে রাশিয়াকে আর্থিক দিক দিয়ে গোটা ইউরোপ অবরোধ করার ফলে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে ইউরোপ। রাশিয়ার তেল এবং জ্বালানি যখন ইউরোপ কিনছে না তখন ভারতকে তা কিনতে হচ্ছে। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র বলেই এখন বিপদের সময়ে রাশিয়া পাশে ভারত। **ইতি সত্যব্রত চক্রবর্তী, কলকাতা।**

মায়াপুরের একটি স্কুলে চালু হল ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম

দেবাশীষ কংশবণিক, মায়াপুর, ১৯ জানুয়ারি ঃ সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হল ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম পরিষেবা। পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কারণে অত্যাধুনিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম পরিষেবা চালু করা হল নবদ্বীপ ব্লকের নবদ্বীপ উত্তর চক্রের অধীনস্থ মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এদিন দুপুরে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক শারদ্বতী চৌধুরী। এদিনের অনুষ্ঠানে মহকুমাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরণ শেখ সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছিলেন পড়ুয়াদের অভিভাবক এবং অভিভাবিকাগন। প্রধান শিক্ষক জানান, পড়ুয়ারা স্কুলে আসার পর ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স মেশিনের সামনে তাদের পরিচয়পত্র ধরলেই অভিভাবকদের মোবাইলে বার্তা পৌঁছে যাবে। শুক্রবার দুপুরে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেমের শুভ উদ্বোধনকালে মহকুমা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের নবদ্বীপ উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক করনের শিক্ষাকর্মীরা। এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, নদীয়া জেলায় এই প্রথম সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু হল। এখানে ওয়ার্কশীট ব্যাঙ্ক, আধুনিক সিলেবাস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সমস্ত ব্যবস্থা এখন থেকে মিলবে পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ডিজিটাল অ্যাটেন্ডেন্স কার্ডে থাকছে নাম, বাবার নাম, ব্লাড গ্রুপ, ক্লাস, রোল নম্বর, সেশন ও ফোন নম্বর। ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ডটি স্ক্যানার মেশিনের সামনে ছোঁয়ালেই বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীদের প্রবেশ ও প্রস্থানের বার্তা অভিভাবকের মোবাইলে পৌঁছে যাবে। এমনই জানালেন মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিরন শেখ। এদিন স্কুলের তরফে পড়ুয়াদের ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় স্কুলের পক্ষ থেকে। বৈশাখী বিবি নামক এক অভিভাবিকা জানান, স্কুলের এই অত্যাধুনিক অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু হওয়ার কারণে তারা ভীষণ খুশি। মহকুমা শাসক শারদ্বতী চৌধুরী বলেন, জেলার মধ্যে এই প্রথম মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু হল। শিক্ষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম বলে জানান তিনি।

সেবা কেন্দ্রের প্রতারণা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ জানুয়ারি ঃ ফিক্সড ডিপোজিট করানোর নাম করে গ্রাহকদের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুরে। সম্প্রতি লাভপুরের একই পরিবারের তিন জন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের তাঁদের কিছু জমানো টাকা 'ফিক্সড ডিপোজিট' করতে যান। অভিযোগ, গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সদস্যরা ওই পরিবারের তিন জনের কাছ থেকে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে জানান ফিক্সড ডিপোজিট করা হয়ে গেছে। প্রমাণস্বরূপ তাঁদের একটি রশিদও দেওয়া হয়। পরে যখন তাঁরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, পাসবই আপডেট করে জানতে পারেন, তাঁদের আদৌ কোনও ফিক্সড ডিপোজিট হয়নি। যে রশিদ দেওয়া হয়েছিল, সেটিও জাল। এরপরই বিষয়টি নিয়ে থানার দ্বারস্থ হন প্রতারিত পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে, পুরো লাভপুর জুড়েই ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের প্রতিনিধিরা সক্রিয়। প্রায় ১০ লক্ষেরও বেশি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে। প্রতারিত ব্যক্তিরা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। লাভপুর ব্লকের আধিকারিক এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রশাসন। ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধির লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ওই গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের নিয়োগ করে মল্লারপুর এক সংস্থা। ওই সংস্থাও ওই প্রতিনিধির বিরুদ্ধে লাভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। অভিযুক্তরা অবশ্য ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দিয়েছেন। টাকাগুলো যাতে ফেরত পাওয়া যায় সেই নিয়ে নজর রাখছে প্রশাসন। বিডিও শিশুতোষ প্রামাণিকের বক্তব্য, আমরা আগেই অভিযোগ পেয়েছিলাম। সাত জনের অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছিলাম। ১০ লক্ষ টাকারও বেশি এফডি ছিল। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তদন্ত চলছে। যদিও এই বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পৃথক রাজ্যের দাবিতে রেল রোকো, আটকে বন্দেভারত সহ বহু ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ পৃথক রাজ্য-সহ একাধিক দাবিতে ফের রেল ধর্মঘট কেপিপি ইউনাইটেড এবং ছাত্র সংগঠন আকসুর। শুক্রবার সকাল ৭ টা থেকে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বেদগারা স্টেশনের কাছে রেললাইনে বসে পড়েন ধর্মঘটীরা। যার জেরে একের পর এক আটকে যায় বন্দে ভারত-সহ দূরপাল্লার ট্রেন। চরম ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। আলাদা রাজ্য, কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি ও জীবন সিংহের সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে আগেই শুক্রবার ১২ ঘণ্টা রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল কেপিপি ইউনাইটেড ও আকসু। এদিন সকাল ৭ টায় ময়নাগুড়ির বেদগারা স্টেশনে লাইনের উপর বসে পড়েন ধর্মঘটীরা। স্বাভাবিকভাবেই একের পর এক আটকে পড়ে দূরপাল্লার ট্রেন। সকাল ৬ টা বেজে ৫৭ মিনিট থেকে আটকে থাকে বন্দে ভারত। ময়নাগুড়ি স্টেশনে আটকে কামরূপ। নিউ দোমোহনি স্টেশনে এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস। রানিনগর স্টেশনে আটকে পাে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেন। পুলিশ দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। প্রায় ৩ ঘণ্টা পর পুলিশের হস্তক্ষেপে ওঠে ধর্মঘট। তবে ২৮ জানুয়ারির মধ্যে বিক্ষোভ তোলার দাবি করেছে ধর্মঘটীরা। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

গ্রেফতার হলেন ভুয়ো পরীক্ষার্থী, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জানুয়ারি ঃ এডমিট কার্ড জাল করে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসে হাতেনাতে পাকড়াও হলেন ভুয়ো পরীক্ষার্থী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদার চাঁচল কলেজ। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, আজ ছিল বিএ জেনারেলের ফিফথ সেমিস্টারের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা। মানিকচক কলেজের এক পরীক্ষার্থী পুষ্পা চৌধুরীর পরীক্ষার আসন পড়েছিল মালদার চাঁচল কলেজে। কিন্তু পুষ্পা চৌধুরী তিনি পরীক্ষায় উপস্থিত না থেকে তার হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর দাস। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষনের নজরে আসে পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা পরীক্ষকের। এডমিট কার্ডে দেখতে পান এডমিট কার্ড দিয়ে নকল। সেখানে পুষ্পা চৌধুরীর ছবি তুলে সেখানে সিদ্ধান্ত শংকর দাসের ছবি বসানো রয়েছে বলে অভিযোগ, কিন্তু অ্যাটেনডেন্স শিফটে রয়েছে আসল পুষ্পা চৌধুরীর ছবি এবং নাম। ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে এসে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নেন। ভুয়ো পরীক্ষার্থী বলেন, তার বোন পুষ্পা চৌধুরী শারীরিকভাবে অসুস্থ। তার হয়ে সে পরীক্ষা দিতে এসেছেন। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কলেজ কর্তৃপক্ষ চাঁচল থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ জানিয়ে এবং ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল উদ্ধার ভাতারে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ জানুয়ারি ঃ কয়েক হাজার নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার করল ভাতার থানার পুলিশ। ফেন্সিডিল সিরাপ গুলো বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে ভাতার থানার ছয় মাইল এলাকায়। এই ঘটনায় একজন কে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। ধৃতের নাম দ্বীপ বিশ্বাস, আসামের বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাতার থানার ছয়-মাইল এলাকায় ভাতার থানার ওসি পঙ্কজ নস্করের নেতৃত্বে নাকা চেকিং শুরু করে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মঙ্গলকোটের দিক থেকে বর্ধমানের দিকে আসা দুটি চালের লরি চেকিং করতেই বেরিয়ে পরে কয়েক হাজার বোতল নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল সিরাপ। চালের বস্তার মাঝে ৪৭০টি পেটিতে ফেন্সিডিল পাচার করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ডিএসপি ক্রাইম ও সি,আই। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ভাতার থানার বি.ডি.ও দেবজিত দত্ত। ধৃত কে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, কারা কারা এই পাচার চক্রে জড়িত এবং কি ভাবে পাচার পত্রিয়া চলছে। দিন দুপুরে এই বিশাল পরিমান ফেন্সিডিল উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভাতারে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৬.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৮৪-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে কৃষ্ণনগর–লালগোলা শাখায় বর্তমান এলএইচএস নং ১৩৮, ১৪৭ই, ১৬০/ই, ১৩৭-এর উভয় দিকে ৪০ মিটার লম্বা আরসিসি ইউ-ট্রাফে নতুন রুফ কভার নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৮,০৩,০২৮.৫৫ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৪৪,০০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৮৫-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাট-এর অধীনে রানাঘাট–গেদে শাখায় এলএইচএস নং ৮১ই, ৭১ই, ৮০ই এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধীনে বারাসাত–বনগাঁ শাখায় বর্তমান এলএইচএস নং ৩৭ই-এর উভয় দিকে ৪০ মিটার লম্বা আরসিসি ইউ-ট্রাফে নতুন রুফ কভার নির্মাণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৮৭,৭১,৪২০.২৪ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,৪৩,৯০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** উভয় ক্রঃ নংয়ের জন্য ০৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয় ক্রঃ নংয়ের জন্য ১২.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** উভয় ক্রঃ নংয়ের জন্য ১২.০২.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।

(SDAH-344/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আরইউবি'র নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৯৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৩-২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ১, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/রঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে বাইহাটা-চাংসারি সেকশনের মধ্যে রেলওয়ে কেএম ৩৭৯/৫-৬ এবং ৩৮২/৮-৯এ আরইউবি'র নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,৭৩,০৫,০৭৯.৩৪ টাকা। বায়নার ধনঃ ৬,৩৬,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৯-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-০২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), রঙিয়া কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT. NO.- 04/BDO/2023-24 Memo No. 110/BDO/HLD,Dated-19/01/2024 the Block Development Officer, Haldia Development Block invites tender from qualified bidders , 1 No ACR under Haldia Development Block. Details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **20/01/2024 at 10:00 Hours to 08.02.2024 at 10:00 Hours.**

Sd/- Block Development Officer, Haldia Development Block

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT. NO.- 05/BDO/2023-24 Memo No. 111/BDO/HLD,Dated-19/01/2024 the Block Development Officer, Haldia Development Block invites tender from qualified bidders , 3 Nos Toilet under Haldia Development Block. Details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **20/01/2024 at 10:00 Hours to 02.02.2024 at 10:00 Hours.**

Sd/- Block Development Officer, Haldia Development Block

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এন-২০২৩-কে-৩৭, তারিখ ঃ ১২-০১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ** এন-২০২৩-কে-৩৭; **কাজের নাম ঃ** এক বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনের গঙ্গারামপুর স্টেশনে হিটাচির তৈরী ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৭২,২৩২.৯৮ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১১,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের তারিখ ও সময়** ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্ট পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (এস এন্ড টি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

1. e- T ender Reference No- W B B D R / P -I / 02 / 70 / EO / 2023 - 24, Dated-16 / 01 / 2024

Tender ID: 2024_ZPHD_64751.1_1 to 19 has been floated Supplying and Fixing of Water ATM Machine with 250 LPH water Treatment Plant at Deferent places under Purbasthali-I P.S. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali- I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1.**Temporary CCTV Surveillance & other IT works for public meeting at Goda Bali Ground in connection with VVIP visit in the district of Purba Bardhaman on 24.01.2024 2. Temporary IT works LED Giant Screen & other works for public meeting at Goda Bali Ground in connection with VVIP visit in the district of Purba Bardhaman on 24.01.2024 3. Temporary PA System Setup & other IT works for public meeting at Goda Bali Ground & at the parking areas in connection with VVIP visit in the district of Purba Bardhaman on 24.01.2024 SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-43, WBPWD/EE/BIT/NIQ-44 of 2023-24 & WBPWD/EE/BIT/NIQ-45 of 2023-24 of 2023-24. Last date of submission of Quotation: 22.01.2024 up to 11:30AM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY

PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 13/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 16)
- No. of Work:- 16 (Sixteen) nos.
- NIT No.:- 14/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 11)
- No. of Work:- 11 (Eleven) nos.
- NIT No.:- 15/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 10)
- No. of Work:- 10 (Ten) nos.
- Last Date of Application:- 29.01.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 02.02.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 06.02.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 06.02.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৪/০৩ তারিখ ঃ ১৮.০১.২০২৪

"ই" প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৪৫০০৯, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কী ম্যান এবং পেট্রোলম্যানের জন্য টুল কিট। **পরিমাণ ঃ** ৫৪৬০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৬৩,০১০। **ক্র. নং. ২, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৪৫০১১, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ক্যাপ/হুড ইত্যাদি সমেত রেনকোট (ওয়াটারপ্রুফ)। **পরিমাণ ঃ** ৫৪৬০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৫,৩৫০। **ক্র. নং. ৩, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৩৫৭৮৬, খোলার তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড ঃ ক্লাস এম৪। **পরিমাণ ঃ** ৭০০০ কেজি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫৫,৩৪০। **ক্র. নং. ৪, টেন্ডার নং ঃ ৪৫২৪১৬৭৯, খোলার তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি পাওয়ার ইত্যাদির জন্য এসভি৪৫০ এএইচ লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড ব্যাটারি। **পরিমাণ ঃ** ৩২০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,৩৯,৩২০। **ক্র. নং. ৫, টেন্ডার নং ঃ ৪৫২৩৫০০৬, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি এসি কোচ সমূহের এসআইডিডব্লুএএল/আইএনটিইসি আরএমপিইউ-এর কন্ডেন্সার কয়েল অ্যাসেম্বলির সেট। **পরিমাণ ঃ** ৭৮ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৩,৩১,৩৪০। **ক্র. নং. ৬, টেন্ডার নং ঃ ৪৫২৩৫০০৮, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এলএইচবি ধরনের এসি কোচ সমূহে এসআইডিডব্লুএএল/আইএনটিইসি নির্মিত আরএমপিইউ-এর ইভাপোরেটর কয়েল অ্যাসেম্বলির সেট। **পরিমাণ ঃ** ৭৮ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৬৬,৯২০। **ক্র. নং. ৭, টেন্ডার নং ঃ ৪৫২৩৫০০৯, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ১. এলএইচবি ধরনের কোচের এসআইডিডব্লুএএল/আইএনটিইসি নির্মিত আরএমপিইউ-এর ইভাপোরেটর কয়েল সেট। **পরিমাণ ঃ** ৭৬ সেট, ২. এলএইচবি এসি কোচের আরএমপিইউ-এর কন্ডেন্সর কয়েল অ্যাসেম্বলির সেট। **পরিমাণ ঃ** ৭৬ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,৭৩,৪৯০। **ক্র. নং. ৮, টেন্ডার নং ঃ ৪৫২৩৩২০৩এ, খোলার তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** আরএমপিইউ কোচসমূহের জন্য হারমেটিক্যালি সিল্ড স্ক্রোল কমপ্রেশার, অপারেটিং ভোল্টেজ ৪১৫ ভোল্ট, ৩ ফেজ ৫০ হার্জ আর২২ রেফ্রিজারেন্ট-এর জন্য উপযুক্ত। **পরিমাণ ঃ** ১৫৫টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১,২৬,২০০। **ক্র. নং. ৯, টেন্ডার নং ঃ ৫৬২৩১৬৮৪, খোলার তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** হার্ড রাবার কনটেনার সমেত লো মেনটেন্যান্স লেড অ্যাসিড স্টেশনারী সেকেন্ডারি সেল ২ ভোল্ট, ২০০ এএইচ। **পরিমাণ ঃ** ১৯৩০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ২,২৯,৫০০। **ক্র. নং. ১০, টেন্ডার নং ঃ ৪২২৩৩০৭৯সি, খোলার তারিখ ঃ ০৯.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এইচআরসি ফিউজ লিংক ডিআইএন ধরনের, কারেন্ট রেটিং ১২৫ এএমপিএস। **পরিমাণ ঃ** ১২৭০টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯২,৯১০। **ক্র. নং. ১১, টেন্ডার নং ঃ ৭৯২৪৩১৩৬, খোলার তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৪ সেমি বিস্তৃতি (প্রতি পার্শ্বে) সমেত উন্নতমানের নরম ব্ল্যাংকেট, **পরিমাণ ঃ** ৫২৪৩৭টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫,৮২,৫২০। **ক্র. নং. ১২, টেন্ডার নং ঃ ৪৩২৩৩০১৬এ, খোলার তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ভোল্টেজ ফেজ কন্ট্রোল (এমএমআর-মেজারিং অ্যান্ড মনিটরিং রিলে) নেট ১ ও ২, ৩ এসি, ১০০০ ভোল্ট এইউএক্স. ইত্যাদি। **পরিমাণ ঃ** ৭১৬টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৮,৪০০। **ক্র. নং. ১৩, টেন্ডার নং ঃ ৩১২৩৩৭২০বি, খোলার তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** প্যান্টোগ্রাম টাইপ ডব্লুবিএল ২২.০৩ ড্রয়িং নং১-২৭৪১০.১৪০৬২ অল্ট আর। **পরিমাণ ঃ** ৫টি, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ**₹ ৮৪,৫৫০। **ক্র. নং. ১৪, টেন্ডার নং ঃ ৩৩২৩৩২২২বি, খোলার তারিখ ঃ ১২.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** পরিশিষ্ট অনুসারে ৫ দফা যুক্ত এলএইচবি কোচসমূহের বাইট ধরনের সেট। **পরিমাণ ঃ** ১৫০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৭৫,৮৫০। **ক্র. নং. ১৫, টেন্ডার নং ঃ ৬০২৪০০১০, খোলার তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ৬ মিমি পুরু নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেট ফ্যান-এর জন্য প্রস্তুত ও সরবরাহ। **পরিমাণ ঃ** ৮০০ সেট, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪,২৯,৫২০। **ক্র. নং. ১৬, টেন্ডার নং ঃ আইএফ২৩৫৯৯৯, খোলার তারিখ ঃ ১৫.০২.২০২৪, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড, ক্লাস এম২। **পরিমাণ ঃ** ১০০০০০ মিটার, **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৯৫,০৬০। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে জানতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই দফাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্যঃ** সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাগণকে অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-1042) প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/গার্ডেনরীচ

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No.- 43 of 2023-24

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt. organizations....1. "District Level Administrative Review Meeting & Public Distribution Programme at Goda Balir Math, near Nabab Hat more, Purba Bardhaman on 24.01.2024-Temporary Electrical Installation work for Lighting Arrangement & Soundless Generator." L/D of Permission up to 12 Noon on 21.01.2024. Last date of issue of Tender Papers is up to:- 2 PM on 21.01.2024. L/D of tender dropping 21.01.2024 (up to 4 P.M.) & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/-Executive Engineer, P.W.D. Bardhaman Electrical Division.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

শিয়ালদহ ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

নং ঃ সিডব্লু/পে অ্যান্ড ইউজ/ই-অকশন/২০২৪/১৫ স্টেশনস অ্যান্ড (বি.ও.টি.), তারিখ ১৭.০১.২০২৪। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে শিয়ালদহ ডিভিশনো ১৫টি বিভিন্ন অবস্থানে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। ই-অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নলিখিতমতো ঃ **ক্রঃ নং ও সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; লট বন্ধের তারিখ ও সময়** যথাক্রমে ঃ (১) এএ/১; পিএনইউ-এসডিএএইচ-জেজেজি-টিওআই-৬১-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের জিয়াগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১১.৩০ মিনিট। (২) এএ/২; পিএনইউ-এসডিএএইচ-বিজিএল-টিওআই-১১৪-২৩-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের বগুলা রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১১.৪০ মিনিট। (৩) এএ/৩; পিএনইউ-এসডিএএইচ-ডিইবি-টিওআই-১১১-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের দেবগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১১.৫০ মিনিট। (৪) এএ/৪; পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেএনআর-টিওআই-১০৪-২৩-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের কাঁকিনাড়া রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.০০ মিনিট। (৫) এএ/৫; পিএনইউ-এসডিএএইচ-আইপি-টিওআই-৮৩-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের ইছাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.১০ মিনিট। (৬) এএ/৬; পিএনইউ-এসডিএএইচ-আরএইচএ-টিওআই-৪৭-২৩-৩ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের রানাঘাট রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে (শিয়ালদহ প্রান্তে) বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.২০ মিনিট। (৭) এএ/৭; পিএনইউ-এসডিএএইচ-সিএইচটি-টিওআই-১০২-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের চম্পাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.৩০ মিনিট। (৮) এএ/৮; পিএনইউ- এসডিএএইচ-পিটিএফ-টিওআই-৩৫-২৩-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের পলতা রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.৪০ মিনিট। (৯) এএ/৯; পিএনইউ-এসডিএএইচ-কেআইআরপি-টিওআই-১০১-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের খিদিরপুর রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ বেলা ১২.৫০ মিনিট। (১০) এএ/১০; পিএনইউ-এসডিএএইচ-এইচএলআর- টিওআই-৩৮-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের হালিসহর রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.০০ মিনিট। (১১) এএ/১১; পিএনইউ-এসডিএএইচ-এসটিবি-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের শান্তিপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনের ১ নং প্ল্যাটফর্মে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.১০ মিনিট। (১২) এএ/১২; পিএনইউ-এসডিএএইচ-পিসিএক্স-টিওআই-৫৬-২৩-১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের পাগলাচণ্ডী রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.২০ মিনিট। (১৩) এএ/১৩; পিএনইউ-এসডিএএইচ-পিটিকেআর-টিওআই-৭-২৩- ১ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের পাতিপুকুর রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) এএ/১৪; পিএনইউ-এসডিএএইচ-এমজিএম-টিওআই-৫৪-২৩-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের মুরাগাছা রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৪০ মিনিট। (১৫) এএ/১৫; পিএনইউ-এসডিএএইচ-এনএআই-টিওআই-৭৯-২৩-২ (পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটস); শিয়ালদহ ডিভিশনের নুঙ্গি রেলওয়ে স্টেশনে বাথরুম, ওয়াশরুম, ল্যাভেটরি, ইউরিনাল বা টয়লেট-এর ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের সুবিধার জন্য পরিষেবা প্রদান; ৩১.০১.২০২৪-এ দুপুর ১.৫০ মিনিট। সম্ভাব্য বিডারদের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য **www.ireps.gov.in**-এর ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

(SDAH-348/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ২৯৮_২০২৩-২৪, তারিখ ১৬.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রে) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভি.–ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে এইএন লিলুয়ার অধীনে সেস মেরামতের কাজ মোট ১১.৪৭২ কিমি যে অবস্থানে ঃ শেওড়াফুলি –গোঘাট এসএল লাইন ৪১.৩৪৯-৪১.৮৯৬= ০.৫৪৭ কিমি, ৪৩.২১৬-৪৩.৫৫৯=০.৩৪৩ কিমি, ৪৪.৭২০-৪৪.৮৭০=০.১৫০ কিমি, ৪৫.০৬০-৪৫.৬০০=০.৫৪০ কিমি, ৪৬.৬০০-৪৭.৫০০=০.৯০০ কিমি, ৪৮.০৫০-৪৮.১৫০= ০.১০০ কিমি, ৪৮.৩২৪-৫১.৭৯০=৩.৪৬৬ কিমি, ৫৭.০২০-৫৭.২৯০=০.২৭০ কিমি, ৫৮.৯০০-৬০.১০০=১.২০০ কিমি, ৬১.০৬০-৬১.১৪০=০.০৮০ কিমি, ৬১.৩৮০-৬১.৮০০= ০.৪২০ কিমি, ৬২.৭৯০-৬২.৮৩০=০.০৪০ কিমি, শেওড়াফুলি–গোঘাট আপ লাইন ১.০৫৬-৪.৪৭২=৩.৪১৬ কিমি।" **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩৫,৩৪,৫০১.২০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,১৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোন পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০২.২০২৪-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি ও টিডিসি পেমেন্টঃ** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমার (ইএমডি) পেমেন্ট ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য, শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-459/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জনবিজ্ঞপ্তি

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা ২০১৪-এর ৩০ বিধি অনুসারে]

এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে
পূর্বাঞ্চলীয় বেঞ্চ, কলকাতা

ধারা ১৩ (৪) এর বিষয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা ২০১৪ এর বিধি ৩০ (৬) (ক)

এবং

মেসার্স বিটল টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেডের ৯ নম্বরে নিবন্ধিত অফিস রয়েছে, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানিটি কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ১৩ ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের মেয়াদে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ কোম্পানির পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণের জন্য। সোমবার, ০১.০১.২০২৪ তারিখে কোম্পানিটিকে তার নিবন্ধিত অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"রাজস্থান রাজ্য"** এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে এমসিএ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিতরণ করতে পারেন বা নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে বিতরণ বা পাঠাতে পারেন। তার / তার আপত্তিগুলি একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত যে তার / তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং আঞ্চলিক পরিচালকের বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে ঠিকানা -নিজাম প্যালেস,এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তলা,২৩৪ / ৪ এজেসি বোস রোড,কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের ১৪ দিনের মধ্যে একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায়।

নিবন্ধিত অফিস-৯, হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭-এর ঠিকানা। বিটল টাই-আপ প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য

স্বা /-
অবন্তী বাজোরিয়া
(পরিচালক)
DIN: 08778699
তারিখ- ১৯.০১.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
164/GPW/WBFDC/2023-24	Supply and installation of Cast Iron Bench at Banabitan Park, Salt Lake.	20.01.2024	30.01.2024

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

SURI-I PANCHAYAT SAMITI

KALIPUR, BARABAGAN, BIRBHUM, 731103

EO, Suri-I Panchayat Samity hereby invites e-N.I.T No. 31/2023 24.for: Construction of Concrete Road with Side Drain from Mohammad Ali's house to Tentultala at Lalmohanpur under Bhurkuna GP (Rs. 7,25,163.00). This is available at wbtenders.gov.in website. Last Date of online bid submission is 31.01.2024 (upto 11.00 am).

Sd/- EO
Suri-I P.S
Birbhum

Office of the Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat
Gaighata, North 24PGS

Notice Inviting Tender No.: (1) Icha-I/016/2023-24, (2) Icha-I/017/2023-24, Date: 16/01/2024 Tender is invited through online from the experienced and resourceful bidders for execution of total 4(Four)Nos. different works at Gaighata Block. Last date of submission of Bid(online): 01/02/2024. Date of Opening of Bid(online): 05/02/2024. For details please visit https://wbtender.gov.in.

Sd/- Prodhan
Ichhapur-I Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide Notice no- : NIT-30/2024, Dated-16.01.24 (E-NIT) Fund-MPLADS & MAME/MSDP(10 NOS OF WORK)

Sd/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.
WBMAD/UM/434/e-Tender/2023-24(2 nd Call), Dated: 19.01.2024, WBMAD/UM/258/e-Tender/2023-24(3 rd Call), Dated: 19.01.2024

(Electrical for the Construction of proposed Two Storied Urban primary Health Centre & Installation of 1 no. SOLAR high mast lighting tower with Swaged Tubular pole in different ward under Uluberia Municipality) Details are available in the www.wbtender.gov.in.

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality: Supply of one no Tractor trailor for SWM work of Tarakeswar Municipality

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2024_MAD_650079_1	20.01.24	02.02.24	05.02.24

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of Development (Electrical) works under Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2024_MAD_650557_1	20.01.24	09.02.24	12.02.24

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Chairman
Tarakeswar Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/13/44/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of passage at 6, 12/1, G.S. Lane, 1, G.D.G. Lane and different places in Ward No.-13.** Estimated cost: **₹ 2,99,564.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/32/22/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Repair of passage at 59/60 Bagmari Road and surrounding area in Ward No.-032.** Estimated cost: **₹ 2,39,485.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/30/29/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of passage at 104/1, N.N. Road, 22/1/12, Motilal Sen Lane, 4B, D.D.K. Road and different places in Ward No.-30.** Estimated cost: **₹ 2,49,726.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2024 upto 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of tender: **01.02.2024 on or after 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details shall be available on and from **19.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/041/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of paver block footpath along 118 to 148 AJC Bose Road in Ward No.-50 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,97,820.24.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2024 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **03.02.2024 - 11 a.m.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/044/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of IPS and concrete passages at 78A S.N. Banerjee Road, 18 Serpentine Lane, 5 Suri Lane and different location cutting in Ward No.-50 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,47,152.99.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/050/046/2023-2024/D
Name of the work: **Maintenance of MH/GP/LH chamber at different places in Ward No.-50 under BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,61,518.60.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/UTTARAN/01/2023-2024/BUSTEE
Name of the work: **Uttaran signage at entry point at 32 H.B. Lane, 18 M.S. Lane, 28 G.B. Lane and other Bustee locations in BR-V.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,93,066.84.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **03.02.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 to 4).** Date and time of opening of tender: **05.02.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 2 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3)** and **19.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XV/133/057/2023-2024/R/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Uttaran signage at entry point of each Bustee location within Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,54,048.74.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **30 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **24.01.2024 - 12.00 noon.** Documents download/sell start date (online): **24.01.2024 - 4 p.m.** Documents download/sell end date (online): **03.02.2024 - 4 p.m.** Bid submission start date (online): **24.01.2024 - 4 p.m.** Bid submission closing date (online): **03.02.2024 - 4 p.m.** Bid opening date for technical proposals (online): **05.02.2024 - 4 p.m.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/136/029/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of bituminus road & cement concrete passage with allied works disturbed by laying water pipe line at Dewan Bagan Lane near H/D No. O-175 etc. in Ward No.-136, BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 3,98,052.30.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **03.02.2024 - 11 a.m.** Date of opening of tender: **05.02.2024 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/047/23-24
Name of the work: **Construction of U.G. sewer at Bye Lane of Talpukur Road near Premises No.-53 in Ward No.-126.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,61,727.39.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **03.02.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **06.02.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **25.01.2024 (5 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144(O)/002/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Uttaran signage at entry point of each of the Bustee location under BR-XVI.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,850.82.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **29.01.2024 - 12 noon.** Tender will be opened on: **31.01.2024 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.01.2024 (5 p.m.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** (1305/23-24)

গৃহকোণ

কি করলে সংসারে সুখ ও শান্তি বজায় থাকে, জানুন

অনেক দিনের সাধ করে একটি স্বপ্নের নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন। মাথার উপরে একান্ত আপন ছাদ। গৃহপ্রবেশের সময় কেউ করেন পুজো, কেউ দেন পার্টি। যাই-ই করুন না কেন, নতুন বাড়িতে প্রবেশের সময় কয়েকটি কাজ একদমই করবেন না। কেমন? যেমন শোক-যন্ত্রণা-অশান্তি-ক্ষোভের অতীতকে অতীতেই থাকতে দিন। তা নতুন বাড়িতে বয়ে আনবেন না। নতুনের দিকে পা বাড়াতে গেয়ে কিছু পুরনোকে পিছনে ফেলতেই হয়। তাতেই সংসারে সুখ ও শান্তি বজায় থাকে। পুরনো আসবাবপত্রের সঙ্গে আমাদের আলাদা কানেকশন তৈরি হয়ে যায়। তা সে যতোই ভাঙাচোরা হোক। ইচ্ছে হয়, নতুন বাড়ির এক কোণে তা পড়ে থাকুক। এই কাজটি না করলেই ভালো। ভাঙাচোরা জিনিস নতুন বাড়িতে নেগেটিভ এনার্জির উৎস হতে পারে।নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে নিজেকে আইসোলেট করে ফেলবেন না। এমনটা হতেই পারে যে আপনি প্রতিবেশীদের চেনেন না বা প্রতিবেশীরা আপনাদের চেনেন না। সদ্ভাব বজায় রাখবেন। এতে লাভ আপনারই। নির্জন জায়গায় একা রয়েছেন এমনটা মনে হবে না। আবার প্রয়োজনে সাহায্যও পেয়ে যাবেন।বাড়িতে মন্দির বা প্রার্থনার জায়গা অবশ্যই রাখবেন। পারলে ঠাকুরকে উত্তর-পূর্ব দিকে রাখবেন। বলা হয়, এতে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়।বাড়িতে রান্নাঘরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সুতরাং এই জায়গাটি যেন মনের মতো হয়। বাস্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, গেরস্থালির হেঁশেল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হওয়া উচিত। তাতে পজিটিভ এনার্জি থাকে।বাড়ির আয়না যেন বেডরুমে থাকে। আর তা এমন জায়গা থাকে যাতে সকালে উঠে আপনি নিজের মুখটি দেখতে পান। নিজেকে যখন আয়নায় দেখবেন, মনের শক্তি বাড়বে। দিনের শুরুও ভালো হবে।

ক্রমবর্ধমান দূষণে শঙ্কা পরিবেশবিদদের

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ শহর কিংবা গ্রাম প্রায় সব জায়গাতেই ভাসমান ধুলোর কণার পরিমাণ নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে। পরিবেশবিদদের একাংশের আশঙ্কা, অবিলম্বে শাসক দলের রাজনৈতিক নেতাদের বায়ু দূষণের বর্তমান মাত্রা নিয়ে চিন্তা না করলে দূষণের কারণে পশ্চিমবঙ্গ বাসিন্দাদের গড় আয়ু কমতে থাকবে। সেই সঙ্গে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ স্থানে এখনই অতি সূক্ষ্ম শ্বাসবাহিত ধুলো কণার পরিমাণ প্রতি ঘন মিটারে আড়াইশো মাইক্রো গ্রাম ছাড়িয়ে গেছে। পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ সোমেন্দ্র মোহন ঘোষ এই প্রতিবেদককে একথা জানিয়ে শুক্রবার বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারের নজর নেই কী ভাবে বায়ুদূষণে লাগাম দেওয়া যায়। শুধু দিল্লির তুলনায় কম বলে আনন্দিত হওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, মানুষের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে হলে ‘পি এম ২.৫’ এর মাত্রা প্রতি ঘন মিটারে দশ মাইক্রোগ্রামের নিচে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে পঁচিশ গুণের বেশি হলেও রাজ্য পরিবেশ দফতর বা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কোনও পদক্ষেপ নেই বললেই চলে।

সোমেনাথবাবু বলেন, হলদিয়ার কুকড়াহাটি জেটির পাশে উন্মুক্ত আকাশের নিচে গঙ্গার ধারে সবার চোখের সামনে মানুষের মৃতদেহ দাহ করে প্রতিদিন গঙ্গা ও হলদিয়ার বাতাস দূষিত করা হয়। সরকার কেন এত উদাসীন জানি না। কয়লার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিও গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করছে। যেহেতু আমরা বৈদ্যুতিক সংযোগ পাই সেই কারণে সব ক্ষমা। পরিবেশবিদদের অভিযোগ, স্পঞ্জ আয়রন কারখানা, ইটভাঁটা, পাথর ভাঙার কারখানা, কেরোসিন ও ডিজেল চালিত ভ্যান, গ্রামের পুরনো বাস ও লরি, কাঠ বা কয়লার চুল্লি, ডিজেল চালিত কৃষি পাম্প, বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা অসংগঠিত ছোট ছোট উৎপাদনক্ষেত্র প্রতিদিন বায়ু দূষণ বাড়িয়ে চলেছে। পরিবেশ দফতর নির্বিকার

খুঁটির জোরে চারিদিকে ঘুরছে ত্রিপুরার বিজেপি ঃ মানিক সরকার

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ১৯ জানুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে কেশব মজুমদারের অনুপস্থিতি আমাদের জন্য নিঃসন্দেহ ক্ষতির। এটা কাটিয়ে উঠতে হবে। এজন্য তাঁর গুণাবলী থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান সিপিআইএম রাজ্য ও বিভাগীয় স্তরের নেতৃত্বরা। শুক্রবার গোমতি জেলা সদর উদয়পুর টাউন হলএ অনুষ্ঠিত প্রয়াত কেশব মজুমদারের স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পলিট ব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, গোমতি জেলার জেলা সম্পাদক মাধব সাহা, রতন ভৌমিক সহ গোমতি ও দক্ষিণ জেলার পার্টির নেতারা। ছিলেন প্রয়াত কেশব মজুমদারের পরিবারের লোকজন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হটাতে যোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য এবং রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে পাটির কর্মী সমর্থক ও দরদিদের কাছে আবেদন রেখেছেন। দেশে জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে শাসক গোষ্ঠী। অর্থনৈতিক ভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে সারা দেশে। এর বিরুদ্ধে যখন সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন তখন বিজেপি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রাদায়ের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, গত ১১ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন কেশব মজুমদার। এই সময়ে তাঁর চলে যাওয়ায পার্টির ক্ষতি হয়েছে। খুঁটির জোরে চারিদিকে ঘুরছে রাজ্যর বিজেপি সরকার। দিল্লি হল খুঁটি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হটানোর জন্য সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, ঠিক তখনই কেশব মজুমদার চলে যাওয়ায় পার্টির ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় ও রাজ্যের পরিস্থিতে এক সাথে সবাইকে নিয়ে শক্তিশালী লড়াই করার আহ্বান জানান মানিক সরকার। কেশব মজুমদারের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষেত্রে সামনের লড়াইয়ে যোগ্য ভূমিকা নেওযার জন্য দলীয় নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

স্মরণসভায় এছাড়া বক্তব্য রাখেন রতন ভৌমিক, মাধব সাহা ও প্রয়াত কেশব মজুমদারের নাতি। কেশব মজুমদারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক দিলীপ দত্ত। পরে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত সবাই প্রয়াত কেশব মজুমদারের প্রতিকৃতিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জম্মু সফর ডিআইজির

জম্মু, ১৯ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জম্মু সফর করলেন জম্মু-কাঠুয়া রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (ডিআইজি) শক্তি পাঠক। তিনি শুক্রবার জম্মুতে পৌঁছে সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। এই দুটি বড় অনুষ্ঠানের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে শুক্রবার জম্মুতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে সরকারী ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়তে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের বাড়ানোর উপর জোর দেন। ডিআইজি শক্তি পাঠক বলেন, জন নিরাপত্তার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অটুট।

ধার্মিক একতা ট্রাস্টের ঋণমুক্ত ভারত অভিযান

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করে চলেছে। সেই আন্দোলনের একটা শাখা হলো ধার্মিক একতা ট্রাস্ট। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো, ঋণমুক্ত দেশ গড়া। বিভিন্ন কারণে অনেক মানুষ ঋণ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে চাকরি চলে যাওয়া, ক্ষেতে উৎপাদন না হওয়া বা অন্য কোনো কারণে ঋণ পরিশোধ করতে না পাড়ায় প্রবল চাপে তারা অনেকেই আত্মাহত্যা করছে। সেই আত্মাহত্যার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ঋণ নেওয়া সেই মানুষটির পাশে সর্বশক্তি দিয়ে থাকাই এই সংস্থার প্রধান কাজ। এই সংস্থার অধ্যক্ষ রাজীব সিং কুশওয়াহা ভারতীয় জানান, ২০২২ সাল থেকে তারা এই ঋণ মুক্তি অভিযান চালাচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ হলেই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া মানুষকে সেই জাল থেকে বের করে আনা। আর ঋণের জালে আত্মহত্যার প্রবনতা কমানো। পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্ব থাকে দেব নারায়ন মন্ডল ভারতীয় জানান, গত দেড় বছরে তারা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ মানুষকে এই ঋণের জাল থেকে মুক্ত করেছেন। তারা প্রত্যেক জেলায় ঋণমুক্তি কেন্দ্র খুলেছেন। রিকোভারি এজেন্টদের অত্যাচার বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। এর গাইডলাইম মেনে তারা ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থা থেকে লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই সংস্থার জাতীয় সম্পাদক ফরহাদ মল্লিক ভারতীয় জানান, এই সংস্থার স্বেচ্ছা সেবকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। তবে তারা তাতে ভীত নয়। তিনি আরো বলেন, ঋণ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে মহিলাদের দিয়ে খারাপ কাজ করানো হচ্ছে। তাই তাদের প্রতিবাদ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। রাজীব বাবু শেষে বলেন, প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ তাদের এই অভিযানে যুক্ত হয়েছে। এদের একটা বড়ো অংশ নোটবন্দি, জি এস টি, করোনা কালে সর্বস্বান্ত হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার ধনী মানুষদের ঋণমুক্ত করছেন। কিন্তু গরিবদের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না । এর বিরুদ্ধেই তাদের লড়াই। তারা সমস্ত সাংসদদের কাছ থেকে সাহায্য চাইলেও বেশিরভাগ সাংসদ এই বিষয়ে উদাসীন। তিনি বলেন, তাদের আন্দোলকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজনে আগামী লোকসভা নির্বাচনে জানতার ঋণমুক্তি প্রার্থী দাঁড় করাবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রুফ টপ সোলার প্যানেল দ্বারা ৬১১০ কে ডব্লিউ পি শক্তি উৎপাদন

মালিগাঁও, ১৯ জানুয়ারিঃ ভারতীয় রেলওয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে নেট শূন্য কার্বন নির্গমনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর নির্ভরতা কমানোর প্রয়াসে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোন জুড়ে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করে আরও বেশি করে সবুজ শক্তি উৎপন্ন করার পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬১১০.২৩৩ কে ডব্লিউ পি উৎপন্ন করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে রুফ টপ সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে, ৪৬.৮৩ লক্ষ ইউনিট সাশ্রয় হবে যা বার্ষিক প্রায় ৩.৭৪ কোটি টাকা শক্তি বিলের সম পরিমাণ। গো-গ্রিন মিশনের অধীনে, আসামের ৪৫ টি স্টেশন এবং অন্যান্য পরিষেবা ভবনগুলিতে ৪৫০৯ কে ডব্লিউ পি উৎপন্ন করা সোলার রুফ টপ প্যানেল লাগানো হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের ২৪টি স্টেশনে ৫৫৪.২০ কে ডব্লিউ পি উৎপন্ন করা সোলার রুফ টপ প্যানেল লাগানো হয়েছে বিহারের ১১টি স্টেশনে সোলার রুফ টপ প্যানেল লাগানো হয়েছে যা ৩৯০ কে ডব্লিউ পি উৎপাদন করে ত্রিপুরার ১৬টি স্টেশনে সোলার রুফ টপ প্যানেল লাগানো হয়েছে যা ৩৩৫ কে ডব্লিউ পি উৎপাদন করে নাগাল্যান্ডের ০২টি স্টেশন এবং মেঘালয়ের ০১টি স্টেশনে যথাক্রমে ১২০ কে ডব্লিউ পি এবং ১০ কে ডব্লিউ পি উৎপন্ন করা সোলার রুফ টপ প্যানেল লাগানো হয়েছে। এছাড়াও, আসাম, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের ৩৮৮টি লেভেল ক্রসিং গেটে ১৯২.০৩৩ কে ডব্লিউ পি সোলার রুফ টপ সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
বর্তমান আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে, শক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রে ১৮৭১ কে ডব্লিউ পি ক্ষমতার সোলার রুফ টপ সিস্টেম কমিশন করতে প্রস্তুত। এর মধ্যে রঙ্গিয়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্থানে ৮৯২ কে ডব্লিউ পি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালিগাঁও স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ ৩৮৪ কে ডব্লিউ পি রয়েছে। এর পাশাপাশি, ৪৯৫ কে ডব্লিউ পি এবং ১০০ কে ডব্লিউ পি যথাক্রমে লামডিং এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন এবং পরিষেবা ভবনগুলিতে চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার শক্তির প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য সৌর শক্তি ব্যবহার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা সমস্ত স্টেশনের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে এবং পরিবেশ বান্ধব হওয়া ছাড়াও রেলওয়ে এবং দেশের জন্য মূল্যবান ধনরাশি বাঁচাবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রচেষ্টায় অযোধ্যায় রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে চলেছ ঃ লকেট চট্টোপাধ্যায়

বাঁকুড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ আমরা স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ প্রচেষ্টায় অযোধ্যায় রামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে । এমনটাই মন্তব্য করেন বিজেপি নেত্রী তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার খাতড়ার রুক্মিনীতলা কালী মন্দির ও ওন্দার করালী মোড় সংলগ্ন কালী মন্দিরে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন এরাজ্যে তৃণমূলের সংহতি মিছিল নিয়ে প্রশ্ন করা হলে লকেট বলেন, লজ্জার কথা, রাম জ্বরে কাঁপছে সারা দেশ। তার প্রশ্ন, ১৪০ কোটি মানুষ যখন রামলালার অপেক্ষায়, ঠিক তখন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ওই দিনই সংহতি মিছিল করতে হবে! হিন্দু বিরোধী তুষ্টিকরণের রাজনীতি করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, রাম কারো একার নয়, রাম প্রত্যেকের। রামের পুজো ঘরে ঘরে হয়। রাম নামের মধ্য দিয়েই প্রত্যেককে যেতে হয়। ভয় পেয়েই এসব প্রচার করা হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন। এদিন তিনি দলীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে মিছিল করে খাতড়া রুক্মিনী তলায় পৌঁছান। একই ভাবে বিকেলে শোভাযাত্রা সহকারে ওন্দার করালী মোড়ের কালী মন্দিরে পৌঁছান । ঝাঁটা হাতে নিজে রুক্মিনী তলা, কালী মন্দির ও বজংবলি মন্দির পরিস্কার করেন। পরে ওই মন্দির পরিস্কারের কাজেও হাত লাগান তিনি।

মলদ্বীপ যাওয়া বাতিল করলেই পাবেন ছোলে ভাটুরে, কোথায় মিলছে এই অফার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মলদ্বীপ যাওয়া বাতিল করলেই ফ্রিতে পেয়ে যাবেন হাতে গরম ছোলে ভাটুরে। ভারতের সঙ্গে মলদ্বীপের সম্পর্ক বর্তমানে তলানিতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাক্ষাদ্বীপ সফরে যাওয়ার পরই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন মলদ্বীপের কয়েকজন মন্ত্রী। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করতে শুরু করে বয়কট মলদ্বীপ। এখন বয়কটের সঙ্গে মিলতে পারে মুখরোচক খাবারও। লাক্ষাদ্বীপ শুনলেই মনে পড়ে সুন্দর সাদা বিচ, নীল গভীর সমুদ্র, ক্রুজ ট্রিপ। তবে তার সঙ্গে যদি বিনামূল্যের ছোলে ভাটুরা মেলে তো ক্ষতি কী। আসলে উত্তরপ্রদেশের এক রেস্তোরাঁ দিচ্ছে এই অভিনব অফার। তারা বলেছে, যারা যারা মালদ্বীপ ট্রিপ বাতিল করে লাক্ষাদ্বীপ যাওয়ার জন্য টিকিট কেটেছেন তারা পেয়ে যাবেন এক প্লেট বিনাতাই আপনিও যদি নেক্সট ট্রিপ হিসেবে লাক্ষাদ্বীপ প্ল্যান করে থাকেন তাহলে আপনার জন্য আরও সুখবর। এই লাক্ষাদ্বীপ ট্রিপ আপনাকে দিতে পারে ছোলে ভাটুরে, তাও ফ্রিতে! ইতিমধ্যে একাধিক ট্রাভেল এজেন্সি জানিয়েছে, মলদ্বীপের টিকিট কাটা থাকলেও তা বাতিল করে দিচ্ছেন অনেক পর্যটক। এছাড়াও মালদ্বীপে যাওয়ার জন্য নতুন করে কোনও বুকিং করতেও রাজি হচ্ছে না অনেকে। অধিকাংশ মানুষের মুখে মুখে এখন ঘুরছে লাক্ষাদ্বীপের নাম। মনে রাখতে হবে, মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফরের ছবি দেখে মলদ্বীপের চিনপন্থী সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী নেটমাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি।

ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পালিত ৪৬তম ককবরক দিবস

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ১৯ জানুয়ারি ঃ ৪৬তম ককবরক দিবস পালিত হয় ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায়। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার সুদ্ধকরকরী স্বসহায়কদল হুকুমু বাদলের পক্ষ থেকে শুক্রবার এক বর্ণাঢ্য রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এই দিনের রেলিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায় সহ অন্যান্যরা। ককবরক ত্রিপুরার জনজাতি অংশের একটি জাতির মাতৃভাষা এবং ত্রিপুরা রাজের আদি ভাষা ককবরক। ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারীতে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করায় প্রতিবছর এই দিনে ককবরক দিবস পালিত হয়। জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য ককবরক ভাষাকে আগামীদিনে আরও শক্তিশালী করা হবে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জন্য সরকার শিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্তকিছু অগ্রাধিকারের ভিক্তিতে দেখছে। ককবরক ভাষা দিবসে একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। ত্রিপুরায় ৪৬ তম ককবরক ভাষা দিবস সাড়ম্বরে উদযাপিত হচ্ছে। শুক্রবার সকালেএই উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে তেলিয়ামুড়া সুদ্ধকরকরী এলাকায়। রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ সহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা।

অন্যদিকে, ককবরক দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ নেয় ধলাই জেলার অন্তর্গত গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসন। ওইদিন বেলা এগারোটা নাগাদ মহকুমার বিভিন্ন স্কুল এবং কলেজের ককবরকভাষী ছাত্রছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মহকুমার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মহকুমা শাসকের অফিস চত্বর থেকে একটি রেলী বের হয়ে গন্ডাছড়া মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টাউন হল -এ পৌঁছায়। টাউন হলএ অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। শুক্রবারের ওই ককবরক দিবসের রেলি এবং আলোচনা চক্র অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের ককবরকভাষী সমাজ সেবক ও সেবিকারা উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে বোনের স্মৃতিতে এখানকার ভাইরা ফুটন্ত ঘিয়ে হাত ডুবিয়ে তৈরি করেন পিঠে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ‘সাত ভাই চম্পা’র গল্প এ বিশ্বে বিরল নয়। দেশে দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রূপকথায় বর্ণিত হয়েছে সেই গল্প। কিন্তু বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের পাকুড়ডিহা গ্রামে আদিবাসীদের ‘সাত ভাই চম্পার’ গল্পটা একটু ভিন্ন।

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এই গ্রাম আপাদমস্তক জঙ্গলে ঘেরা। কয়েক শত বছর আগে গ্রামকে ঘিরে ছিল আরও ভয়ঙ্কর জঙ্গল। ভর্তি ছিল সাপে। সেই জঙ্গলের উপরেই নির্ভরশীল ছিল গ্রামের মানুষের জীবন জীবিকা। পুরুষেরা জঙ্গল থেকে পশু পাখি শিকার করে এবং ফলমূল, কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরলে পরিবারের সকলে মিলে তাই ভাগ করে খেতেন। কথিত আছে, আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে পাকুড়ডিহা গ্রামে সাত ভাই ও এক বোনের এক সংসার ছিল । সাত ভাই সকাল হলেই বের হতেন পশু শিকারে। দক্ষ শিকারী ভাইরা একদিন জঙ্গলে শিকারে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। একমাত্র বোনের বুঝতে দেরি হয়নি তাঁর ভাইরা বিপদে পড়েছেন। এরপর সেই বোন একাই জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেন। দেখেন বন্যপ্রাণীর আঘাতে গুরুতর আহত সাত ভাইকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। বোনের একক চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর সেবা-যত্নে ধীরে ধীরে নির্ঘাৎ মৃত্যু র মুখ থেকে ফিরে আসেন সাত ভাই। সেবার প্রতীক সেই আদিবাসী বোন তাঁর আত্মত্যাগের জন্য আদিবাসী সমাজে কার্যত ‘দেবী’ রূপে প্রতিষ্ঠা পান। পাকুড়ডিহা গ্রামে সেই বোনের স্মৃতিতেই শুরু হয় ‘সাত ভায়া মিট্রাং মেশ্রা মতান্তরে সাত ভাইয়া মিট্রাং বেহানা’ উৎসবের। শত শত বছর পরও আজও সেই বোনকে ভোলেনি পাকুড়ডিহা গ্রাম। আপামর বোনেদের মঙ্গলকামনায় গ্রামের পুরুষেরা একমাস ধরে কঠোর ব্রত পালন করেন। তারপর ৩ রা মাঘ এলেই সকলে মিলে জড়ো হন গ্রামের প্রান্তের একটি মাঠে। সেখানে রীতি মেনে বিভিন্ন পুজো অর্চনার পাশাপাশি মাটির খোলায় ফুটন্ত ঘিয়ের মধ্যে হাত ডুবিয়ে গুড় পিঠে ভেজে তা প্রসাদ হিসাবে নিবেদন করেন পুরুষরা।তাঁরা যখন এই কৃচ্ছ্রসাধন করেন তখন গ্রামের মহিলারা ধামসা মাদলের তালে তালে অভিবাদন জানাতে থাকেন পুরুষ ব্রতীদের। প্রসঙ্গত, এ সমাজে নারী নির্যাতনের সংখ্যা প্রতিদিন নতুন রেকর্ড গড়ছে তখন প্রত্যন্ত পাকুড়ডিহা গ্রামের আদিবাসীদের সাত ভায়া মিট্রাং মেশ্রা নিসন্দেহে নতুন করে ভাবতে শেখায় আধুনিক সমাজকে।

Name Change
I Dilip Roy S/o Sri Biswanath Roy, Residing at 16, Rani Rashmoni Road, Dharamtala, Kolkata-700013, West Begal. Declares through Affidavit from 1st class Judicial Magistrate Alipore Court vide dated 11-01-2023. Which is wrongly Recorded as Dilip Rai in place of Dilip Roy in my Son School Certificate. That I Dilip Rai and Dilip Roy is one and same Identical Person.

Name Change
I, Previously Called FARIDA HUSSAIN (old name) w/o, ZUJER SHAKIR HUSSAIN. R/o 32, Chandni Chowk Street 3RD FLOOR, KOLKATA -700072,W.B. I.Have Changed My Name as FARIDA ZUJER HUSSAIN. So That FARIDA HUSSAIN and FARIDA ZUJER HUSSAIN both are same and one indentical person, Not a different persons, By The Judicial Magistrate 1st class Alipore at Kolkata on -17/01/2024

Name Change
I, Previously Called JAYSIM UDDIN (old name) s/o. Nasir Uddin R/o, 36 Linton Street Entally Kolkata - 700014. P.S-Beniapukur.I,Have Changed My Name as MD.JAYSIM UDDIN So That JAYSIM UDDIN and MD.JAYSIM UDDIN both are same and one indentical person.Not a different persons, By the Notary public Affidavit Kolkata on - 17/01/2024.

Name Change
I Tulika Majumder w/o Santanu Basak D/0 Gopendra Narayan Majumdar. Residing at 89 Agameswaripara Road, Ward No-02, Nabadwip municipality P.O+ P.S-Nabadwip, Dist-Nadia-pin-741302 That said Tulika Majumder w/o Santanu Basak and Tulika Majumder D/O Gopendra Narayan Majumdar and Tulika Majumdar Basak are the Same and one Identical Person vide Affidavit In the court of The Judicial magistrate (1st class) AT Nabadwip Nadia, Date - 04/12/2023

Name Change
I, Basiran Moh Nesa W/o Sk Abdul Ohid R/o Vill- Damodarchak, P.O.+ P.S. - Keshpur, Dist. Paschim Medinipur, Pin- 721150, W.B, India shall henceforth be known as Basiran Nesa Bibi. I declare that Basiran Nesa Bibi and Basiran Moh Nesa is same and one identical person by virtue of an affidavit dlsworn before the Notary Public, Kolkata on 19-01-2024.

Name Change
I, Sharada DeviD/o Doodhanath-Tadmali R/o 105, Krishna Kunj Building Virar Road, Om Nagar Vasal Thane, Maharashtra-401209 shall henceforth be known as Sharda Shankar Tadmali. I declare that Sharda Shankar Tadmaliand Sharada Deviis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-01-2024.

Name Change
I, Shankar RamS/o GangaramTadmali R/o 105, Krishna Kunj Building Virar Road, Om Nagar Vasal Thane, Maharashtra-401209 shall henceforth be known as Shankar GangaramTadmali. I declare that Shankar GangaramTadmaliand Shankar Ramis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-01-2024.

Name Change
I, (Old Name) NUR ALI S/o- JAMSED DEWAN, Residing at Vill- Burwan, Post-Burwan, Ps - Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742132, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUR ALI To NUR ALAM DEWAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR ALAM DEWAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, NUR ALAM DEWAN and NUR ALI both are Same and one identical person.

Name Change
I, MdNazmusSayadat Khan S/o MdAkkashUddin Khan R/o 30, Ali Muddin Street, P.O.- Park Street, P.S.- Taltala, Kolkata-700016, West Bengal, India shall henceforth be known as NazmusSayadat Khan. I declare that NazmusSayadat Khan and MdNazmusSayadat Khanis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-01-2024.

Name Change
I, Radheshysm Roy S/o Debendra Roy R/o Gazipur Station Bazar (Uttar Paschim), P.O.-Agradwip, P.S.- Katwa, PurbaBardhaman, Pin-713502, W.B, India shall henceforth be known as Radheshyam Roy. I declare that Radheshyam Royand Radheshysm Royis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 19-01-2024.

Name Change
I, MD IMRAN(old name) S/O NISAR AHAMAD resident of 28, C.G.R. Road, Kolkata-700023, WB and permanent resident of Ijrahata, Dabhanga, Lahatta, Bihar-847423, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MOHAMMAD IBRAN, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipur on 10/01/2024. MD IMRAN and MOHAMMAD IBRAN all are same and identical person.

Name Change
I, Md Jawed Ansari, S/o Md Jamshed, residing at 32/2 Ganga Ram Bairagi Lane, P.O+P.S. & District – Howrah – 711101 declare that in my School Certificate being unique No. 7296856 my father’s name has been wrongly recorded as Md. Jamshed Ansari instead of his actual name Md Jamshed as mentioned in my Aadhar Card. That Md Jamshed and Md Jamshed Ansari is the same and one identical person i.e., my father vide affidavit dated 19.01.24 before the court of the Judicial Magistrate 1st Class at Howrah.

Name Change
I, (Old Name) HAFIJUL KHAN S/o-GOLAM HOSSAIN KHAN, Residing at Vill- Begundihi, Post- Debaipur, Ps - Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAFIJUL KHAN To HAPIJUL KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAPIJUL KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 04/01/2024, HAPIJUL KHAN and HAFIJUL KHAN both are Same and one identical person.

পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিতে রেল অবরোধ ময়নাগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ আলাদা রাজ্য ও কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহ র সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে কেপিপি ইউনাইটেড এবং ছাত্র সংগঠন আকসুর ডাকে সকাল ৭ টা থেকে ১২ ঘন্টার রেল রোকো কর্মসূচি। ময়নাগুড়ি বেতগারা স্টেশন সংলগ্ন এলাকার রেললাইনে রেল রোকো কর্মসূচি কামতাপুর আন্দোলনকারীদের।প্রায় ৩ ঘন্টা অবরোধ চলার পর রেল রেল আধিকারিকের আশ্বাসে উঠল অবরোধ। আলাদা রাজ্য ও কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহ র সঙ্গে শান্তি চুক্তির দাবিতে কেপিপি ইউনাইটেড এবং ছাত্র সংগঠন আকসুর সদস্যরা রেললাইনে বসে বিক্ষোভ দেখায়, চলে স্লোগান। অবরোধের জেরে বন্দে ভারত সহ একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্টেশনে। আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের আধিকারিক বিনোদ ভাদেরিয়ার আশ্বাসে সকাল ১০ টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।আন্দোলনকারী নেতৃত্ব কৌশিক বর্মন জানান,আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাদের দাবি না মানা হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাটবে তাদের সংগঠন। অন্যদিকে পৃথক কামতাপুর রাজ্য, কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতি এবং জীবন সিংহর সঙ্গে শান্তি চুক্তি দ্রুত শেষ করার দাবিতে সরব অল কামতাপুর স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আকসু)। এই সংগঠনের ডাকে শুক্রবার সকাল থেকে ১২ ঘন্টার রেল রোকো কর্মসূচি শুরু হয় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি বেতগারা সংলগ্ন নুনিয়াবাড়ি এলাকায়। ভোর থেকেই বেতগারা স্টেশনের কাছে রেললাইনে জমায়েত করেন কেপিপি ও আকসু সমর্থকরা। এরপরেই রেললাইনের ওপর বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এই অবরোধের জেরে বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পড়ে বিভিন্ন ট্রেন। চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন রেল যাত্রীরা।

মালদায় পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে প্রথম সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ জানুয়ারি ঃ এই প্রথম মালদার বামনগোলার পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে। পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালুর সবুজ সংকেত দিয়েছেন রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া প্রায় শেষ হয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রথম মালদা জেলাতে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়েছে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে খুশি সাঁওতালি সম্প্রদায়ের ছাত্র ছাত্রীরা। মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ব্লক বলতে,হবিবপুর,বামনগোলা,গাজোল। আদিবাসী যুবক যুবতীরা দীর্ঘদিন ধরে সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠন এবং ওই ভাষার অনার্স কোর্স চালু করার দাবি তুলেছেন। পড়ুয়াদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে কিছুদিন আগে পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে কর্তৃপক্ষ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের কাছে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু করার প্রস্তাব দেয় সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুজন ঘোষ বলেন, এই কলেজটি আদিবাসী অধ্যুষিত হওয়ায় অনেকদিন ধরে এলাকার মানুষ কলেজে সাঁওতালি ভাষা অনার্স কোর্স চালুর দাবি করে আসছিলেন। আমরারাজ্য সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরে আবেদন

জানিয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রী সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সাঁওতালি ভাষা অনার্স চালু করার সবুজ সংকেত দেয়। এই বছর থেকে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু হয়ে যাবে বর্তমানে কোন সাঁওতালি ভাষার শিক্ষক নিয়োগ হয়নি বলেই এখন পর্যন্ত পঠন পাঠন চালু হয়নি খুব শীঘ্রই আমরা এই ব্যবস্থা নেব সিট সংখ্যা মাত্র ৩০ টি রয়েছে তার মধ্যে ২৮ জন ভর্তি হয়েছে।কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকাই পঠন-পাঠন চালু হয়নি। এ বিষয়ে ছাত্র অমল হেমরম, বিষম সরেন, জানিয়েছে -এই প্রথম পাকুয়াহাট ডিগ্রী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স কোর্স চালু হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি আমরা কিন্তু ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেও এখনো শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে পঠন-পাঠন চালু হয়নি। এই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিছুটা মুখ ভার হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে-- কলেজ কর্তৃপক্ষক জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই পঠন-পাঠন চালু হবে শিক্ষক না থাকায় এখনো চালু হয়নি।

শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেসে টিকিটের চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৯ জানুয়ারীঃ মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বালুরঘাট অঞ্চলের মানুষের সুবিধার জন্য শিয়ালদহ-বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনটির শুভারম্ভ করেছিলেন। এই ট্রেনের শুভ সূচনার পরেই এই অঞ্চলের মানুষের থেকে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। ফলস্বরূপ, ২০ শে জানুয়ারি থেকে ৩০ শে জানুয়ারি পর্যন্ত থার্ড এসি এবং সেকেন্ড এসির বার্থের জন্য প্রচুর ওয়েটিং লিস্ট দেখা যাচ্ছে। এই ট্রেনটিতে স্লিপার বার্থ এর সংখ্যাও ৩২০ টি। তা সত্ত্বেও স্লিপার বার্থের জন্য প্রচুর ওয়েটিং লিস্ট দেখা যাচ্ছে। এছাড়া ফাস্ট এসির বার্থ এর ক্ষেত্রেও চাহিদা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই ট্রেনটি প্রথম থেকেই এল এইচ বি রেক দ্বারা পরিচালিত করা হয়। ফলস্বরূপ, মানুষ আনেক বেশি আরামদায়ক ভ্রমণ অনুভব করেন। তাই উত্তরোত্তর এই ট্রেনটির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। যাত্রীদের কাছ থেকে এমন অভাবনীয় সাড়া পেয়ে পূর্ব রেল অভিভূত।

বিক্রয়োত্তর পরিষেবার সর্বোচ্চ মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে

কৃষ্ণনগর, ১৯ জানুয়ারী ঃপশ্চিমবঙ্গে এর পরিধি প্রসারিত করার লক্ষ্যে, সুজুকি মোটরসাইকেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এসএমআইপিএল), সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের টু-হুইলার সহায়ক সংস্থা, আজ পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে নতুন ডিলারশিপ-এমএস সুজুকি উদ্বোধন করেছে। আলপাডা মোড়, ভাতজংলা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, এমএস সুজুকি শহরের গ্রাহকদের একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডিলারশিপটি বিক্রয়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলার জন্য নিবেদিত এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবার সর্বোচ্চ মান সরবরাহ করার জন্য পরিকাঠামোতে সজ্জিত। সুজুকি পরিবারের নতুন বিসনেস পার্টনার কে স্বাগত জানিয়ে, মিস্টার মিসুমোটো ওয়াটাবে, অপারেশন ম্যানেজার, বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর, সুজুকি মোটরসাইকেল ইন্ডিয়া, বলেছে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে আমাদের নতুন ডিলারশিপের উদ্বোধন, শুধুমাত্র শহরের আমাদের গ্রাহকদের কাছাকাছি আসার জন্য নয়, সুজুকির গ্রাহক অভিজ্ঞতার উচ্চ মানের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করে। ব্র্যান্ড সুজুকিতে আস্থা রাখার জন্য আমরা আমাদের নতুন ডিলারশিপ, মেসার্স এজেন্সি এলএলপি-এর প্রবর্তকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশব্যাপী ডিলারশিপের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি অবিচল রয়েছে, যাতে গ্রাহকদের মানসম্পন্ন অফারগুলিতে অ্যাক্সেস।

আমবাড়িতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ৪২ এ ৪২ পাবে তৃণমূল কংগ্রেস, আমবাড়িতে সংঘবদ্ধ শপথ কর্মীসভা থেকে একথা বললেন তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।শুক্রবার জলপাইগুড়ি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজগঞ্জের আমবাড়িতে তার ঘেরামাঠে সংঘবদ্ধ শপথ কর্মীসভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য,জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ, জেলার সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, অনগ্রসর কল্যান দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ধুপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।এই সভা থেকে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে ৪২ এ ৪২ আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস।কারন মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। বাংলার মেয়েরা বলে দিয়েছে তারা নিজের মেয়েকেই চায়। বাংলার ৪২ টি আসনেই আমরা শুধু মেয়েদের ভোটেই জয়ী হব।ছেলেরা তো আছেই সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ভুটান সীমান্তবর্তী মাকড়াপাড়া থেকে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার অন্তর্গত ভারত ভুটান সীমান্তের মাকরাপাড়া থেকে উদ্ধার হয় একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, স্থানীয় ভাষায় যাকে খাদ্যা বলে। এর সঙ্গে বেশ কিছু গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় সোনম লামা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ওই অস্ত্রটি কারা তৈরি করল এবং কি কারণে তৈরি করল এই বিষয়ে তদন্তে নেমেছে বীরপাড়া থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাসের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ওই অস্ত্র উদ্ধার এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার অভিযুক্তকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেবার আবেদন জানাবে পুলিশ।

রোটারি ক্লাব অফ বেলুড়-নারায়ণা হাসপাতাল 'ক্যান্সার সচেতনতা ও প্রতিরোধ' প্রকল্প চালু

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারী ঃ সম্প্রতি জানুয়ারি মাসকে গ্লোবাল সার্ভিকাল ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। হাওড়ার নারায়ণা হাসপাতালের সহযোগিতায় রোটারি ক্লাব অফ বেলুড়, গর্বের সাথে 'সারভিকাল ক্যান্সার সচেতনতা ও প্রতিরোধ' প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য সার্ভিকাল ক্যান্সারের প্রতিরোধযোগ্য এবং নিরাময়যোগ্য প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা, বিশেষ করে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশগুলিতে যেখানে এটি মহিলাদের জন্য একটি ভালো স্বাস্থ্য এখনো এক প্রকারের বোঝা হয়ে রয়েছে। রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর গভর্নর হীরালাল যাদব রোটারি ক্লাব অফ বেলুড় এবং এর অংশীদার ক্লাবগুলিকে নতুন বছরের শুরুতে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগের সাক্ষী হতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পের লক্ষ্য আমাদের সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে ক্যান্সারের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা। মিঃ যাদব সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেন, রোটারি জনস্বাস্থ্যের উপর ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে অংশীদারিত্বের রূপান্তরকারী শক্তিকে স্বীকার করে। এই নীতির সাথে সারিবদ্ধভাবে, রোটারি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচারণার জন্য নারায়ণা হাসপাতালে, হাওড়ার সাথে যোগ দিয়েছে। সার্ভিকাল ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করতে। মিঃ যাদব স্পষ্টভাবে বলেন, আমরা একসাথে শিক্ষা, প্রতিরোধ, এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের সুবিধার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত। এই যৌথ প্রয়াসটি সম্মিলিত কর্মের মাধ্যমে একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য রোটারির প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে এবং গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলায় সহযোগিতামূলক উদ্যোগের তাৎপর্যকে বোঝায়।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটি গঠন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা,১৯ জানুয়ারি ঃ ভার্চুয়ালি মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে শতবর্ষের সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটি-২০২৪, গঠন করা হলো। এই কমিটিতে তপেশ বসুকে সভাপতি এবং আদিত্য নারায়ন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সংগঠনকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করতে বছরের দু তিন মাস অন্তর জেলার বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করা হবে। সাথে সাথে বিভিন্ন কর্মসূচিও গ্রহণ করা হবে। সংযোগ বাড়াতে প্রত্যেক সদস্যকে রাজ্য কমিটির অফিসে যোগাযোগ রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিনিধিরা ভার্চুয়ালি মতামত বিনিময় .এর মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় .অংশগ্রহণ করেন।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হল ওয়ার্ড উৎসব মৈত্রী ২০২৪

দুরন্ত বার্তা, ১৯ জানুয়ারি ঃ ওয়ার্ডের নাগরিকদের মধ্যে ঐক্য সম্প্রতি বজায় .রাখতে পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছিল ওয়ার্ড উৎসব। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসবে সকলেই যোগদান করে উসবকে সাফল্য মন্ডিত করে আসছে বিগত কয়েক বছর ধরে। এবারও পুরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে ওয়ার্ড উৎসব ২০২৪। বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন নামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুক্রবার পুরসভা ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের শুরু হয় ওয়ার্ড উৎসব মৈত্রী ২০২৪।

এদিনের এই উৎসবের সূচনা করেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। উপস্থিত ছিলেন এমআইসি মানিক দে,২১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কুন্তল রায়, ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিক্তা দে বসু রায়, সহ অন্যান্য। ওয়ার্ডের উৎসবে সূচনা হয় বর্নাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। ওয়ার্ডের কচিকাচারা বিভিন্ন সাজ সেজে এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

স্পট ভিজিট এলো রাহুল গান্ধীর ৫ সদস্যের টিম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ ভারত জোড়ো যাত্রার পর এবার ভারত জোরো ন্যায় যাত্রা করতে পথে নেমেছেন রাহুল গান্ধী। ইতিমধ্যে মনিপুর থেকে যাত্রা শুরু হয়েছে। সেই পদযাত্রা নাগাল্যান্ড, আসাম হয়ে আগামী ২৫ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে প্রবেশ করবে। এরপর পদযাত্রা করতে করতে আগামী ২৬ শে জানুয়ারি দুপুরে জলপাইগুড়ি শহরে পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজ সেরে ফের পদযাত্রা করতে করতে শিলিগুড়ি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাহুল গান্ধীর। আর সেই উপলক্ষে কোন পথ ধরে রাহুল গান্ধী বেশি সংখ্যক মানুষের সাথে জনসংযোগ করতে পারবেন তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে আসেন টিম রাহুল গান্ধীর সদস্যরা। এদিন তারা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত সহ আরও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সাথে নিয়ে স্পট ভিজিট করেন। জানা গেছে টিমের সদস্যরা জলপাইগুড়ি শহরের পোস্ট অফিস মোড়,কদমতলা, গান্ধী মোড়, শিরিশ তলা ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। সেই যায়গায় ছবি ভিডিও ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। জানা গেছে রাহুল গান্ধী জলপাইগুড়ি এবিপিসি ময়দানে মধ্যাহ্নভোজ সারবার কথা রয়েছে বলে আপাতত জানা যায়।

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ-ইস্ট
১ শেকসপিয়ার সরণী, ৪ তলা কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন নং-০৩৩ ৬৬২৭ ২০৪৭

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট,২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট)রুলস,২০০২ এর সাথে পড়া হয়েছে।

যেখানে, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিগুলির ৩ নম্বর ধারার সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ২০০২ ১৪.১০.২০১৯ তারিখে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতা / বন্ধক /জামিনদারদেরকে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত সুদের পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পদগুলি **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** ।(সিকিওর ক্রেডিটর) এর কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে, যার **ভৌত দখল** অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন। **১৭,৩৯,৯২,৬৩৫.৩৯ টাকা** (টাকা সতেরো কোটি উনত্রিশ লাখ বিরানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা উনচল্লিশ পয়সা) পুনরুদ্ধারের জন্য **২৭.০২.২০২৪** তারিখে **যেমন আছে, যেমন আছে, যেমন আছে, এবং যা আছে** বিক্রি হবে ১৪.১০.২০১৯ তারিখে (এই পরিমাণে ৩১.০৩.২০১৯ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) ডব্লুইএফ ০১.০৪.২০১৯ থেকে প্রযোজ্য হারে আরও সুদের সাথে, ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে পরিশোধ করা হলে **মেসার্স অ্যাওরুন ফার্নিশিং ম্যান-ট্রা-লিমিটেডের**। নিবন্ধিত ঠিকানা রয়েছে ৭বিসি, তিলজলা রোড, ২য় তলা, কলকাতা - ৭০০ ০৪৬ এবং এছাড়াও এখানে নিবন্ধিত ঠিকানা রয়েছে এএইচ ৫১, কৃষ্ণপুর রোড, গণপতি পার্ক, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট নং ৪এইচ, কলকাতা - ৭০০ ১০২ এবং গ্যারান্টর(গুলি) / আমি বন্ধক (গুলি)(১) **মিঃ অরবিন্দ ভবসিংকা** (২) **মিসেস সঙ্গীতা ভবসিংকা**। সমস্ত এখানে মেট্রো হাইটস, ১৪ তম তলা, ফ্ল্যাট ১৪ বি, ১১৪, ড. লাল মোহন ভট্টাচার্য রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৪।

(কোটি টাকায়)

সিকিউরিটি	রিজার্ভ প্রাইস	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) এর বিবরণ
১. লিজহোল্ড সম্পত্তি (লেসার-ডব্লুবি।ডিসি ইজারা দাতা এম।এস অ্যাওরুন ফার্নিশিং ম্যান-ট্রা-লিমিটেড) হচ্ছে ডি৪০১ নং মডিউল যার পরিমাপ প্রায় ৫৬০৮.৬৮ বর্গফুট। কমবেশি এসডিএফ ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত, ব্লকডি, প্রধান গার্মেন্ট পার্কডি ৩ এবং ডি৪ নম্বর বিশিষ্ট কার পার্কিং স্পেস সহ এবং ২৩ বিঘা, ১১ ভূমি পরিমাপের উপর নির্মিত সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক ও অবিভক্ত অংশের সাথে একত্রে কাটা ৬ ছটাক ৪৪ স্কোয়ারফুট কমবেশি মিথ্যা বলা এবং কমবেশি একই হতে পারে প্রিমাইজ নং ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, ওয়ার্ড নং ৫৭, বরো নং VII, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পুলিশ স্টেশন-ময়দান, (আগে পিএস তিলজলা, কলকাতা-৭০০ ০১৫ এবং **এটি নিম্নরূপ** উত্তর পাগলাডাঙ্গা রোড দ্বারা দক্ষিণ খালের দ্বারা পূর্ব আংশিক চামড়া প্রযুক্তি কলেজ এবং আংশিক পাগলা ডাঙ্গা রোড দ্বারা পশ্চিম প্রাঙ্গণ নং ৮ পাগলা ডাঙ্গা দ্বারা। **দায়বদ্ধতাঃ** কেউই জানে না।	**টাকা ২.৪৭ কোটি** (টাকা দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ মাত্র)	**টাকা ০.২৪৭ কোটি** (চব্বিশ লাখ সত্তর হাজার মাত্র)
২. লিজহোল্ড সম্পত্তি (সাব লেজারঃ ডাব্লুবিআইডিসি হস্তান্তরকারী সাব ইজারাদাতাঃমেসার্স আওরুন ফার্নিশিংস ম্যান-ট্রা প্রাইভেট লিমিটেড) হচ্ছে মডিউল বিয়ারিং নং ক্ত৩০৩ যার পরিমাপ প্রায় ৩০৬ বর্গমিটার। বা ৩২৯২ বর্গফুট কমবেশি এসডিএফ ভবনের দ্বিতীয় তলায় ১টি গাড়ি পার্কিং সহ, প্যারিধান গামেন্ট পার্কের ব্লক-সি ২৬ বিঘা,১১টি কাটা,০৬টি ছটাক, ৪৪টি জমির উপর নির্মিত সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক এবং অবিভক্ত অংশের সাথে। বর্গফুট. কমবেশি মিথ্যা বলা এবং কমবেশি একই হওয়া প্রিমাইজ নং ১৯ ক্যানাল সাউথ রোড, ওয়ার্ড নং ৫৭, বরো নং. VIII, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পি.এস. - প্রগতি ময়দান (পূর্বে গুঙ্ক - তিলজলা) কলকাতা - ৭০০ ০১৫ এবং এটি নিম্নরূপঃ উত্তরঃ পাগলাডাঙ্গা রোড দ্বারা দক্ষিণঃ খাল দ্বারা পূর্বঃআংশিক লেদার টেকনোলজি কলেজ এবং আংশিক পাগলা ডাঙ্গা রোড দ্বারা পশ্চিমঃ প্রিমাইজ নং ৮ পাগলা ডাঙ্গা দ্বারা। দায়বদ্ধতাঃ ব্যাংকের কাছে কেউই জানে না।	**টাকা ১.৪৫ কোটি** (এক কোটি এবং পঁয়তাল্লিশ লাখ কেবল)	**টাকা ০.১৪৫ কোটি** (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কেবল)

-: ই-নিলাম বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী :-

১. সুরক্ষিত সম্পদগুলি ই-নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্সের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (নিলাম টাইগার) যারা অনলাইন ই-নিলাম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তাকে সহায়তা করছে।
২. উপরের সুরক্ষিত সম্পদগুলি যেমন আছে, যেমন আছে, যা আছে এবং কোনও আশ্রয় নেই শর্তে বিক্রি করা হবে।
৩. নিলাম বিক্রয় নিলাম শুধুমাত্র অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে https:axisbank.auctiontiger.net ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৭.০২.২০২৪ তারিখে ১১.৩০ এমএ এর মধ্যে হবে। থেকে ১২.৩০ পিএম শেষ ৫ মিনিটে বিড স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
৪. ইএমডি অথরাইজড অফিসার, **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর অনুকূলে টানা ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে জমা দিতে হবে, সমানভাবে প্রদেয়। ইএমডি পরিমাণ সহ বিড আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল ২৬.০২.২০২৪ বিকাল ৩,০০ পিএম ডিমান্ড ড্রাফ্টের (ইএমডি) পিছনে দরদাতার পুরো নাম, ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর এবং ই-মেইল আইডি উল্লেখ করতে হবে।
৫. বিড আবেদনপত্রটি আগ্রহী দরদাতার বিশদ সহ একটি সাধারণ কাগজে জমা দেওয়া যেতে পারে (কেওয়াইসি নথি যেমন ফটো আইডি প্রমাণ, প্যান কার্ড, ঠিকানা প্রমাণ, ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর) একটি সিল করা খামে এবং **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এ ইএমডি, স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ-ইস্ট, ৪র্থ তলা, এসি মার্কেট বিল্ডিং, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭১।
৬. উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নিলাম শুরু হবে না। দরদাতাদের তাদের অফারগুলিকে একাধিক টাকার মধ্যে উন্নত করার অনুমতি দেওয়া হবে। ১০,০০০১,
৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের একটি বৈধ ই-মেইল আইডি ধারণ করতে হবে এবং **https:axisbank.auctiontiger.net** পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং মেসাস্ থেকে বিনামূল্যে তাদের ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড। এর পরে তারা ২৭.০২.২০২৪ তারিখে নির্ধারিত অনলাইন ই-নিলামে অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতারা মেসার্স থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে। ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (নিলাম টাইগার)।যোগাযোগ ব্যক্তি মিঃ রাম শর্মা, মোবাইল: ০৭৯-৬৮১৩৬৮৮০৯২৬৫৫৬২৮১৮২১ বা ৯৯৭৮৫ ৯১৮৮৮, ইমেল আইডি: rampprasadauctiontiger.net, supportauctiontiger.net.
৯. সর্বোচ্চসফল দরদাতার ক্ষেত্রে ইএমডি পরিমাণ সমন্বয় করা হবে এবং অবশিষ্ট দরদাতাদের ইএমডি পরিমাণ দর আবেদনে উল্লেখিত ঠিকানায় (বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার ২ কার্যদিবসের মধ্যে) অসফল দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে বা তারা সংগ্রহ করতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে **Axis Bank Ltd, SAG (East), 4th Floor, AC Market Building, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071** পরিদর্শন করে। ইএমডি সুদ বহন করবে না।
১০.আগ্রহী পক্ষগুলি ০৩৩ ৬৬২৭ ২০৪৭ ১ ৮১০০৯ ১৫৪২৩ নম্বরে স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেটস গ্রুপ (ইস্ট) অফিসে যোগাযোগ করে সাইটে সম্পদগুলি পরিদর্শন করতে পারে।
১১.সর্বোচ্চ সফল দরদাতা অনুমোদিত অফিসার দ্বারা সর্বোচ্চ দর গ্রহণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইএমডি সমন্বয় করার পরে বিক্রয় মূল্যের ২৫ জমা করতে হবে এতে ব্যর্থ হলে বায়না অর্থের আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তির ক্রয়কারী হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি সে বিড করার জন্য আইনত যোগ্য হয়। বিক্রয়মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ সফল দরদাতা কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে অথবা অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদান করতে হবে।
১২.সফল দরদাতার ব্যালেন্সের পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, দরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত সম্পূর্ণ জমার পরিমাণ কোনো নোটিশ ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করা হবে যদি না সিকিউরড ক্রেডিটর (ব্যাংক) লিখিতভাবে সময় বাড়ানো হয় এবং সম্পদগুলি পুনরায় বিক্রি করা হবে। অথরাইজড অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের আকারে পেমেন্ট করতে হবে, সমানভাবে প্রদেয়।
১৩.যদি সফল দরদাতা নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে ইএমডির পরিমাণ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করার জন্য দায়ী থাকবে।
১৪.বিক্রয়ের অধীনে থাকা সম্পত্তির ব্যাপারে সরকার বা কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়, সম্পত্তি কর বা অন্য কোনো পাওনার জন্য ব্যাংক দায়ীদায়বদ্ধ থাকবে না। উল্লিখিত অস্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদঅস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো অনুমতিলাইসেন্স ইত্যাদি সংগ্রহ করার কোনো দায়িত্ব ব্যাংক গ্রহণ করে না।
১৫.**অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** তাদের সর্বোচ্চ এবংঅথবা সমস্ত অফারগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে নিলাম স্থগিত স্থগিত করার এবং পূর্বে ছাড়াই বিক্রয়ের যেকোন বা সমস্ত শর্তাবলী পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে নোটিশ।
১৬.সর্বোচ্চ দর গ্রহণ ব্যাংকের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে। SARFAESI বিধি, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত যে কোনো পদ্ধতিতে সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারও ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে।
১৭.সফল দরদাতাকে পরিবহনের জন্য প্রদেয় চার্জ ফি ট্যাক্স বহন করতে হবে যেমন ডিএসটি, স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন ফি, অন্যান্য কর, আনুষঙ্গিক খরচ ইত্যাদি আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য। সফল দরদাতা সমস্ত সংবিধিবদ্ধ বকেয়া, যদি থাকে তবে বহন করবেন।
১৮.এই নোটিশের কোন কিছুই উপরোক্ত প্রোটি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না।
১৯.টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং তাদের সন্তুষ্ট করা দরপত্রদাতাদের দায়িত্ব।
২০.বিক্রয়ের শংসাপত্রটি সম্পূর্ণ বিডের পরিমাণ এবং অন্যান্য চার্জ, যদি জিএসটিটিডিএস সহ, যেখানে প্রযোজ্য হয়, পেমেন্ট করার পরেই বিতরণ করা হবে।
২১.বিশেষ নির্দেশাবলী এবং সতর্কতা
শেষ মিনিটসেকেন্ডে বিডিং দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থে এড়িয়ে চলতে হবে। **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক** বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই এই ধরনের ক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটিব্যর্থতার (ইনটেমেট ব্যর্থতা, পাওয়ার ব্যর্থতা ইত্যাদি) জন্য দায়ী থাকবে না। এই ধরনের আনুষঙ্গিক পরিস্থিতি এড়াতে দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাঅলমেটিভ যেমন ব্যাক-আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং অন্য যা কিছু প্রয়োজন যাতে তারা এই ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে সক্ষম হয় এবং নিলামে সফলভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
২২. **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর ওয়েবসাইটে www.axisbank.com/auction-notices লিঙ্কে বিশদ শর্তাবলী সহ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উপলব্ধ করা হয়েছে।

তারিখঃ ২০.০১.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কোচবিহারে মোবাইল উদ্ধার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ জানুয়ারি ঃ ফের বড়সড় সাফল্য পেল কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ, শুক্রবার দুপুর ১২ টা নাগাদ কোচবিহার আরক্ষা ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন পুলিশ সুপার। গতকাল রাতে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার অন্তর্গত বড় রং রস এলাকার সঞ্জয় দাস নামে এক যুবককে আটক করে পুলিশ এরপর তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে ২৩ টি ল্যাপটপ সহ ছয়টি ট্যাবলেট ১০ টি মোবাইল ফোন) সামগ্রী উদ্ধার হয়।

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩১-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ১৬-০১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-৩১-২০২৩-২৪। **কাজের নাম ঃ** (ক) সরভোগে ২১.৬/৩০.২৪ এমভিএ ট্রান্সফরমারের কনজারভেটর ট্যাঙ্কে এমওএলজি সরঞ্জাম পরীক্ষা/মেরামত করা। (খ) নিউ বঙাইগাঁও টিএসএস-এ এয়ারসেলের চার্জিং এবং তার পরিদর্শনের জন্য তদারকি। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১৪,৭৭,৬০০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২৯,৬০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Roads Mechanical), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/ASPH/PB/BN-05/2023-24 (1st Call)
Name of work : **Improvement of bye lanes with kerb and Flat Channel, Raising Bed and allied Civil Works at Canal South Road (Basundhara) from Premises No.95/A-2 to 95/B-4 and 95/C-1 to 95/C-4 in Ward No.57, Br.-VII, under Roads Mechanical Department.** Estimated Amount (Incl. GST, Contingency & CESS) : **Rs.4,93,847.49.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **25 Days.**

2. NIT No. : KMC/ASPH/PB/SJ.M-09/23-24 (1st Call)
Name of work : **Engagement of labour for restoration work of different roads under different Boroughs at Kolkata Region by laying Hot Mix under Road Mechancial Department.** Estimated Amount (Incl. GST, Contingency & CESS) : **Rs.3,65,695.75.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **35 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **02.02.2024 at 12.30 p.m.(for Sl.No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposal : **05.02.2024 after 12.30 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024 after 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/VIII/83/01/23-24/255 (2nd Call)
Name of work : **Renovation of bustee sanitary latrines at surrounding area Kalighat Road in Ward No.83, Br-VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,90,395.74.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IV/26/23-24/316 (1st Call)
Name of work : **Renovation of bustee sanitary latrine and Bathroom at 7 Maniktola Lane and others slum area in Ward No.26, Br.-IV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,66,939.46.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **90 Days.**

3. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/75/23-24/317 (1st Call)
Name of work : **Development of bustee I.P. passage at 2/6 D-2/6M Nitya Ghosh Street in Ward No.75, Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,41,887.90.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

4. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/75/23-24/318 (1st Call)
Name of work : **Development of bustee I.P. passage at 19 to 23 Kabitirtha Sarani in Ward No.75, Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,18,119.50.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

5. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/76/23-24/319 (1st Call)
Name of work : **Development of bustee passages at 45 Nazir Lane its surrounding area in Ward No.76, Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,58,073.50.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **15 Days (for Sl.No. 3 to 5).**

6. NIT No. : KMC/EEBS/HQ/IX/82/23-24/320 (1st Call)
Name of work : **Facelifting of pay and use toilet at Chetla Park near Chetla Central Road in Ward No.82, Br.-IX.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : **Rs.4,84,906.93.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of bid : **05.02.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No.1) and 31.01.2024 upto 11 a.m. (for Sl.No. 2 to 6).** Bid opening date and time for technical proposals : **07.02.2024 at 11 a.m. (for Sl.No.1) and 02.02.2024 at 11 a.m. (for Sl.No. 2 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2024 at 5 p.m. (for Sl.No.1) and 19.01.2024 at 5 p.m. (for Sl.No. 2 to 6).** The website **http://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 to 6).**

The Director General (TP&DD/TNP), KMC invites e-tender/ quotation online expression of interest of lower bidder for the following work :-

NIT No. : KMC/TNP/2023-2024/SURVEY (1st Call)
Name of work : **Survey of the existing illegal out fall into Tollys Nullah by dwellers along the Bank of Tollys Nullah for preparation of deliverables to mitigate the Tollys Nullah (Adi Ganga) Pollution.** Estimated Value : **Amount to be quoted.** Earnest Money : **Rs.10,000.00 (Initially) must be deposited online (Balance EMD@2% of the total quoted amount (if any) will have to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of Completion : **45 Days.** Bid submission start date (online) : **19.01.2024 at 5 p.m.** Last date of submission of Bid (online) : **31.01.2024 upto 11.30 a.m.** Bid opening date and time for technical proposal (online) : **02.02.2024 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024 from 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

1303 / 23-24

চোপড়ার আমবাড়ি. গুলিকাণ্ডে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ইসলামপুরে আদিবাসীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর,১৯ জানুয়ারি ঃ চোপড়ার আমবাড়ি-লোধাবারি গুলিকাণ্ডে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে ইসলামপুরে আদিবাসীদের বিক্ষোভ কর্মসূচীকে ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা লক্ষ্য করা গেল। আম্বেদকারাইত পার্টি অফ ইন্ডিয়া এপিআই চোপড়া ব্লকের অন্তর্গত আমবাড়ী লোধাবাড়ি গ্রামে গুলিকাণ্ডে জড়িত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে, চোপড়া থানার আদিবাসীরা যুক্ত বিভিন্ন মামলার সঠিক তদন্ত করিয়া ফাইনাল রিপোর্ট চার্জশিট করতে হবে, চোপড়া থানাতে অভিযোগ জানানোর পরেও যে সমস্ত মামলাগুলি এখনো চালু হয়নি সেগুলি যাহাতে অবিলম্বে চালু করা হয়, চোপড়া থানাতে বর্তমান কর্মরত আইসি সঞ্জয় দাসকে অবিলম্বে অন্যত্র বদলি করিতে হইবে, আদিবাসীদের নামে মিথ্যা মামলা অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে এই পাঁচ দফা দাবি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিন এপিআই নেতৃত্ব ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জশপ্রীত সিংয়ের সাথে আলোচনা করেন। পুলিশ সুপার জশপ্রীত সিং সমস্ত দাবির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন এপিআই জেলা সভাপতি সরকার মূর্মূ।

খবরের জেরে নড়ে চড়ে বসলে ব্লক প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর,১৯ জানুয়ারি ঃ খবরের জেরে নড়ে চড়ে বসলে ব্লক প্রশাসন। এক বাসিন্দার দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম থাকার ঘটনার খবর সম্প্রচারিত হতেই নড়েচড়ে বসলো ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। আজ এবং গতকাল রাতে থেকে ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া এলাকায় ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের ভোটার তালিকা নিয়ে তদন্তে নামতে দেখা যায়। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এই তদন্তের জেরে গুঞ্জরিয়া এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। বাংলার পাশাপাশি বিহার রাজ্যের কিশনগঞ্জ জেলার ভোটার তালিকাতে নাম থাকা বাসিন্দাদের বাসস্থান, কর্মস্থান সব জায়গাতেই সরেজমিনে তদন্ত শুরু করেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফে তাদের জানানো হয়েছে যেকোন এক জায়গায় নাম রাখতে হবে। অধিকাংশ বাসিন্দাই বাংলার ভোটার তালিকায় নাম রাখতে ইচ্ছুক। অন্যদিকে তদন্তকারী প্রশাসনিক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তদন্ত করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। যাদের নাম বিহারে রয়েছে সেবিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিবেন। সবমিলিয়ে তদন্ত শুরু হলেও বাংলার ভোটার তালিকায় নাম থাকা বাসিন্দাদের বিহারের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে কি এ বিষয়ে সন্দেহ কিন্তু থেকেই গেল।

মোগলকাটা চা বাগানে খাচায় বন্দি হলো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, বানেরহাট, ১৯ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার সকালে বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানের ৩৫ ও ৩৬ নম্বর সেকশনের মাঝে বনদপ্তরের পাতা খাচায় বন্দি হলো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। এদিন সকালে চা বাগানের শ্রমিকরা চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পায়। সামনে গিয়ে দেখতে পায় খাচায় বন্দি হয়েছে চিতাবাঘ। খবর দেওয়া হয় বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখায়। বনদফতরের কর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা ওই এলাকায় একটি খাচা পাতে। স্থানীয়দের তরফে খাচা পাতার আবেদন জানানো হয়েছিল। কিছুদিন আগে একটি গরুকে চিতাবাঘ জখম করে বলেও জানা যায়।

KOL RMS/422/2023-2025 Dl. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

এর আগে আরসিবি শিবিরে স্বস্তি
বিরাট পেলেন নতুন ওপেনার

বেঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারিঃ আইপিএলের প্রত্যেক মরসুমে আরসিবির ভক্তরা আশা করেন, এ বার তাঁদের প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি চ্যাম্পিয়ন হবে। দেখতে দেখতে আইপিএলের ১৬টা মরসুম পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কখনও খেতাব জয়ের স্বাদ পায়নি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বিরাট কোহলির আরসিবি এ বারের আইপিএলে সেই অধরা মাধুরী লাভের স্বপ্ন নিয়ে নামবে। আর আইপিএলের আগে আপাতত আরসিবি শিবিরে বেশ স্বস্তি। কারণ বিরাট কোহলি পেলেন দুরন্ত ওপেনিং সঙ্গী। আরসিবির হয়ে বিরাট কোহলি ও ক্যাপ্টেন ফাফ ডু'প্লেসি ওপেন করেন। আগামী আইপিএলে কোহলির সঙ্গে ওপেনিংয়ে দেখা যেতে পারে ইংল্যান্ডের তরুণ ওপেনারকে। কারণ, বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চলতি এসএ২০ লিগে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন উইল জ্যাকস। তিনি প্রোটিয়াদের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সবচেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়েছেন। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে এসএ২০ লিগে খেলেন ইংল্যান্ডের ২৫ বছরের ব্যাটার উইল জ্যাকস। ডারবান সুপার

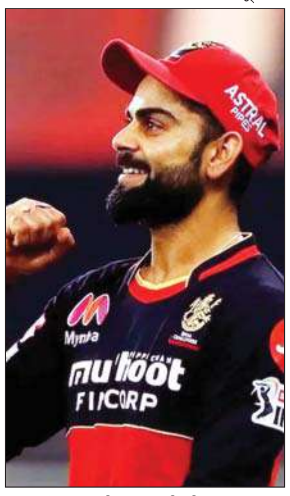

জায়ান্টসের বিরুদ্ধে তিনি ৪২ বলে ১০১ রান করেছেন। তাঁর ব্যাটে এই দ্রুততম শতরানের পথে এসেছে ৮টি চার এবং ৯টি ছয়। বল হাতেও ডারবানের বিরুদ্ধে জোড়া উইকেট তুলে নিয়েছেন উইল জ্যাকস। এই ম্যাচে ৯ উইকেট হারিয়ে ২০৪ রান তুলেছিল উইল জ্যাকসের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। রান তাড়া করতে নেমে ৭ উইকেটে ১৮৭ রানে থেমে যায় ডারবান। ফলে ১৭ রানে শেষ অবধি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস জিতে নেয় ওই ম্যাচ। ২০২৩ সালের আইপিএলের নিলামে ৩.২ কোটি টাকায় ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসকে কিনেছিল আরসিবি। কিন্তু চোটের কারণে তাঁর খেলা হয়নি। উইলের বদলে কিউয়ি অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েলকে আইপিএল টিমে নেয় আরসিবি। এ বারের আইপিএলের নিলামের আগে বিরাটের আরসিবি উইল জ্যাকসকে রিটেইন করে রেখেছিল। ফলে চব্বিশের আইপিএলে তাঁকে আরসিবি জার্সিতে খেলতে দেখা যাবে। এমনটাও হতে পারে তাঁকে ওপেনিংয়ে বিরাটের সঙ্গে দেখা যেতে পারে।

ব্যর্থ টপ অর্ডার, বাংলাকে এখনও টানছেন 'বুড়ো' অনুষ্টুপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ সেই হতাশার চেনা ছবি ঘুরে-ফিরে আসছে। মনোজ তিওয়ারি এটাই কেরিয়ারের শেষ মরসুম। গতবার টিমকে ফাইনালে তুলেছিলেন। কিন্তু রঞ্জি ট্রফির শুরুতেই যা পরিস্থিতি, নকআউটের স্বপ্ন কতটা পূরণ হবে বাংলা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। ছত্তীসগড়ের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষ ২০৬-৪। আরও খারাপ হতে পারত। অনুষ্টুপ মজুমদারের জন্য হল না। ৩৯ বছরেও বাংলার সবচেয়ে সফল ক্রিকেটার সেই অনুষ্টুপই। বাইশ গজে বিপক্ষের ঝড়ঝাপটা সামলে যিনি ৫৫ রানে নট আউট আছেন। সঙ্গী অভিষেক পোড়েল, ৪৭ রানে ক্রিজে রয়েছেন। প্রতি মরসুমেই একঝাঁক তরুণের অভিষেক হয় বাংলার হয়ে। কিন্তু মরসুম শেষ হওয়ার পর তাঁদের অনেককেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সব রাজ্যই যখন একের পর এক তারার জন্ম দিচ্ছে, তখন বাংলার ক্রিকেট কেন পিছিয়ে পড়ছে, তা নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। মনোজ তিওয়ারির

মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটার আর আসেননি। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ভিন রাজ্যের। বাংলা কি বাঙালির? এই প্রশ্নের উত্তর তবু প্রতি বছর মিলিয়ে চলেছেন অনুষ্টুপ। এ বারও মরসুমের শুরুতেই সেঞ্চুরি করেছিলেন। এই ম্যাচেও টিমকে টানছেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫ হাজার রান করে ফেললেন। ৯৪ বলে ৫৫ করার পথে মেরেছেন ৮টা চার। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলে গেলেন, ''যতটা বেশি সম্ভব রান তুলে নিতে হবে আমাদের।'' অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে এসেছে ১ পয়েন্ট। ৬০ রানে অল আউট করেও উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে মিলেছে ৩ পয়েন্ট। ঘরের মাঠে ছত্তীসগড়ের মতো টিমকে পেয়ে কেন আগ্রাসী হবে না বাংলা? আসাম, বিহারকে হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিপক্ষের টিমে এমন কেউ নেই যিনি মেঘলা ইডেনে আগুনে বোলিং করবেন। রবি কিরণ, সৌরভ মজুমদার, জিভেস বাটরা তা করেনওনি। তাও কেন জ্বলে উঠতে পারল না মনোজের টিম? এত সমীহ করার কী আছে? অ্যাটাকিং হতে গিয়ে ৭৩ ওভারে ২০৬-৬ হলেই বা কী হত? এ সব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। মনোজ নিজেও ১৯এ ফিরে গিয়েছেন। ওপেনার সৌরভ পাল (১২) ফিরতে সময় নেননি। অন্য ওপেনার শ্রেয়াংশ ঘোষ ২২ করতে নিলেন ১১১ বল! তিন নম্বরে নেমে সুদীপ ঘরামি করলেন ৪৯। এদিন সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, দুপুরের পর থেকে আরও অবনতি হয়েছে আবহাওয়ার। তাপমাত্রা কমে গিয়েছে, অথচ আলো কমে এসেছে, সেটাই পরীক্ষা করে ম্যাচ পরিচালকরা জানিয়ে দেন আজকের মতো খেলা শেষ। শনিবার বাংলার ব্যাটাররা সাড়ে তিনশো রান করতে পারলেও এই পিচে লড়াই করা যাবে।

কোপা আমেরিকা পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচ থাকছেন স্কালোনি

বুয়েনস আইরেস, ১৯ জানুয়ারিঃ কাতার বিশ্বকাপে জয়ের পরেই আর্জেন্টিনা দলের মূল কোচ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন লিওনেল স্কালোনি। এরপরেও শোনা গিয়েছিল নানা গুঞ্জন। আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার সঙ্গে চুক্তি থাকলেও স্কালোনি ততদিন দায়িত্ব পালন করবেন কিনা, সেটি ছিল অনিশ্চিত। চলতি বছরের কোপা আমেরিকার আগেই স্কালোনি দায়িত্ব ছাড়বেন এমন গুঞ্জনও উঠেছিল। তবে গতকাল মঙ্গলবার সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস। তারা জানিয়েছে, অন্তত কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত আর্জেন্টিনার কোচের দায়িত্ব পালন করবেন স্কালোনি। মেসিদের কোচ থাকছেন ততদিন পর্যন্ত। ফুটবলের জনপ্রিয় ইতালীয়

সাংবাদিক ফাব্রিসিয়ো রোমানো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফাবিয়ান তাপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন স্কালোনি। তারপরেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি কোপা পর্যন্ত দলের কোচের পদে থাকবেন। আগামী ২০ জুন আমেরিকার শুরু হবে কোপার আসর। ১৪ জুলাই ফাইনাল হবে নিউইয়র্কে। আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন। ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনা কোচের দায়িত্ব নেন স্কালোনি। দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০২১ সালে আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকার শিরোপা এনে দেন তিনি। এরপর ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বসেরা করেন ৪৫ বছরের কোচ।

কোপা দেল রে
ফের আতলেতিকোয় আটকা রিয়াল

মাদ্রিদ, ১৯ জানুয়ারিঃ প্রতিশোধ? তা বলাই যায়। ১০ জানুয়ারি সৌদি আরবে স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ৫-৩ গোলে হেরেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদ। ৮ দিনের ব্যবধানে টানা দ্বিতীয় 'মাদ্রিদ ডার্বি'তে সেই হারের প্রতিশোধই নিল নগর প্রতিদ্বন্দ্বীরা। ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানো স্টেডিয়ামে গতকাল রাতে কোপা দেল রে শেষ ষোলো থেকে রিয়ালকে ছিটকে ফেলেছে আতলেতিকো। ৬ গোলের রোমাঞ্চকর এই ম্যাচে আতলেতিকোর জয়ের ব্যবধান ৪-২। টানা দুই মাদ্রিদ ডার্বিতে গোল হয়েছে মোট ১৪টি! দুই প্রতিবেশীর মধ্যে টানা দুই ম্যাচে গোলের এমন উৎসব কিন্তু তেমন একটা দেখা যায় না। পরিসংখ্যান বলছে, টানা দুটি অফিশিয়াল মাদ্রিদ ডার্বিতে অন্তত ১৪ গোল সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৫০ সালে। ৭৪ বছর আগে টানা দুই ম্যাচে ১৫ গোলের জন্ম দিয়েছিল মাদ্রিদের এই দুই ক্লাব। নির্ধারিত সময়ে ২-২ সমতা থাকা ম্যাচটিতে আতলেতিকো জয় পায় অতিরিক্ত সময়ে-আতোয়ান গ্রিজমান (১০০ মিনিট) ও রদ্রিগো রিকেলমের (১১৯ মিনিট) গোলে। তার আগে নির্ধারিত সময়ে দুবার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখেছে রিয়াল। ৩৯ মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে উইঙ্গার স্যামুয়েল লেনোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল

আতলেতিকো। এই গোলে রিয়াল ডিফেন্ডার আন্তনিও রুডিগারেরও 'অবদান' আছে। বল 'ক্লিয়ার' করতে কিক নিতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলেন এই জার্মান। সেখান থেকে বল পেয়ে গোল করতে লেনোর কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে আতলেতিকো গোলকিপার ইয়ান ওবলাকের ভুলে সমতায় ফেরে রিয়াল। লুকা মদরিচের ফ্রি কিক 'ক্লিয়ার' করতে গিয়ে বল নিজের জালেই জড়ান ওবলাক। ম্যাচের তৃতীয় গোলের উৎসও 'ভুল'-৫৭ মিনিটে রিয়াল মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার নিজেদের রক্ষণভাগে পাঠানো বাজে পাস ধরে সহজ গোল করেন আতলেতিকো স্ট্রাইকার আলভারো মোরাতা। ৮২ মিনিটে খুব কাছ থেকে গোলের আরেকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন এই স্প্যানিশ তারকা। সেখান থেকে বল পেয়ে প্রতি-আক্রমণে ওঠে রিয়াল। জুড বেলিংহামের ক্রস থেকে গোল করে রিয়ালকে আবারও সমতায় ফেরান হোসেলু। ম্যাচে আতলেতিকো তৃতীয়বার এগিয়ে যায় অতিরিক্ত সময়ে গ্রিজমানের মাধ্যমে। ভিনিসিয়ুসের কাছ থেকে বল কেড়ে মাঝমাঠ থেকে দৌড়ে বক্সে ঢুকে গোল করে আতলেতিকোকে এগিয়ে দেন গ্রিজমান। ১১৯ মিনিটে রিকেলমের গোলে জয়ের ব্যবধানটা আরেকটু বড় করেছে আতলেতিকো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ২১ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হারল রিয়াল। এই মরসুমে কার্লো আনচেলত্তির দল হেরেছে দুই ম্যাচ দুটিই আতলেতিকোর বিপক্ষে তাঁদেরই মাঠে। হারের পর রিয়াল কোচ আনচেলত্তি বলেছেন, ''আমরা কয়েক দিন আগেই তাদের হারিয়েছি। এই ম্যাচে আমরা পরিপূর্ণ ফুটবল খেলেছি এবং কঠিন লড়াই করেছি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে।'' রিয়ালের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোল করার চেষ্টার অভাব ছিল কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে আনচেলত্তি সোজাসাপটাই বলেছেন, ''দুটো গোল করেছি। দুটো পোস্ট লেগেছে এবং একটি গোল বাতিলও হয়েছে। এর চেয়ে বেশি আর কিছু করা যেত না।'' অন্য ম্যাচে স্প্যানিশ ফুটবলে তৃতীয় স্তরের দল ইউনিওনিস্তাসকে হারিয়ে কোপা দেল রে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে জাভি হার্নান্দেজের বার্সেলোনা। ৩১ মিনিটে আলভারো গোমেজের গোলে ইউনিওনিস্তাসই ম্যাচে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে সমতায় ফেরে বার্সা। বিরতির পর জুলস কুন্দে ও আলেহান্দ্রো বালদের গোলে জয় তুলে নেয় বার্সা। জয়ের পর 'মুভিস্টার'কে বার্সার রাইটব্যাক কুন্দে বলেছেন, ''হারের পর ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল এবং কোপা জেতাও আমাদের লক্ষ্য। কোচের সমালোচনা করাই যায়, তবে মাঠে কিন্তু আমরাই খেলি।'' এই ম্যাচে মাঠে নামার আগে সৌদি আরবে ১৪ জানুয়ারি স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে রিয়ালের কাছে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল বার্সা। কোচ জাভি হার্নান্দেজের সমালোচনাও শুরু হয়েছিল। কারণ, লা লিগায় পয়েন্ট টেবিলেও তেমন সুবিধাজনক অবস্থানে নেই বার্সা। ১৯ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে চতুর্থ। জাভি বলেছিলেন, খেলোয়াড়েরা তাঁর ওপর আস্থা রাখতে না পারলে নিজের ব্যাগ গুছিয়ে বাড়িতে ফিরবেন। গতকাল রাতের জয়ে একটু হলেও আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে জাভির বার্সেলোনা।

শুধু ইনিংস ব্যবধানে হারটাই এড়াতে পারল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

অ্যাডিলেড, ১৯ জানুয়ারিঃ ম্যাচটা দ্বিতীয় দিনেই নাগালে নিয়ে এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। বাকি ছিল শুধু শেষের আনুষ্ঠানিকতা। অ্যাডিলেড টেস্টের তৃতীয় দিনে সেই শেষটুকু সম্পন্ন করতে অস্ট্রেলিয়ার লেগেছে ১৯.১ ওভার। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেটে ৭৩ রান নিয়ে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১২০ রানে থামালে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৬ রানের, যা কোনও উইকেট না হারিয়েই তুলে ফেলে প্যাট কামিন্সের দল। যদিও শামার জোসেফের বাউন্সারে মুখে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন উসমান খাজা। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনের মধ্যে ম্যাচ জিতে নিয়ে দুই টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে পিছিয়ে থাকা ক্যারিবীয়রা গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ সেশনে ২২.৫ ওভারেই হারিয়েছিল ৬ উইকেট। কামিন্সদের চেয়ে তখনো ২২ রানে পিছিয়ে থাকায় ইনিংস ব্যবধানের শঙ্কাও উঁকি দিচ্ছিল। তৃতীয় দিনের সকালে সেটি প্রায় হয়েও গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ১ রানে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় আউট হন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নবম ব্যাটসম্যান। এখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস ব্যবধানে হার ঠেকান জোসেফ ও কেমার রোচ। প্রথম ইনিংসে শেষ উইকেটে ৫৫ রান তোলা এই দুই বোলার দ্বিতীয় ইনিংসে যোগ করেন ২৬ রান। অভিষিক্ত জোসেফ নাথান লায়নের শিকার হওয়ার আগে করেন ১৫ রান, এর আগে প্রথম ইনিংসেও তুলেছিলেন ৩৬ রান। ২৪ বছর বয়সী এই গায়ানা পেসার অবশ্য অভিষেক ম্যাচটিকে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় করে রেখেছেন প্রথম ইনিংসে বল হাতে ৫ উইকেট নিয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে উইকেট পাননি, তবে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজাকে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছেন। খাজা ও স্টিভ স্মিথের জুটি সহজেই দলকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ইনিংসের সপ্তম আর নিজের দ্বিতীয় ওভার করতে আসা জোসেফের দ্বিতীয় বলেই বাউন্সারে আহত হন খাজা, তাঁর মুখ থেকে রক্তও বের হতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন খাজা। মারনাস লাবুশেন এসে এক বল পরেই অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের রান এনে দেন। স্মিথ অপরাজিত থাকেন ১১ রানে। এমন জয়ের পর উইকেট যে সহজ ছিল না, সেটিও মনে করিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ''দারুন টেস্ট ম্যাচ, তিন দিনের মধ্যে শেষ করতে পেরে ভালো লাগছে। (তবে) এমন একটা উইকেট, যেখানে মনে হবে, আপনি পরের বলেই এজড হবেন।'' ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন ম্যাচসেরা ও ঘরের ছেলে ট্রাভিস হেডও, ''চ্যালেঞ্জিং ছিল। ভাগ্য ভালো যে অভিজ্ঞতা কাজে লাগছে। ব্যস্ত মরসুমে ঘরে চার-পাঁচ দিন কাটাতে পেরে ভালো লাগছে।'' আর ক্যারিবীয় অধিনায়ক ক্রেগ ব্রাফেট বলছেন ব্যাটসম্যানদের দ্রুত শিখতে, ''ব্যাটসম্যানদের জন্য এক নম্বর দলের বিপক্ষে খেলার অনুভূতি কেমন, সেটি দারুণ। কীভাবে স্কোর করা যায়, বাজে বলে মারা যায়, সেগুলো শিখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভালোভাবে শেখা এবং দ্রুত শেখা।'' সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু ২৫ জানুয়ারি ব্রিসবেনে।

প্যারিস অলিম্পিক্সের আশা শেষ! জাপানের কাছে হার ভারতীয় মহিলা হকি দলের

রাঁচি, ১৯ জানুয়ারিঃ জার্মানির কাছে হেরে তাও আশা ছিল। কিন্তু শুক্রবার রাঁচিতে মহিলা হকি দলের অলিম্পিক্স যোগ্যতাপর্বের ম্যাচে জাপানের কাছেও হারল দেশের মহিলা হকি দল। খেলার ফল জাপানের পক্ষে ১-০, তাতেই প্যারিস যাত্রার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেছে। এদিনের ম্যাচটি ছিল তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচ। ভারতের মেয়েরা তিনটি কোয়ার্টার পেয়েছিলেন গোল দিয়ে সমতা ফেরানোর। কিন্তু তাঁরা সেই কাজে সফল হতে পারেননি। ৫৮ মিনিটের মাথায় জাপানের গোলরক্ষককে একা পেয়েও গোল করতে পারেনি ভারতের তারকা ফরোয়ার্ড সেলিমা। ম্যাচের প্রথম কোয়ার্টারে গোল হজম করার পরে ভারত তিনটি কোয়ার্টারে গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয়। ম্যাচের ৫০ মিনিটে জাপানের কিপার বাঁচালেও ডেঞ্জার প্লে-র জন্য পেনাল্টি কর্নার পায় ভারত। তবে আট নম্বর পেনাল্টি কর্নার থেকেও গোল করতে পারেনি ভারত। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করার ব্যর্থতায় ভারতের মেয়েদের বিস্তর ভোগাল।

কেরালাতে দু'টো ম্যাচ মেসিদের, প্রতিপক্ষ সুনীলের ভারত?

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসির ভক্তরা ছড়িয়ে রয়েছেন বিশ্বজুড়ে। কাতারে তিনি আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ খেতাব জেতানোর পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছিল বিরাট সেলিব্রেশন। ভারতেও মেসির অনুরাগীর সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। এ বার ভারতে থাকা মেসির ভক্তদের জন্য সুখবর। আগামী বছর ভারতে আসতে চলেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন সুপারস্টার একা নন, দলবল নিয়ে আসবেন তিনি। ভারতে এর আগেও এসেছেন মেসি। ২০২৩ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজও ভারতে এসেছিলেন। তিলোত্তমায় তাঁকে দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়েছিল। শোনা গিয়েছে, কেরালায় ২০২৫ সালের অক্টোবরে আসবে আর্জেন্টাইন ফুটবল টিম। কেরালা ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেসির আর্জেন্টিনা এই সফরে ভারতীয় ফুটবল টিমের বিরুদ্ধে দু'টি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কথা আর্জেন্টিনার। কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরাহিমা নিজের ফেসবুক পোস্ট এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আফা) সঙ্গে কেরালার ক্রীড়ামন্ত্রী ভি আব্দুরাহিমা কথা বলেছেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ আয়োজন করার বিষয়ে। নিজের ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন টিম কেরালা থেকে যে ভালোবাসা এবং সমর্থন পায়, তা খুব ভালভাবে জানে। তাই তারা আনন্দের সঙ্গে আমাদের অনুরোধটি গ্রহণ করেছে।' একইসঙ্গে আফা কেরালা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ৫ হাজার স্টুডেন্টকে ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রাথমিকভাবে চলতি বছরের জুনে ভারত-আর্জেন্টিনার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ আয়োজন করার কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদল করা হয়। ২০২৩ সালের জুনে কেরালাতে ভারত-আর্জেন্টিনার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন আর্থিক সমস্যার আর্থিক সমস্যার কারণে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলা হয়নি। কিন্তু মেসি পঁচিশে কেরালায় আসতে চলেছেন এবং সুনীল ছেত্রীর ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেন।

ভোর ৩টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত খেলে মেদভেদেভ দর্শকদের বললেন, 'আপনারা শক্তিশালী'

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারিঃ ''সত্যি বলছি, আমি হলে থাকতাম না।'' দানিল মেদভেদেভ ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন রড লেভার অ্যারেনার দর্শকদের। অবশ্য যে দর্শকেরা ভোর ৩টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত খেলা দেখতে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁদের একটা ধন্যবাদ প্রাপ্যই! অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিনল্যান্ডের এমিল রুসভুরির সঙ্গে ৪ ঘণ্টা ২৩ মিনিটের এক কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছে তৃতীয় বাছাই রাশিয়ার মেদভেদেভকে। প্রথম দুই সেটে পিছিয়ে থাকলেও মেদভেদেভ ঘুরে দাঁড়িয়েছেন দারুণভাবে, শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি জিতেছেন ৩-৬, ৬-৭ (১-৭), ৬-৪, ৭-৬ (৭-১), ৬-০ গেমে। এমন ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর ক্যারিয়ারে, সেটি বলার পর মেদভেদেভ দর্শকদের বলেছেন, ''সত্যি বলছি, আমি হলে থাকতাম না। থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমি যদি টেনিস সমর্থক হতাম, তাহলে একটার দিকেই বলতাম, 'এবার ঘরে চলো, বাকিটা টেলিভিশনে

ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে ৩টে, মেদভেদের ম্যাচ গেছে ৩টে ৪০ মিনিট পর্যন্ত।

দেখব। ৩০ মিনিট দেখে ঘুমাব।' তাই ধন্যবাদ, আপনারা অনেক শক্তিশালী।'' এত দেরিতে খেলা শেষ হওয়া ঠেকাতে এবার টুর্নামেন্ট কমিটি বাড়তি এক দিনও যোগ করেছে। এখন পর্যন্ত এবারের আসরে মেদভেদেভদের ম্যাচটিই সবচেয়ে দেরিতে শেষ হলো। তবে টুর্নামেন্টের রেকর্ডে এটি ৩ নম্বরেই। গত বছর অ্যান্ডি মারে ও থানাসি কোক্কিনাকিসের ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ভোর ৪টার পর। ভোর ৪টার পর, তবে তালিকায় সেটিও ২ নম্বরে। ২০০৮ সালে লেটন হিউট ও মার্কোস বাগদাতিসের ম্যাচ শেষ হয়েছিল ভোর ৪টা ৩৪ মিনিটে। এই ম্যাচ মূলত শুরুই হয়েছে বেশ দেরিতে। মেদভেদেভদের অপেক্ষায় রেখেছিলেন আনা ব্লিনকোভা ও ইয়েলেনা রিবাকিনা তাঁদের রেকর্ড টাইব্রেকারের ম্যাচে। সে ম্যাচটি স্থায়ী হয় ২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট। এর আগে মেয়েদের ১ নম্বর ইগা সিওনতেক ও ছেলেদের দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজও তাঁদের ম্যাচ খেলেছেন তিন ঘণ্টার বেশি সময় নিয়ে। কখন খেলতে নামবেন, এই অপেক্ষা করাটা মোটেও সহজ নয়, সেটি আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন রুশ তারকা মেদভেদেভ, ''সবচেয়ে কঠিন ছিল টাইব্রেকটা। টেনিসে আপনি জানবেন না কখন খেতে হবে, কখন ওয়ার্মআপ করতে হবে। আমি আজ আগেভাগে করে ফেলেছি, কারণ, মনে করেছিলাম (ব্লিনকোভাদের) ম্যাচটি দ্রুত শেষ হবে, টাইব্রেকটা দ্রুত শেষ হবে। ওয়ার্মআপ শুরু করে দিয়েছিলাম।'' এরপর মেদভেদেভ যোগ করেন, ''পাঁচ মিনিটের জন্য ওয়ার্মআপ, পাঁচ মিনিট বিশ্রাম। ফলে যখন কোর্টে নেমেছি, তার আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সহজ নয়। শুরুতে সে (রুসভুরি) বেশ ভালোভাবে প্রস্তুত ছিল। তবে নিজের শক্তিমত্তা ধরে রাখতে পেরে খুশি আমি।'' তৃতীয় রাউন্ডে কানাডার ফেলিক্স অঁজে-আলিয়াসিমের মুখোমুখি হবেন মেদভেদেভ।

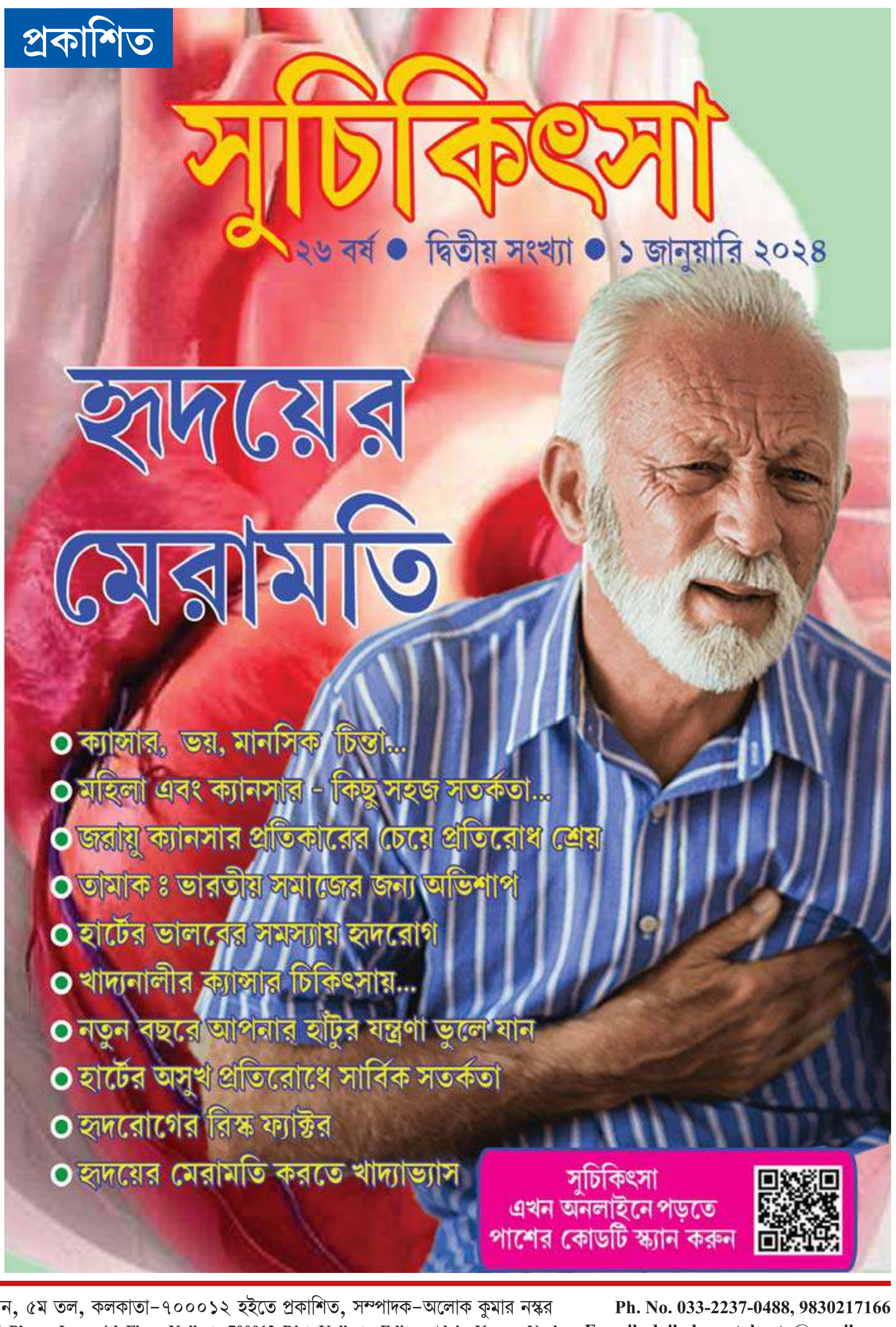

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com